যে পথে দাঁড়িয়ে

পল-রোবসন

অনুবাদ

দীপেন্দু চক্রবর্ত্তী

সাম্প্রতিক ॥ ৫২/২, সিকদারবাগান স্ট্রিট ॥ কলকাতা-চার

অনুবাদস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ; ডিসেম্বর, ১৩৬৭

প্রকাশক :

অমিত সরকার

সাম্প্রতিক

বাহান্ন / দুই. সিকদারবাগান স্ট্রিট ॥ কলকাতা-সাত লক্ষ চার

মুদ্রাকার :

মলয় কুমার দত্ত

মুদ্রালিপি

আঠারো-এ, রমানাথ বিশ্বাস লেন ॥ কলকাতা-সাত লক্ষ নয়

বঙ্গবাসী লিমিটেড

ছাব্বিশ. পটলডাঙা স্ট্রিট ॥ কলকাতা-নয়

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম বসু

এসলাণ্ডা গুড রোবসনের প্রতি
বিশিষ্ট লেখক ও নৃতত্ত্ববিদ

অনেক কিছুর জন্য ধন্যবাদ—

আফ্রিকার জনগণের স্বার্থে আপনার যে অক্লান্ত শ্রম তার জন্য,

এখানে আমেরিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আমাদের স্বজাতির সংগ্রামে আপনার যে আত্মনিবেদন তার জন্য,

রাষ্ট্রসঙ্ঘে সমস্তরকম মানবসমাজকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার যে গঠনশীল বিশ্লেষণ আপনি করে-ছিলেন তার জন্য।

সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার যে গভীর প্রত্যয় ও পরিশ্রম তার জন্য।

এবং সর্বক্ষণ আমাদের সন্তান সন্ততির উন্নততর ভবিষ্যতের চেতনায় আমাদের সংগ্রাম, সাধ ও সাফল্যের বছরগুলিতে আপনি যে-সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য গভীরতম কৃতজ্ঞতা:

বিষয়—সূচী

সাম্প্রতিকের অন্যান্য বই

বিনয় ঘোষ ।। নববাবু চরিত
ডাস্টবিন ।। বিনয় ঘোষ
ঋত্বিক ও তাঁর ছবি ।। সম্পাদনা : রজত রায়
কৃষণ চন্দর ।। যব ক্ষেত জাগে

অনুবাদকের কথা

আত্মজীবনী হয়েও আত্মজীবনী নয়, একটা যুগের, একটা সংগ্রামের জীবনী, যার মুখপাত্র পল রোবসন। তাঁর 'Here I Stand' অনায়াসে হতে পারে 'Here we Stand'। ব্যক্তি রোবসনের কাহিনী শুরু হয় 'আমি একজন নিগ্রো' এই কথায়, শেষ হয় পাবলো নেরুদার কবিতায় —'এসো সারা দুনিয়ার কথা ভাবি'। নিজের কথা হয়ে ওঠে সবার কথা— যেমন তাঁর জীবনে তেমনি তাঁর জীবনীতে।

অথচ কপট বিনয়ের প্রশ্রয় নেই। আছে আত্মগৌরবের যুক্তি-সঙ্গত বলিষ্ঠ প্রকাশ। যার অপর নাম আত্ম-বিশ্বাস। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে আদর্শবাদী বীরপুরুষ যেরকম কণ্ঠে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, অর্থ যশ ও হুমকি যাকে বশে আনতে পারে না।

প্রতিষ্ঠা বড় বিষম বস্তু, আমরা ভারতীয়রা জানি। প্রতিষ্ঠা যদি আন্তর্জাতিক হয় তবে প্রতিভার সামাজিক দায়িত্ব শূন্যে গিয়ে দাঁড়ায়—আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা! রোবসন যে পথে হেঁটে গেছেন সে পথটি আমাদের কাছে তাই বিশেষ পরিচিত নয়। এখানে শিল্পীর নবজন্ম প্রতিষ্ঠার পর অপমৃত্যুর নামান্তর।

আমাদেরও একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতশিল্পী আছেন যিনি রোবসনের দেশে বহুদিন হাততালি কুড়িয়েছেন, তবে রোবসনের পথটিতে হাঁটেন নি। যেমন স্বদেশে নানান অবিচার—অত্যাচারে তেমনি বিদেশে স্বদেশের অবমাননায় তিনি অবিচল। এমনিতেই সঙ্গীত সাধকের যে ভারতীয় ভাবমূর্তি তার সঙ্গে সমাজচেতনা ও স্বদেশ প্রেমের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ, তার ওপর যেখানে সকল স্বীকৃতির সেরা হল বিদেশী স্বীকৃতি, সেখানে প্রথম সারির সঙ্গীত সাধকেরা গানের ভেতর দিয়ে মাতৃভূমির সেবা করবে এমন আশা করাটাই বোধহয় ছেলে-মানুষি। আমাদের রথ সব সময়ই উল্টো। সাহেবরা সেতার বাজাচ্ছে বলে আমরা সেতারে আগ্রহী এমন কি, একতারা দোতারা বাদকেরও বিদেশী স্বীকৃতি প্রয়োজন। মুকুন্দদাস বেঁচে থাকলে বোধ হয় তাকেও একবার

বিদেশ ঘুরিয়ে আনা হত, নইলে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে তিনি গাইতে পারতেন না। লণ্ডনের অ্যালবার্ট হলে বঙ্গের প্রখ্যাত গায়ক গাইকারা গান গাইলে তার রেকর্ড বার করে এইচ, এম, ভি, ব্যস। ওখানকার ভারতীয়রাও ফেলে আসা দেশের গায়কদের কাছ থেকে এর বেশি-কিছু আশা করেন না, এমন কি সাদা কালো ভেদাভেদের ব্যাপারেও না।

এসব ঘটনার ফলেই প্রতিষ্ঠার অর্থ দাঁড়িয়েছে সামগ্রিক আপোষ—অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত গায়ক হল প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার চারণ। চল্লিশের দশকে আই, পি, টি, এ আন্দোলনের যতটুকু সাফল্য তা আজ ইতিহাসের করুণ রসিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ যাঁরাই সে আন্দোলনের রক্ষক ছিলেন তাঁরাই আজ তার ভক্ষক হয়ে উঠেছেন। অতীত বিপ্লবী আন্দোলন এখন আত্ম-প্রতিষ্ঠার ঘোরানো সিঁড়ি। কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, তবে মর্মান্তিক-ভাবে সত্যি। বিশেষ করে গায়কদের ক্ষেত্রে। আমাদের লেখক-নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক— সাংবাদিক এঁরা কেউ কেউ মোটামুটি একটা সামাজিক দায়িত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু তুলনামূলক-ভাবে গানের ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত শূন্যতা। ব্যতিক্রম যদি থেকে থাকে তবে তা অনামী অপ্রতিষ্ঠিত গায়কদের

মধ্যে যত বেশি প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে ততটা নয়। গত জরুরী অবস্থায় এবং তারও আগে ভারত-চীন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি দাসত্ব করেছেন ভারতীয় সঙ্গীত সাধকদের একটি বৃহৎ অংশ। যাঁরা করেন নি তারা নমস্য কিন্তু তাঁদের কথা জনসাধারণ জানার সুযোগ পায় নি, আমরাও সে সুযোগের ব্যবস্থা করি নি।

সুতরাং এই দেশীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পল রোবসনের মতো প্রতিষ্ঠিত গায়কের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামকে রূপকথা বলে মনে হতে পারে। শুধু গায়ক নয়, সাংস্কৃতিক যে কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতদের সম্বন্ধে আমাদের সংশয় ও অশ্রদ্ধা এমন স্তরে গেছে যে, গণ-আন্দোলনেও তাদের অংশগ্রহণকে কেউ বড় একটা সুনজরে দেখে না।

অভিজ্ঞতা হিসেবে এই সংশয় খুবই যুক্তিযুক্ত কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যে প্রতিষ্ঠিত হলে একজন শিল্পীর স্বাধীন সত্তা লুপ্ত হবেই। চূড়ান্ত ধনবাদী দেশ আমেরিকাতে যদি এমন গায়ক জন্মাতে পারেন যিনি অর্থ যশ প্রতিপত্তি পেয়েও দাসখত দেন না, তবে আমাদের এই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন পশ্চিমবঙ্গে এরকম গায়ক জন্মায় নি বলেই যে কাল জন্মাবে না এমন সিদ্ধান্তে আসাও অসম্ভব।

শুধু গায়ক রোবসনই নন, অভিনেতা রোবসনও সমান শ্রদ্ধেয়।

'আমার কর্মজীবনের প্রথম দিকে আমার মনোভাব নিগ্রো শিল্পীদের মতোই ছিল—অর্থাৎ একটি নামকরা ছবির বিষয় ও আঙ্গিক আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, আসল কথা হল একটা সুযোগ পাওয়া, যা আমা'দর জাতের হাতে খুব কমই আসতো - একটা পার্ট পাওয়া, সে মঞ্চের নাটকেই হোক বা চলচ্চিত্রেই হোক '... পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে নিগ্রো শিল্পীরা ব্যাপারটাকে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের আলোয় দেখতে পারে না, স্বজাতির কাছে তাদের একটা দায়িত্ব আছে।'

কিন্তু রোবসনের এই দায়িত্ববোধ স্বজাতি থেকে মানব জাতিতে বিস্তৃত হয়েছিল।

আজ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পথিক না থাকলেও রোবসনের পথটা এখনও আছে। পথটার নির্দেশ—'Here I Stand'। এই নিদারুণ বিভ্রান্তির যুগে ব্যক্তি-চরিত্রের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিনে, সঙ্গীত জগতের—এমন কি গণ-সঙ্গীতের—দুর্বার ব্যবসায়িকতার কালে বাঙালী তরুণ সমাজ জানুক কিভাবে রোবসন এই পথটি চিনে নিতে পেরেছিলেন—এই আশায় অধুনা দুষ্প্রাপ্য বইটির অনুবাদে এগিয়ে

গিয়েছি শ্রী অমিত সরকারের অনুরোধে।

কিন্তু অনুবাদ শেষ করেই বুঝলাম যে আমার ক্ষমতা আমার আগ্রহের সমান নয়। বাঙালী অনুবাদকের চির-পরিচিত সমস্যা আমারও সমস্যা —ইংরেজিটা আয়ত্তে এল না, বাংলাও বাইরেই থেকে গেল! তবে সান্ত্বনা এই যে যে-দেশে অনুবাদে বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ উৎসাহী নন সেখানে আমাদের মতো কাঠ-বেড়ালীরাই সমুদ্রে বালি ঢালছে। বিভিন্ন ভাষার সেতুবন্ধনে এটাও কম কথা নয়। আশা করবো সুধী পাঠক বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদকে সেই আলোয় বিচার করবেন।

অনুবাদের কতকগুলো নিজস্ব সমস্যা আছে যা পাণ্ডিত্যও অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্তিটি ভাষায় এমন একটা ভঙ্গী, এমন কথা, এমন আবেগ ও হাস্যরস থাকে যা অন্য ভাষায় রূপান্তর অসম্ভব। আমার মনে হয় না 'Here I Stand' কথাটার বাংলা সম্ভব। 'এই আমার পথ', 'যে-পথে দাঁড়িয়ে' 'এই আমার মত', 'এই আমার অবস্থান' 'এইখানে আমি', 'এইখানে দাঁড়ালাম', যাই করি না কেন কিছুতেই ইংরেজির সঠিক অনুবাদ হয় না, অথচ একেবারে নতুন শিরোনামেও মন ওঠে না। এ সব ভেবে শেষ পর্যন্ত 'যে পথে

দাঁড়িয়ে' বেছে নিয়েছি। রোবসন শুধু তার মত প্রকাশ করেন নি, একটা পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে, তাঁর আত্মজীবনী সেই পথেরই পাঁচালী। 'Stand' কথাটায় অবস্থান বোঝালেও বাংলা শব্দটিতে সেই বলিষ্ঠতা নেই, 'পথ' শব্দটি আনলে একটা গন্তব্যের ইশারা পাওয়া যায়। স্বীকার করি, তবু এই শিরোনামে তৃপ্তি পাই নি। যদি এ গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, তবে হয়তো শিরোণাম থেকে পরিশিষ্ট পর্যন্ত যেসব-খুঁত থেকে গেল তা দূর করার সুযোগ পাওয়া যাবে। আপাতত এইসব ত্রুটির জন্ত পাঠকের সহানুভূতি ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রেসের দাবী মেটাতে প্রতিটি অধ্যায় অনুবাদ করেই মুদ্রস্থ করতে হয়েছে। ফলে সামগ্রিক পরিমার্জণ ও সঙ্গতির সুযোগ পাওয়া যায় নি। এর ওপর সময়ের অভাব। ইচ্ছে ছিল কিছু কিছু শব্দ ও নামের পাদটীকা যোগ করে যাঁরা ওয়াকিবহাল নন তাঁদের সাহায্য করি। সেই অনুসারে জায়ন চার্চ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল রোড, জিম ক্রো ইত্যাদিকে চিহ্নিতও করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাব, প্রেস-পরিবর্তন, এবং প্রকাশকের সীমিত রসদ (যদিও আন্তরিকতা সীমিত নয়) ইত্যাকার বিপত্তি আমাদের

পরিকল্পনাকে প্রায় বানচাল করে দিয়েছে।

কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ ইচ্ছে করেই অনুবাদ করি নি। বোধহয় তা করলে কৃত্রিম বিশুদ্ধতার ফাঁদে পড়তে হত। কারণ শিক্ষিত বাঙালীর ভাষা—বিশেষ করে কথ্যভাষা—এখন একটা মিশ্র ভাষা হয়ে উঠেছে। ভালো হোক মন্দ হোক সেটাই আমাদের সবচেয়ে সহজবোধ্য ভাষা। এই ভাষাতেই রোবসনের ভাষাকে ধরতে চেয়েছি। এবং সব সময়ই ভয়ে ভয়ে। আশা করবো যাঁরা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করতে আগ্রহী হবেন তাঁরা নির্ভয়ে ভুল ধরিয়ে অনুবাদককে ঠিকপথে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন।

যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরঞ্জত রায়, শ্রী অমিত সরকার, শ্রীঅসিত রায় ও শ্রীরণজয় কার্লেকার।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

লেখকের কথা

আমি নিগ্রো। যে-বাড়িটায় থাকি তা হার্লেমে—শহরের ভেতরে আর একটা শহরে, আমেরিকার নিগ্রো মহানগরীতে। লিখতে বসেছি আমার মনের, আমার অন্তরের সেইসব কথা, যা এখনি বলা প্রয়োজন, আর মনে হচ্ছে যেন আমাকে জাপটে ধরছে আমার চারপাশের সব কিছু—এই এখানে যেখানে আমি থাকি, আপনজনের মাঝখানে।

আমার ভাই বেন যে বাড়িটায় থাকে তা খুব দূরে নয়—মাদার এ এম ই জায়ন চার্চের[১] পুরোহিতাবাস। সেখানে বহু বছর হল বেন—রেভারেণ্ড বেঞ্জামিন সি রোবসন—পাস্টর হয়ে আছে। ওর ভালোবাসা আমাকে যেভাবে ঘিরে থাকে তাতে আমি সেই মানুষটির জীবন্ত সান্নিধ্য পাই, যিনি আজ চল্লিশ বছর মৃত, যাঁর প্রভাব আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি—আমার বাবা, রেভারেণ্ড উইলিয়াম ড্রু, রোবসন। বেন শুধু আমার বড় ভাই নয়, ওর সঙ্গে আমার বাবার এত মিল যে মনে হয় ওর বাড়িটা যেন সেই আর একজন রেভারেণ্ড রোবসন, আমার প্রিয় অতুলনীয় পিতার উপস্থিতিতে উজ্জ্বল।

পুরোহিতাবাসের পাশেই চার্চ, যেখানে আমি প্রতি রোববার সকালে আমার হাজার হাজার আপনজনের সঙ্গে মিলিত হই। তাদের সঙ্গে গান করি, তাদের হাসি, তাদের করমর্দনের উষ্ণতা অনুভব করি—এ আমার শৈশবে ফেরার আর একটি সেতু, এরকম ধর্মসভাতেই আমি বড় হয়েছি প্রিন্সটনে, ওয়েস্টফিল্ডে, সমারভিলে।

শুধু তাই নয়, এ এমন বন্ধন যে এর মাধ্যমে আমেরিকায় আমার স্বজাতির যে ইতিহাস সেই দীর্ঘ সুকঠিন পদযাত্রার সঙ্গে মিশে যাই। এই যে গীর্জা, মাদার জায়ন, মহান আফ্রিকান মেথডিস্ট এপিস্কোপাল জায়ন সম্প্রদায়ের মাদার চার্চ, এর ইতিহাসের সূত্রপাত সেই ১৭৯৬ সালে, যখন মুক্ত নিগ্রোরা ক্রীতদাসের-মালিকদের গীর্জাকে আর মেনে নিতে পারে নি। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের নায়িকা সোজার্নার ট্রুথ, মাদার জায়নের

প্রথম যুগের সদস্যা ছিলেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ নায়ক ও শিক্ষক ফ্রেডরিক ডগলাস এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোডের[২] মোজেজ, হ্যারিয়েট টাবম্যানও আমাদের গীর্জার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নির্মাণে অংশ নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ঐ পাহাড়টা আমার বাড়ি।

বাইরে আমার দেশবাসীর উপস্থিতিতে রাস্তাগুলো জমজমাট···তাদের পদক্ষেপের ছন্দে, তাদের হাসিতে, তাদের সম্ভাষণে। কয়েক মাইল দূরেই পিকস্কিলে যে আমি মারমুখী জনতার বিকট রব শুনেছিলাম, শুনেছিলাম ঘৃণায় বিকৃত মুখ থেকে আমার প্রাণনাশের হুংকার, সেই আমি এখানে পেলাম ভালোবাসার আলিঙ্গন। 'এই যে পল—তোমাকে দেখে ভালো লাগছে!' 'তুমি ফিরে এসেছো দেখে খুশী হলাম!'

এবং সত্যিই ফিরে আসতে ভালো লাগে। কারণ এটা তো আমার সমাজ। এখানে প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়িই নবযৌবনের সুদিন আর স্বপ্নের স্মৃতিতে সমৃদ্ধ···প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হার্লেম। এইখানে এসিকে প্রথম দেখি এবং বিয়ে করি; এইখানে সারা জীবনের বন্ধুদের প্রথম দেখা পাই; এইখানে শিল্পী হিসেবে আমি জীবন শুরু করি। ঠিক কয়েকটি বাড়ি পরেই, ওয়াই ডব্‌লু সি এতে আমি প্রথম মঞ্চে অভিনয় করি, এবং এইখানে মজার ছলে আমি প্রথম গান করি, ক্লাবে এবং ক্যাবারেতে। এইখানেই পেয়েছিলাম বড় বড় বাস্কেটবল খেলার উন্মাদনা, নাচের আসর, সামাজিক জীবন···হ্যাঁ, এই আমার নিজের মাটি—এইখানে, সারাদেশে সমস্ত নিগ্রো সমাজটায় ছড়িয়ে। এইখানে দাঁড়িয়ে আমি। আমি একজন আমেরিকান। আমার জানালা থেকে আমি এমন একটা দৃশ্য দেখছি যা মনে করিয়ে দেয় এই দেশের কত গভীরে আমার স্বজাতির শেকড় প্রথিত। রাস্তার ওধারে সযত্নে রক্ষিত আছে ঔপনিবেশিক যুগের একটা সৌধ। সালে আগ্রাসী বৃটিশদের মুখে নিউইয়র্ককে ধরে রাখার চূড়ান্ত অথচ ব্যর্থপ্রায় যুদ্ধের সময় জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটনের মুখ্য দপ্তর হিসেবে কাজ করেছিল এই বাড়িটি। পরের বছর শীতকালে ওয়াশিংটন এবং তাঁর সেনাদলের জীর্ণ ভগ্নাংশ ভ্যালি ফর্জে শিবির ফেলেছিল এবং যারা সেই সংকটের দিনে সাহায্যদানে এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন আমার পিতামহের পিতামহ। তাঁর নাম সায়রাস বাস্‌টিল, নিউ জার্সিতে ক্রীতদাস হিসেবে যাঁর জন্ম এবং পরে যিনি স্বাধীন হতে পেরেছিলেন অর্থের বিনিময়ে। তিনি শুরু করেন রুটির ব্যবসা। এ কথা

লেখা আছে যে জর্জ ওয়াশিংটন তাঁকে ক্ষুধার্ত বিপ্লবী সেনাদলে রুটি যোগান দেবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, আজ তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা অ্যামেরিকার জীবন ও ইতিহাসের অংশ হয়ে আছি। অর্ধ-শতাব্দী আগেই ডব্‌লু ই বি ডুবোয়া তাঁর ক্ল্যাসিক বই 'কৃষ্ণাঙ্গ জাতির আত্মা'-য় শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের এই কাব্যিক ও সত্যনিষ্ঠ ভাষায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন :

"তোমাদের দেশ? কি করে তোমাদের হল? তীর্থযাত্রীরা অবতরণ করার আগে থেকেই তো আমরা এখানে ছিলাম! এখানে নিয়ে এসেছি আমাদের তিনরকমের প্রতিভা এবং তোমাদের প্রতিভার সঙ্গে তা মিলিয়ে দিয়েছি : গল্প আর গানের প্রতিভা—বেতালা বেসুরো দেশে নাড়া দেবার মত নরম সুর; দেহের ঘাম ঝড়ানোর প্রতিভা, যেমন অরণ্যকে হটিয়ে দেবার কাজে, ভূমি দখলের কাজে, তোমাদের দুর্বল হাত যা করতে পারতো তার দুশো বছর আগেই এক বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে; তৃতীয় অবদান আমাদের অন্তরাত্মার···আমাদের গান, আমাদের শ্রম, আমাদের স্ফূর্তি···আমেরিকা আমেরিকা হতে পারতো যদি তার নিগ্রোরা না থাকতো?"

আজ আমি প্রশ্ন করি; আমেরিকা কি ধরনের ভবিষ্যত আশা করতে পারে আমাদের এক কোটি ষাট লক্ষ লোকের মুক্ত অবারিত অবদানকে অস্বীকার করে? যে নতুন পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে তাতে আমাদের দেশ কোন্ সম্মানের আসন পাবে যদি আমাদের ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করা হয়?

আমি এ কথা বলছি একজন আমেরিকান নিগ্রো হিসেবে যে কিনা আমেরিকায় প্রধানত তার স্বজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছে, এবং তার কমে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। নিগ্রোমুক্তির সংগ্রাম বলতে আজকের সংকটকালে কি বোঝায়, কিভাবে তা আমাদের দেশে গণতন্ত্রের আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে, সারা বিশ্বের শান্তি ও মুক্তির প্রশ্নে তা কিভাবে জড়িত হয়ে গেছে—এইসব কথাই বলেছি বর্তমান গ্রন্থে। আলোচ্য বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে—এবং কোনো না কোনো ভাবে গোটা আমেরিকা এবং অবশিষ্ট পৃথিবীর অনেকাংশই এ বিষয়ে সোচ্চার—আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি কিভাবে আমি আমার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেছি, এবং এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। আর সবার মতই আমার অভিমত, আমার কাজ, আমার

জীবন সবই অভিন্ন। কারণ মিলবে ফ্রেডরিক ডগ্‌লাসের প্রাজ্ঞ উক্তিতে ঃ "মানুষ যা গড়তে যায় তাই মানুষকে গড়ে তোলে। নিজের পরিস্থিতিকে সে যেমন গড়ে নিতে পারে, পরিস্থিতিও তাকে গড়ে নেয়।"

গোড়াতেই একটি জিনিষ পরিস্কার করে নিই ঃ দেশের মহাপ্রভুরা, বড় বড় সাদা আদমি আমাকে নিয়ে এবং আমার ধ্যানধারনাকে নিয়ে কি ভাবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, একেবারেই না। কারণ আজ দশ বছরেরও বেশি হল তারা যেভাবে পেরেছে আমাকে নিপীড়ন করেছে—কুৎসা করে, মানুষ খেপিয়ে, শিল্পী হিসেবে আমার পেশাগত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, বিদেশে যাবার অধিকারটুকু কেড়ে নিয়ে। এদের প্রতি, এই সত্যিকারের 'আন্-অ্যামেরিকানদের' প্রতি আমি শুধু এইটুকু বলছি —"ঠিক আছে, আমারও ভালো লাগে না তোমাদের!"

কিন্তু আমি সত্যিই ভাবি –দেশ জুড়ে যাদের দেখি, সেই সাধারণ মানুষের আমেরিকার জন্য গভীরভাবে ভাবি ··শ্রমজীবি নারী-পুরুষ, যাদের পিকেটিং-এ আমি যোগ দিয়েছি, মটর শ্রমিক, নাবিক, পাচক এবং হোটেল-পরিচালক খনিশ্রমিক, ইস্পাতশ্রমিক, এবং বিভিন্ন বিদেশী গোষ্ঠী ; ইহুদিরা, যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, মধ্যবিত্ত প্রগতিবাদীরা, কলা ও বিজ্ঞানের লোক যারা, ছাত্র যারা,—সমস্ত আমেরিকা, যার গান আমি 'আমেরিকানদের ব্যালাডে'-এ গেয়েছি, 'ইত্যাদি এবং প্রভৃতিরা, যারা কাজ করে'।

সব চেয়ে বেশি মনে থাকে নিগ্রোদের কথা, আমেরিকার হার্লেমগুলোতে তারা আমাকে দেখে যে যে প্রশ্ন করে। যেহেতু গত কয়েক বছরে আমি এক বিতর্কের বিষয়—তাই এইসব প্রশ্নের অনেকগুলিই অবধারিতভাবে আমার মতামত ও কর্ম প্রণালীর সঙ্গে জড়িত। পিট্‌সবার্গ কুরিয়ার'[৩]র সেই রিপোর্টারের কথা ভাবছি যিনি তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামে 'পল রোবসন কে, কি, এবং কেন?' এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সৎ চেষ্টা করেছিলেন, যিনি লিখেছিলেন যে 'একটি তথ্যের ফলে গোটা ছবিটা ঈষৎ জটিল হয়ে ওঠে—মিঃ রোবসন অসংখ্য আমেরিকানদের কাছে দুটি পৃথক ব্যক্তিত্ব। একজন মানবাধিকার ও জাতিগত সাম্যের জঙ্গী সমর্থক, অন্যজন সোভিয়েট সাম্যবাদের দরদী প্রবক্তা।' তারপর 'অ্যাফ্রো—আমেরিকানের' সেই লেখকের কথাই ধরা যাক। যিনি একইরকম আলোচনা এইভাবে শেষ করেছিলেন ঃ 'যদি পল রোবসন সম্বন্ধে কোনো রহস্য থাকে তা

এই 'স্পিরিচুয়াল' গেয়ে তিনি জনপ্রিয় ও অর্থবান হয়ে উঠতে পারতেন ; কিন্তু তাঁর স্বজাতির জন্য লড়াই করে তিনি সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠেন, এবং তার সামনে সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেন তিনি এই পথটা বেছে নিলেন সে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আপনাকে তাঁর অন্তরের গভীরে অনুসন্ধান করতে হবে।'

এখানে সেখানে গত কয়েক বছর ধরে, নানান লেখায় এবং সাক্ষাৎকারে আমি আমার জীবন ও ভাবনার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই টুকরো টুকরো তাড়াহুড়ো করে লেখা-ঠেকা যথেষ্ট নয়, সেজন্যই এই গ্রন্থে আরো বিস্তারিতভাবে আমার কাহিনী বলার চেষ্টা করেছি। এ কাজে সাহায্য পেয়েছি আমার বন্ধু প্রতিভাবান নিগ্রো লেখক লয়েড এল ব্রাউনের এবং একাজে তাঁর যে-সৃজনশীলতা ও সহমর্মিতার ক্ষমতা দেখেছি তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। যদিও এ গ্রন্থ কোনো আত্মজীবনী নয় তবু মনে হল হয়তো প্রথমেই আমার ছেলেবেলা এবং তার চিরস্থায়ী প্রভাবের সংক্ষিপ্ত চিত্রটি তুলে ধরলে কাজে দেবে। জীবনে যেমন, এখানেও তেমনি এই কাহিনীটুকু থাক না, পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভূমিকা হিসেবে !

নিউইয়র্ক
নভেম্বর, ১৯৫৭

পল রোবসন

পূর্বাভাষ

আমার বাবা ছিলেন আমার ছেলেবেলার গৌরব। সারা পৃথিবীতে আমি আর কাউকে অতটা ভালোবাসিনি। তাঁর পরিচিতেরাও তাঁকে ভালোবাসতো, কেননা তাদের মধ্যে তিনি আমার জন্মের আগে থেকেই বহু বছর ধরে পিতার ভূমিকায় বিরাজ করেছেন। সাদা আদমিরা—এমনকি অভিজাত প্রিন্সটনের সবচেয়ে মেজাজী লোকেরাও—তাঁকে সম্মান না দেখিয়ে পারে নি।

তাঁর জন্ম নর্থ ক্যারোলিনার মার্টিন কাউন্টিতে, জন্ম থেকেই খামার ক্রীতদাস, তারপর ১৮৬০ সালে, পনরো বছর বয়সে পালিয়ে যান, পরে গোপন রেলপথ ধরে উত্তরে যাত্রা করেন। ১৮৭৬-এ লিংকন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কষ্ট করে পাশ করার পর তিনি বিয়ে করলেন মাকে, মারিয়া লুইসা বাস্তিল, কাছেই ফিলাডেলফিয়ার স্কুল শিক্ষিকা। পেনসিলভেনিয়ার উইল্‌ক্‌স্‌-বার-এ অল্পদিন পৌরহিত্য করার পর তাঁর ডাক এল প্রিন্সটনের উইদারস্পুন স্ট্রিট প্রেসবিটারিয়ান চার্চের কাছ থেকে পাস্টর হবার জন্য। সেখানেই আমার জন্ম ১৮৯৮ সালের ৯ই এপ্রিল।

আমি রেভারেণ্ড রোবসনের কনিষ্ঠ সন্তান। আমার জন্মমুহূর্তে যারা বেঁচে ছিল তারা হল—উইলিয়াম ডি জুনিয়ার, বয়স ১৭, রিভ ১২, বেঞ্জামিন ৬ এবং আমার একমাত্র বোন মারিয়ন, বয়স ৪।

পরবর্তীকালে আমার বাবা ওয়েস্টফিল্ড এবং সমারভিল নামে কাছাকাছি দুটি শহরের এ এম ই জায়ন চার্চের পাস্টর হয়েছিলেন এবং ১৯১৮ সালে, তিয়াত্তর বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে সমারভিলের কাগজে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য :

রেভারেণ্ড ডব্‌লু ডি. রোবসনের মৃত্যু এই সমাজ থেকে এমন একজন মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যিনি গত আট বছর ধরে নীরবে কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে তাঁর স্বজাতির জন্য কাজ করে গেছেন। মিস্টার রোবসন ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের···স্বজাতির বৈশিষ্ট সম্বন্ধে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়,

এবং তাদের উন্নতি বিধানে তিনি ছিলেন সর্বদা আগ্রহী। তাদের হেয় করা বা তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা হলেই তিনি আপত্তি জানাতেন অবিলম্বে। তাঁর ছিল সেই ধরনের মানসিকতা যা দক্ষিণে এত অসংখ্য বক্তার জন্ম দিয়েছে, এবং তিনি তার স্বজাতির অভাব-অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে গীর্জার আঙ্গিনায় তাদের একজোট করেছিলেন। সারা দেশে তিনি কৃষ্ণকায়দের মনে তাঁর ছাপ ফেলে গেছেন। এখানে সবাই ভীষণভাবে তাঁর অভাব অনুভব করবে।

নিউ জার্সির সেই শহরগুলোতে যদি আজ যান তবে দেখবেন তিনি যে সমাজের সেবা করে গেছেন তাদের মনে তাঁর স্মৃতি এখনও কত উজ্জ্বল। নিউ ব্রান্সউইকের পাশ দিয়ে হাইওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় আপনার নজরে পড়বে উইলিয়াম ডি রোবসন হাউজ, তাঁর নামে একটি সরকারী পরিকল্পনা। প্রিন্সটনে উইদারস্পুন প্রেসবিটারিয়ান চার্চটি এখনো আছে যার একটি রঙীন কাঁচের জানালায় জ্বলজ্বল করছে 'সাবা রোবসনের প্রিয় স্মৃতিতে' যিনি আমার বাবার মা—ক্যারলিনা প্ল্যানটেশনের ক্রীতদাসী। চার্চের বহু বয়স্ক সদস্য, এবং নিগ্রো পাড়ার এঁদো গলির দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা যারা—যেমন গ্রীণ স্ট্রিট, হাফমিপ স্ট্রিট, কোয়ারি, জ্যাকসন, বর্চ, জন—তাদের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁরা গর্বের সঙ্গে আমার বাবার মর্যাদাবোধ, প্রজ্ঞা ও কর্ম-সাধনার কথা বলবেন। তাঁরা আমার মা মারিয়া লুইসার কথাও বলেন: কিভাবে তিনি ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের মধ্যে, যেমন কঠিন তেমনি কোমল—বৃদ্ধদের সেবা করছেন, অনাথ শিশুর মা হচ্ছেন, ক্ষুধার্ত ছিন্নবস্ত্র মানুষের জন্য খাবার ও বস্ত্র সংগ্রহ করছেন, অজস্র লোকের কাছে বই পড়ার বিস্ময় মেলে ধরছেন।

আমার যে মাকে মনে পড়ে এমন কথা বলতে পারি না, যদিও তার সেই শোচনীয় মৃত্যুর অনেক আগের ঘটনাই আমি মনে করতে পারি। আমার তখন ছ বছর বয়স, যখন মা, আগে থেকেই প্রায় অন্ধ পঙ্গুমানুষ, ঘরের মধ্যে আগুন লেগে ভয়ংকরভাবে পুড়ে গেলেন। আমার মনে পড়ে মা কফিনে শুয়ে আছেন, শেষকৃত্য হচ্ছে, আত্মীয়েরা এলেন কিন্তু মার মৃত্যুর যন্ত্রনা ও আঘাত নিশ্চয়ই আমার অন্যান্য স্মৃতিকে মুছে দিয়েছিল। অপরের মুখ থেকে শুনেছি আমার মার কেমন অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, চারিত্রিক ও আত্মিক দৃঢ়তা ছিল, যা কিনা আমার বাবার কাজে ও বিকাশে এতটা সাহায্য করে। বাবার পড়াশোনায় মা-ই

ছিলেন সঙ্গী ; মা-ই তাঁর সমর্থন রচনা করে দিতেন ; বাবার সবরকম সামাজিক কাজেই মা ছিলেন তাঁর দক্ষিনহস্ত।

মারিয়া লুইসা রোবসনের জন্ম হয় ১৮৫৩ সালের ৮ই নভেম্বর ফিলাডেলফিয়ায়। বিখ্যাত বাস্টিল পরিবারের মেয়ে। বাস্টিলরা ছিলেন নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান এবং শ্বেতকায় কোয়েকারদের মিশ্রণ। আমেরিকার আদিযুগ পর্যন্ত এদের ইতিহাস বিস্তৃত। আমার মাতামহের প্রপিতামহ সাইরাস বাস্টিল, যিনি ওয়াশিংটনের সেনাদলের জন্য পাঁউরুটি তৈরি করতেন, ফিলাডেলফিয়ায় নিগ্রোদের নেতা হয়েছিলেন ; এবং ১৭৮৭ সালে তিনি 'মুক্ত আফ্রিকান সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, যা কিনা আমেরিকান নিগ্রোদের প্রথম পারস্পরিক সাহায্যের সংগঠন। বছরের পর বছর বাস্টিলরা একের পর এক শিক্ষক শিল্পী, এবং পণ্ডিত মানুষের জন্ম দিয়েছে, এবং কোয়েকারদের ঐতিহ্য অনুযায়ী, গোপন রেলপথের পরিচালনায় অংশ নিয়েছে, যে-পথে অসংখ্য মানুষ আমার বাবার মত দাসত্বের হাত থেকে পালাতে পেরেছে।

জানি না এখনো সেই অনুষ্ঠানটি হয় কিনা, তবে আমি যখন ছোট ছিলাম বাস্টিল ফ্যামিলি অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর পুনর্মিলন উৎসব পালন করতো ; যেখানে কাছে দূরে সব জায়গা থেকে আত্মীয়েরা আসতো। আমার কলেজের স্ক্র্যাপবুকে দেখেছি ১৯১৮ সালে ফিলাডেলফিয়ার মেপল গ্রোভ-এ যে-পুনর্মিলন হয়েছিল তার একটা ছাপানো প্রগ্রাম আছে। আমার মামী গ্রাট্রুড বাস্টিল মসেল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে উল্লেখিত হয়েছেন, লেখা আছে অনুষ্ঠানের দিন আমার মাসতুতো বোন অ্যানি বাস্টিল পারিবারিক ইতিহাস পাঠ করবেন এবং অন্যান্য অনেক সদস্যও বক্তৃতা করবেন, যার মধ্যে মিঃ পল রোবারসনও আছে। (যদিও আমার নামের বানানে ছাপাখানার ভুল ছিল, এমনও হতে পারে যে রোবারসন ছিল ক্রীতদাস মালিক রোবসনদের আদি নাম, যাদের থেকে আমার বাবা তাঁর নামটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান যে-জেলায় সেই মার্টিন কাউন্টি, এন সি-র সদর হল রোবারসন ভিল ; নিগ্রো মুক্তির প্রথম দিককার আবেদনকারী নেড গ্রিফিন ১৭৮৪ সালে মার্টিন কাউন্টির সংলগ্ন এজ্‌কোম্ কাউন্টি থেকে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে মুক্তি দিতে। (কারণ বিপ্লবী সেনাদলে তাঁর কাজের জন্য মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা তাঁর মালিক অ্যাবনার রোবারসন' অস্বীকার করেছিলেন।)

আমি সেই অনুষ্ঠানে ঠিক কি বলেছিলাম তা মনে করতে পারি না, যদিও আমার স্ক্র্যাপবুক ভাষণের শিরোনাম লিখে রেখেছিলাম—'বিশ্বাসের আনুগত্য'। আমার এই বিষয় নির্বাচন আদৌ কোনো আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, কারণ সেটাই ছিল আমার বাবার জীবনের মন্ত্রপাঠ—নিজের বিশ্বাসের প্রতি অনুগত থাকা। উন্নতশিরে, যা কিছু ঘটুক না কেন। ছেলেবেলা থেকে আমি এই আদর্শে সংপৃক্ত হয়েছি। রেভারেণ্ড রোবসন এই চারিত্রিক সততার মূল কথাটা তাঁর সন্তানদের শিখিয়েছিলেন, উপদেশ দিয়ে অতটা নয় (কারণ বাবার স্বভাবই ছিল কম কথা বলা, বাড়িতে তিনি প্রায়ই নীরব থাকতেন, এবং আমাদের মধ্যে গভীরতম অনুভূতি অধিকাংশ সময়েই নির্বাক থাকতো) যতটা বরং তাঁর দৈনন্দীন জীবন ও কাজের মাধ্যমে।

যদিও আমার বাবা তেমন লম্বা ছিলেন না, তাঁর ছিল চওড়া কাঁধ, আর শারীরিক গড়নে ছিল পাথরের শক্তি, তাঁর চারিত্রিক মর্যাদা যেন ফুটে বেরতো। তাঁর মত কথা বলার গলা আমি কোথাও পাই নি। সে এক গম্ভীর সুরেলা খাদপাটের গলা, পরিশীলিত এবং সুর-সমৃদ্ধ, তাঁর ভেতরে যে প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল তাই যেন কম্পিত তাঁর কণ্ঠস্বরে। ভাবি, কিরকম গর্বিত ভঙ্গীতে আমি ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে পাশাপাশি হেঁটে যেতাম যখনই তিনি তাঁর লোকজনের কাছে যেতেন! বয়সের ব্যবধান ছিল বিরাট—আমার জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল তিপান্ন, মায়ের মৃত্যুর সময় প্রায় ষাট—কিন্তু তার বিপত্নীক অবস্থায় বহুবছর ধরে বাড়িতে আমিই ছিলাম একমাত্র শিশু। তাঁর সেবা-যত্নের একাগ্রতা আমাদের দুজনকে খুব কাছে নিয়ে এসেছিল। স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে দেখানো ব্যাপারটা তাঁর চরিত্রে ছিল না, তিনি চট্ করে প্রশংসাও করতেন না। ঠিক ঠিক কাজ করা—হ্যাঁ, তাঁর সন্তানদের কাছে অন্য কিছু ভাবা সম্ভব ছিল না। কখন কি করতে হবে আমি জনতাম—কখন খেলা থেকে বাড়ি ফিরতে হবে, বাড়িতে কি কি কাজ করতে হবে, কখন পড়তে হবে—এবং আমি তাঁর এই নীরব শৃংখলাকে দ্রুত মেনে নিয়েছিলাম, কেবলমাত্র একবারের ঘটনা ছাড়া।

তখন আমার বয়স দশ। থাকতাম ওয়েস্টফিল্ডে। আমার বাবা আমাকে কি একটা করতে বলেছিলেন, আমি করি নি। 'এখানে আয়' বাবা বললেন; কিন্তু আমি ছুট দিলাম। তিনিও আমার পেছন পেছন

ছুটলেন। আমি একছুটে রাস্তা পেরিয়ে গেলাম। বাবাও ছুটে এলেন, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে বাবাকে দাঁড় করালাম। তাঁর একটা দাঁত খুলে গেছে। আমি এখনও ভুলতে পারি নি আমার যে কি লেগেছিল সেদিন—ভয়, লজ্জা, অকৃতজ্ঞতা স্বার্থপরতার জ্বালা আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। আমি তাঁকে পুজো করতাম, তাঁর জন্য এক মুহূর্তে জীবন দিতে পারতাম—অথচ আমি তাঁর কথা শুনলাম না, তাঁকে আঘাত দিলাম! বাবাকে আর কখনো বকুনি দিতে হয় নি আমাকে; এই ঘটনাই পরবর্তীকালে আমার ভয়ংকর শৃংখলাবোধের উৎস হয়ে থাকলো।

আগেই বলেছি যে প্রিন্সটনে যে সব শ্বেতাঙ্গ পরিবারের প্রাধান্য ছিল, তারা আমার বাবার আত্মমর্যাদাকে স্বীকৃতি দিত এবং সেজন্য সম্মানও করতো। এটা যে কত বড় ব্যাপার ছিল এবং বাবার চরিত্রের প্রতি এ যে কিরকম শ্রদ্ধার্ঘ তা উপলব্ধি করতে পারি যখন মনে পড়ে আমার বাল্যকালের প্রিন্সটন (এবং আমার মনে হয় না তা আজও তেমন বদলেছে) সুদূর দক্ষিণের যে কোনো ছোট শহরের মত ছিল। নিউইয়র্ক থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও কম দূরত্বে, এমন কি ফিলাডেলফিয়ার আরো কাছে, প্রিন্সটন মনের দিক থেকে ছিল ডিক্সির অন্তর্গত। অতীতকাল থেকেই তার বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়—শহরে বাস্তবিকই থাকবার মধ্যে আছে ঐটিই —মেসন—ডিক্সন[৪] লাইনের তলা থেকে তার ছাত্র ও শিক্ষক গোষ্ঠীকে একত্র করেছে, এবং বুরবনদের এইসব সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে শ্বেতাধিপত্যের অত্যন্ত অনমনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। যেখানে তার হৃদয় বাঁধা ছিল সেই দক্ষিণের মতই প্রিন্সটনের আসল মন পড়ে থাকতো ওয়াল স্ট্রিটে। প্রিন্সটনে বুরবণ এবং ব্যাংকার ছিল অভিন্ন, এবং প্ল্যান্টেশান বিগ হাউজের পূতিগন্ধ কাউন্টিং হাউজের ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে মিশে যেত। ধর্মশাস্ত্র ছিল ক্যালভিন: ধর্ম—টাকা।

ধনী প্রিন্সটন ছিল সাদা: নিগ্রোরা সেখানে ছিল মেহনতের জন্য। অভিজাত সম্প্রদায়ের অবশ্যই প্রয়োজন পুরাতন ভৃত্যের। এবং সে-কারণে আমাদের ছোট্ট নিগ্রো গোষ্ঠীর লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ভৃত্যের দল—ধনীগৃহে কাজের লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাচক, পরিচারক এবং দেখাশোনা করার লোক, শহরে গারোয়ান, কাছের কারখানার বা খামারে

এবং ইট খোলা মজুর। এই সব মজুরদের সঙ্গে আমার ছিল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধন, কারণ আমার বাবার অনেক আত্মীয়—আংকল্ বেন এবং আংকল্ জন, ভাই ক্যারাওয়ে এবং চার্লস, এবং অন্যান্যরা—এই শহরে এসে এইসব কাজই পেয়েছিলেন।

প্রিন্সটন ছিল জিম ক্রো[৫] : আমি যে-স্কুলে পড়েছি তাকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল, এবং কোনো হাই স্কুলেই নিগ্রোদের নেওয়া হত না। আমার বড়দা বিলকে হাই স্কুলে পড়ার জন্য এগারো মাইল দূরে ট্রেন্টনে যেতে হত, এবং আমাকেও তাই করতে হত যদি না আমরা অন্য শহরে চলে যেতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নিগ্রো ছাত্রকে নেওয়া হত না, অবশ্য একজন-দুজনকে ডিভিনিটি স্কুলে স্থান দেওয়া হত।

প্রিন্সটনের জাতিভেদ প্রথায় নিগ্রোরা যেহেতু শুধু অল্প টাকায় কায়িক শ্রম করতে বাধ্য হত এবং যেহেতু তাদের রাজনৈতিক অধিকার বা দর কষাকষির ভাণ পর্যন্ত অসম্ভব ছিল তাই তারা যেটা আশা করতে পারতো তা সুবিচার নয়, তা হল দয়া। মাঝে মধ্যে 'যোগ্য দরিদ্র'দের আবেদনে প্রভুদের শক্ত মন ও টাকার থলি দুটোই উন্মুক্ত হত—তারপর অর্থদান, কিছু পরিমাণ ধার, বা ফেলেদেয়া পোষাক, এই ধরনের মানব প্রেমের সন্ধান পাওয়া যেত। সমাজ জীবনের কেন্দ্র নিগ্রো চার্চ ছিল প্রধান সড়ক, যে-পথে এইরকম আশীর্বাদ খোঁজা হত এবং পাওয়াও যেত। বস্তুত উইদারস্পুন স্ট্রিটে প্রেসবিটারিয়ান চার্চটাই শ্বেতাঙ্গদের মানব প্রেমের ফলে তৈরি হয়েছিল। পাস্টর ছিলেন সব-পাওয়া আর সব-হারানোদের সেতুর মত এবং এবং তিনি তাঁর লোকজনদের নানা জাগতিক পথে সাহায্য করতেন, বেকারদের কাজ খুঁজে দিয়ে, অভাবীকে টাকা দিয়ে, আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে।

এইসব খৃষ্টীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে আমার বাবা ও শহরের তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিরা' পরস্পর পরিচিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের দরজা তাঁর জন্য খোলা থাকতো, রেভারেণ্ড রোবসন তাঁর ছেলের জন্য সেই বিদ্যালয়ের দরজা ঠেলেও খুলতে পারতেন না, যেমন হল বিলের যখন কলেজে পড়ার সময় এল। ধার্মিক সভাপতি, একজন প্রেসবিটারিয়ান, বললেন : না, এ অসম্ভব। তাঁর নাম উড্রো-উইলসন—ভার্জিনিয়ান, প্রিন্সটনের গ্র্যাজুয়েট, সেখানে এক দশক—ধরে নবীন অধ্যাপক, ১৯০২ থেকে ১৯১০ কলেজের প্রেসিডেণ্ট, তারপর নিউ

জার্সির গভর্ণর, ১৯১২-র যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, ১৯১৮-তে পুনর্নির্বাচিত, কেননা যে যুদ্ধ থেকে 'তিনি আমাদের দূরে রেখেছিলেন' সেই যুদ্ধে তিনি তাঁর দ্বিতীয় অভিষেকের একমাস পরই সারাদেশকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী, নব্য উদারপন্থার পুরোহিত, বিশ্বগণতন্ত্রের প্রচারক, এবং আমেরিকার জিম ক্রো।

যে টুপি হাতে নিয়ে আসে তার সেলাম ঠোকারই কথা, আমি তাই অবাক হই ভেবে যে আমার বাবার অবয়বে কোথাও দাসত্বের কোনো চিহ্ন ছিল না। ঠিক যেমন যৌবনে তিনি দাস হয়ে থাকতে চাননি, তেমনি পৌরুষের দিনগুলিতেও তিনি আংকল টম হওয়াকে ঘেন্না করেছেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি, এবং কখনও সন্দেহ করি নি, যে নিগ্রোরা সব দিক থেকেই শ্বেতাঙ্গদের সমান। এবং আমরা তা প্রমাণ করার জন্য এক ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

একজন মানুষের পূর্ণ মর্যাদা প্রমাণের ক্ষেত্রে যে সমাজজীবনের তথাকথিত নীচুতলার বাসিন্দা হওয়াটা কোনো বাধা নয় তা আমার বাবা আমার শৈশবে—এক মর্মান্তিক আঘাত সত্ত্বেও বীরের মতই প্রমাণ করেছিলেন। দু-দশকেরও ওপর গীর্জায় সসম্মানে নেতৃত্ব করার পর, সদস্যবৃন্দদের এক গোষ্ঠীগত বিরোধের ফলে তাঁকে পাস্টরের পদ থেকে সরে আসতে হয়। সে যন্ত্রনা আরো বাড়লো যেহেতু তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কেউ কেউ ঐ তাড়ানোর দলে ছিল। সারা জীবন ধরে যিনি ছিলেন একজন নম্র পণ্ডিত মানুষ, একজন শিক্ষক, তাঁকে মাঝ বয়স পেরিয়ে, বাড়িতে পঙ্গু স্ত্রী ও অসহায় সন্তানদের নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হল। একটা ঘোড়া আর একটা ওয়াগন নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর জীবিকা—শহরের লোকদের জন্য ছাই টেনে আনা। আমার যতদূর মনে পড়ে, সে সময় এই ছিল তাঁর কাজ, এবং আমার মনে পড়ে কিভাবে ১২নং গ্রিণ স্ট্রিটে আমাদের বাড়ির পেছনটাতে ছাই-এর গাদা উঁচু হয়ে উঠতো। আমাদের ঘোড়াটার স্মৃতি এখনো মিষ্টি লাগে, বেন নামে সেই মেয়ে ঘোড়াটা। ওকে আমি ভালোবেসে ফেললাম, ও-ও আমাকে ভালোবাসলো। আমার বাবা ঘোড়ার গাড়ির ব্যাবসাতেও নেমেছিলেন এবং গারোয়ান হিসেবে প্রাণোচ্ছল তরুণ ছাত্রদের শহরের চারপাশে ঘোরাতেন, এবং সমুদ্রের ধারেও নিয়ে যেতেন।

ছাই ফেলার লোকই হোন আর গাড়ি চালকই হোন, তিনি সব

সময়ই তাঁর সমাজে সেই শ্রদ্ধাভাজন রেভারেণ্ড রোবসন, তাঁর মত কেউই অতটা সগর্বে চলাফেরা করতেন না। আমি একবারও তাঁকে সেদিনের দারিদ্র্য বা দুর্দশা সম্বন্ধে আক্ষেপ করতে শুনিনি। তাঁর মুখ থেকে তিক্ততার একটা কথাও বেরত না। শান্ত নির্ভীক মানুষটি জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতেন, আর আমাদের লেখাপড়ার প্রতি খেয়াল রাখতেন। যে-দুর্ঘটনা তাঁর কাছ থেকে স্ত্রীকে সরিয়ে নিল ঠিক তার পরই তিনি আমার ভাই বেনকে নর্থ ক্যারোলিনায় প্রেপ স্কুল এবং বিড্‌ল্ ইউনিভার্সিটিতে (এখন জনসন সি স্মিথ) পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার বোন মারিয়নকে দিলেন একই জায়গায় স্কোটিয়া সেমিনারিতে। সেটা ছিল কৃষ্ণকায় মেয়েদের স্কুল। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিল তখন ছিল লিনকন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে – যে স্কুলে আমার বাবাও পড়েছিলেন—এবং কিছুদিনের জন্য রিভ্ (অথবা বিড, আমরা যেভাবে ডাকতাম) ডিল ছিল বাড়িতে, হ্যাক্ ড্রাইভারের কাজ করত।

কেউ কেউ বলতে পারে যে রিড অন্যান্য .রাবসনদের মত তেমন তৈরি হয় নি। এবং এটা সত্যি যে আমার বাবা তাঁর এই ছেলেটির ব্যাপারে ভয়ানক হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। ওর বাউণ্ডুলে উচ্ছৃংখল হাবভাবে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। তবু আমি দামাল দাদাটিকে তারিফ না করে পারতাম না। আমি ওর কাছ থেকেই জাতিগত অপমান ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা পেয়েছি। কতবার যে রিড দক্ষিণের কোনো বাবু-ছাত্রের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়ে কোচোয়ানের সিট থেকে লাফ দিয়ে অপরাধীকে টেনে বার করে এনে ঘা কতক দিয়ে জব্দ করেছে তার ঠিক নেই। আত্মরক্ষার জন্য ও সবসময় একব্যাগ ছোট ছোট ধারালো পাথর সঙ্গে রাখতো—যে অস্ত্রটি ও প্রয়োজনে আত্মহারা হয়ে প্রয়োগ করতো।

স্বভাবতই আইন-আদালতের টানাটানি এড়ানো যেতনা এবং তখন বাবা উদ্বিগ্ন মনে, তাঁর ভারী ফ্রক-কোটটা পরে রিডকে বিপদ মুক্ত করার জন্য যাত্রা করতেন। কিন্তু এরকম ঘটনা একটু বেশিই ঘটতো। একদিন আমি চুপচাপ বিষন্নমনে দাঁড়িয়ে আছি, আর বাবা রিডকে বললেন ওকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে—ও অন্য কোথাও থাকুক। তা না হলে ওর ছোটভাই পলের পক্ষে ওর উদাহরণ হবে বিপজ্জনক।

রিড আর নেই। ক্লাশরুমে, গীর্জায়, বা বক্তৃতামঞ্চে ও কোনো

পুরস্কার পায় নি। তবু ওকে আমার মনে পড়ে। ভালোবাসি বলে মনে পড়ে। ছটফটে, বিদ্রোহী, প্রচলিত রীতিকে ব্যঙ্গ করছে, শ্বেতাঙ্গ মানুষের আইনকে তুচ্ছ করছে—রীডের মত আমি অনেক নিগ্রো দেখেছি। আমি তাদের রোজ দেখি। অন্ধের মত, নিজস্ব বেপরোয়া পথে, তারা নিজেদের মুক্তি খুঁজে চলেছে ; একাএকা তারা সেই দেয়ালটায় আক্রোশে ঘুষি মারে যা কেবল অনেক মানুষের ধাক্কায় ভাঙতে পারে। 'কখনো চুপচাপ মেনে নিস না,' রিড আমাকে শেখাতো, 'ওদের মুখোমুখী দাঁড়াবি, আর ওরা যতটুকু মারবে তার চেয়েও বেশি জোরে মারবি।' যখন অনেকেই এটা শিখবে, তখন সব কিছুই বদলে যাবে এবং তখন রিডের মত আগুনের টুকরো ছেলেরা শান্তিতে দিন কাটাতে পারবে, কেউ ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাবে না।

আমি রিডের চেয়েও ছোট ছিলাম বলে প্রিন্সটনে আমার দিন ভালোই কাটতো। বেশিরভাগ সময়ই আমি খেলাধুলো করতাম। বল খেলার জন্য অনেক ফাঁকা জায়গা ছিল, আর আমার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত ছিল যখন বিল কলেজের ছুটি কাটাতে এসে—ঐ কলেজের টিমেই ও খেলতো—আমাকে ফুটবল খেলা শেখাতো। ও ছিল আমার প্রথম কোচ্। বারবার অগাছায় ঢাকা খোলা জায়গায় ও আমার শক্তি পরীক্ষা করতো—কি করে প্রতিপক্ষকে বাগে আনতে হয় তা দেখিয়ে ও নিজেই সেই প্রতিপক্ষের মত কাবু হয়ে থাকতো ও দেখাতো কিভাবে বলের সঙ্গে ছুটতে হয়। এরপর আছে বাবার সঙ্গে বাড়িতে সেই সব শীতের সন্ধ্যে। বাবা চেকার্স খেলতে ভালোবাসতেন, আমারা দুজনে তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠকখানায় আমাদের খেলায় মশগুল থাকতাম, কথা বলতাম কম, কিন্তু দুজনে মিলে অসম্ভব খুশী বোধ করতাম।

বাবা কখনই তাঁর দাস-জীবন বা তাঁর বাবা মা বেঞ্জামিন এবং সাব্রা সম্বন্ধে কোনো কথা বলতেন না, যদিও অনেক পরে আমি অন্যের কাছে শুনেছি যে তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে তিনি অন্তত একবার—সম্ভবত দুবার প্ল্যান্টেশনে গিয়েছিলেন মাকে দেখতে। আমি হলফ করে বলতে পারি যে বাবা যদি তাঁর জীবনের এই পর্ব সম্বন্ধে কখনো কিছু বলেও ফেলতেন তবে সেই ছেলেমানুষ বয়সে আমার পক্ষে এমন ধারনা করা আদৌ সম্ভবই হত না যে আমার বাবার মত একজন মহান মানুষকে সত্যি সত্যিই আর একজন মানুষ সম্পত্তি হিসেবে রেখেছে—যাকে ইচ্ছে

মত বেচা-কেনা, ইচ্ছে মত ব্যবহার এবং অপব্যবহার করতে পারে। (কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি অনেক বছর পর আমি নিউইয়র্কে বাবাকে ক্রীতদাস হিসেবে রেখেছিলো এমন একটি পরিবারের সাক্ষাৎ পাই। শহরের মাঝখানে একটি নাইট ক্লাবে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর গান শুনতে, সেখানে একজন এগিয়ে এসে আমার কাছে পরিচয় দিলেন যে তিনি নর্থ ক্যারোলিনার রোবসন পরিবারের লোক! তিনি বললেন, আমি শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবো যে তাঁর মা আমার নানান সাফল্যের জন্য গর্বিত এবং ভদ্রমহিলা নাকি খুব যত্ন করে তাঁর স্ক্র্যাপবুকে আমি কতভাবে তাঁদের পারিবারিক পদবীর সম্মান বৃদ্ধি করেছি তার হিসেব রাখতেন। তারপর কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক বললেন যে শীগগির একদিন আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে পারলে তিনি খুশী হন। 'দেখুন,' বেশ গর্বের সঙ্গে তিনি জানালেন, 'আপনার বাবা আমার ঠাকুর্দার কাজ করতেন।' ঐ অবস্থায় যতটা নম্র হওয়া যায় ঠিক সেইভাবে আমি এই দাক্ষিণবাসী ভদ্রলোককে সায় দিয়ে বললাম যে সব নিগ্রোরা তার পারিবারিক নাম গ্রহণ করেছে তারা ঐ নামের আসল মালিকদের বা তাদের বংশধরদের চেয়ে ঐ নামটির মর্যাদা কিঞ্চিৎ বেশিই বৃদ্ধি করেছে। 'আপনি বলছেন আমার বাবা আপনার ঠাকুর্দার 'কাজ করতেন'। ঠিক যা ঘটেছিল তা এইভাবে বলি, আসুন--'আপনার ঠাকুর্দা আমার বাবাকে ক্রীতদাস হিসেবে শোষণ করেছেন!'—ঐখানেই আমাদের আলাপের ইতি; এবং এই রোবসন কখনই ঐ রোবসনের সঙ্গে আর বন্ধুর মত আড্ডা দিতে পারলো না।)

যেহেতু কাজ করার মত আমার বয়স ছিল না তাই প্রিন্সটনের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগও ছিল না। কিন্তু আমার খেলার সাথীদের মধ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ শিশু ছিল। একটি ছেলে ছিল আমার বয়সই, আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরে পাড়ার মুদি দোকানটি ছিস ওর বাবার। আমরা অবশ্য একসঙ্গে স্কুলে যেতে পারতাম না। কিন্তু গরমের লম্বা ছুটিতে আমরা খেলা-ধূলার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী ছিলাম। একবার—ঠিক কেন, তা অবশ্য মনে নেই—আমরা দুজন মারপিট করেছিলাম। অনেকক্ষণ শরীর বাঁকিয়ে, ভয়ংকর মারমুখী ভঙ্গীতে চক্করদিয়ে, সাহস সঞ্চয় করে অবশেষে আমরা উভয়েই এ ওর নাকে ঘুষি চালাই আর তারপর চীৎকার করে কাঁদতে

কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুট দিই। পরেরদিনই আবার ভাব হয়ে গিয়েছিল।

এমন অনেক সময় অবশ্যই গেছে যখন মাতৃহীন শিশুর যন্ত্রনা কি তা আমি অনুভব করেছি। কিন্তু আমার ছেলেবেলার যেটা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তা হল একটা নিরাপত্তা, একটা তৃপ্তির নিরবিচ্ছিন্ন অনুভূতি। আমি মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছি অনেক, বাড়িতে শুধু বাবা এবং দাদা দিদিদের কাছ থেকেই নয়, আমাদের গোটা সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও। রাস্তার ওধারে প্রতিটি বাড়িতেই ছিল আমার যত পিসি, কাকা, আর মাসতুতো-পিসতুতো ভাই-বোন—যাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সত্যিকারের আত্মীয় নয়।

যে সব লোকেরা আমাকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে যদি তাদের সবার নাম উল্লেখ করতে হয় তবে তা নিগ্রো প্রিন্সটনের পাঁচালীর মত মনে হবে। একদিক থেকে এইসব ভালোমানুষেরা আমাকে যেন 'পোষ্য' নিয়েছিল, এবং যখনই বাবা সমুদ্রতীরে যথারীতি বেড়াতে যেতেন বা কোনো গীর্জার সমাবেশে যোগ দিতেন তখন তাদের টেবিলে বা বিছানায় রেভারেণ্ড রোবসনের ছেলের জন্য একটা জায়গা বাধা থাকতো (প্রায়ই আরো দুটি বা তিনটি ছেলের পাশে)।

ভয়ংকর খাটিয়ে লোক এরা, বেশিরভাগই বৈষয়িক দিক থেকে গরীব—কিন্তু দরদের দিক থেকে কিরকম ধনী। শতাব্দীর নিপীড়নে পোড় খাওয়া আত্মিক ইস্পাত আর মানবিক মাধুর্যে কিরকম ভরপুর এরা। এদের ঘরে ঘরে ছিল হাসির অনাবিল আনন্দ, গ্রামীন বুদ্ধিমত্তা আর গালগল্প, ছিল আন্তরিক পিপাসা, যেমন গোটা জীবনের জন্য তেমনি পুষ্টিকর সবুজ ক্ষেত, কালো মটরশুঁটি আর আমাকে নিয়ে যে কর্ণমিল রুটি খেত তার প্রতি আসক্তি। এই ছোট্ট ঘেরা জগতটায়, যেখানে ঘর মানেই ছিল থিয়েটার, কনসার্টহল এবং সামাজিক মেলা-মেশার জায়গা, এখানে গানের মধ্যে পাওয়া যেত এক গভীর উত্তাপ: প্রেম ও কামনার গান, বিচার আর বিজয়ের গান, যেমন গভীর বিশাল নদীর গান তেমনি উজ্জ্বল ছোট ছোট নদীর গান, ধর্মীয় কীর্তন, আর র‍্যাগটাইম পাঁচালী, গস্‌পেল আর ব্লুজ্‌ এবং আধ্যাত্মিক গানের অনন্ত বিষাদে মিলতো মনজুড়নো আরাম।

হ্যাঁ, আমার সগোত্রদের গান আমি শুনেছি!—বৈঠকখানায় কয়লার

আগুনের আভায়, গরমের সময় লাইল্যাকের গন্ধভরা বারান্দায়, কয়্যার-লফ্‌ট্ থেকে, রোববার সকালে চার্চে……আর ওদের সুরে ভরে উঠত আমার মন। আবার আমার বাবার ভাষণেও আমি এই গান শুনেছি, কারণ নিগ্রোদের কথায় আছে লোকগীতির অনেক ভাষা, অনেক ছন্দ। আমরা যে মহান উদাত্ত গস্‌পেলকে এত ভালোবাসি তা তো সেইরকম ভাষণ যা গেয়ে শোনাতে হয়। আমরা যে মাহালিয়া জ্যাকসনের মত প্রতিভাবান গস্‌পেল গায়কদের গান শুনে উদ্দীপ্ত হই তার কারণ সেখানে আমরা আমাদের ধর্মযাজকদের ছন্দময় বাগ্মীতা পাই, আমার বাবার মতই এঁরা কাব্যিক ভাষার ওস্তাদ।

প্রিন্সটনের আর একটা জিনিষ ছিল যা আমার এখনো মনে আছে। হয়তো সেটা খুব অদ্ভুৎ এবং সেজন্যই সহজে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। খুব অল্পবয়স থেকেই—ঠিক জানি না কিভাবে হল—আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার প্রতি নিগ্রো সম্প্রদায়ের এক বিশেষ দরদ আছে। পাড়ার অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্যই ছিল না—'মোড়লের পিছু নাও' এবং 'ছোট্ট রে ভেড়ার দল' গোছের খেলায় মগ্ন, মুখে, 'হ্যাঁ দিদিমণি', কখনই গুরুজনদের মুখে মুখে কথা নয়, বাড়ির কাছের কবরখানা পেরতে বুক দুরদুর, মুখ ভার করে ঘষা-মাজা অবস্থায় সানডে স্কুলে যাওয়া। তবু বাবার মতই এইসব লোকেরা আমার মধ্যে বিশেষ কিছু দেখতেন। সেটা যাই হোক এবং কেউই তা মুখে বলতেন না অবশ্য, শুধু তাঁদের মনে হত আমি মহৎ কিছু করার জন্য বড় হচ্ছি। যে কোনো কারণেই হোক তাঁরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন এবং সেই বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের ঠাকুরমশায়ের মাতৃহীন শিশুকে আরো বেশি স্নেহ করতেন।

আমি অবশ্য জানতাম না বড় হয়ে আমাকে কি হতে হবে। বাবার মত ধর্মযাজক? মার মত শিক্ষক? হয়তো তাই। কিন্তু পেশা যাই হোক না কেন, ওঁরা বলতেন আমাকে আমার জাতির গৌরব হয়ে উঠতে হবে। "বাছা, তোমার ভেতরে একটা কিছু আছে, খুব ভেতরে আছে সেই একটা কিছু, যা তোমাকে সবচেয়ে উপরে নিয়ে যাবে। দেখো তুমি—হলফ করে বলছি!" মাঝেমধ্যে আমি এদের ধারণায় অবাক হতাম—আমি নাকি ভাগ্যদেবীর সন্তান, আর আমাদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সুদিন আসবে আমি যখন বড় হবো। আমি কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ

পরিচিত ছিলাম না। বড় হয়ে ওঠা আমার কাছে তখন লক্ষবছর পরের ব্যাপার। তখন আমার খেলার সময়।

যদিও আমার ন বছর বয়সেই, ১৯০৭ সালে, প্রিন্সটন ছেড়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম, তবু আমি একুশ বছর বয়সে, কলেজ ছাড়ার সময় পর্যন্ত, যে-শহরেই থাকি না কেন সেখান থেকে প্রিন্সটনে যাতায়াত করেছি। প্রিন্সটনে যাওয়াটা ছিল বাড়ি ফেরা। আমরা প্রথম যেখানে যাই সেই ওয়েস্টফিল্ড ছিল তিরিশ মাইলেরও বেশি দূরে নিউইয়র্কের দিকে। গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর বাবার বন্ধুরা প্রিন্সটনে বছরের পর বছর তাঁকে আবার ধর্মপ্রচারকের কাজে ফিরে যেতে বলেন। সেই সুযোগ যখন এল, বাষট্টি বছর বয়সে বাবা সাগ্রহে আবার গোড়া থেকে তাঁর কাজ শুরু করলেন। এবার তিনি অন্য একটি নামের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন, আফ্রিকান মেথডিস্ট এপিস্কোপাল জায়ন চার্চ। ওয়েস্টফিল্ডের নিগ্রোসমাজ প্রিন্সটনের চেয়েও ক্ষুদ্র ছিল এবং শুরুতে মাত্র বারোজন সদস্য রেভারেণ্ড রোবসনের নতুন ধর্মসভায় ছিলেন, যাঁরা তাঁর ডাউনিং স্ট্রিট এ, এম, ই জায়ন চার্চের ভিত্তিস্থাপনে সাহায্য করেছিলেন। শহরে নিগ্রো শিশুদের সংখ্যা এত কম ছিল যে আলাদা করে "কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য" কোনো স্কুল হয় নি। তাই যে তিন বছর ওখানে ছিলাম আমি একটা গ্রেড স্কুলে পড়লাম, এই গ্রেড স্কুলটা ছিল উভয় বর্ণের।

ওয়েস্টফিল্ড এবং পরে সমারভিল্, কোনোটিই প্রিন্সটনের মত ছিল না। নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অনেক প্রাচীর ছিল অবশ্য। তবে সেগুলো অতটা অলঙ্ঘনীয় ছিল না। ছোট শহরের সাধারণ জীবনে বরং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বেশি বন্ধুত্বমূলক যোগাযোগ ছিল। এখানে শ্বেতকায় শ্রমিকরাও ছিল, যাদের অনেকেই বিদেশী এবং তারা প্রিন্সটনের নবাবদের মত নয় বলে কালো চামড়ার শ্রমিকের মধ্যে তাদেরই মত একজন মানুষকে দেখতে পেত (অল্প মজুরীর লোক অবশ্য এবং হয়তো একই কাজের প্রার্থী, কিন্তু পুরোপুরি ভিন্নজাতের লোক নয়)।

এইসব শহরে আমি ক্রমশ আরো অনেক শ্বেতাঙ্গ লোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রায়ই যখন স্কুলের বন্ধুদের বাড়িতে যেতাম তখন বেশ বন্ধুসুলভ সম্বর্ধনাই পেতাম। সে সময়ে এ নিয়ে বিশেষ সচেতন ছিলাম না। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার

এই যাতায়াত বেশ ব্যতিক্রমই ছিল। প্রথমত, আমি মাননীয় ধর্মপ্রচারকের ছেলে, দ্বিতীয়ত, আমি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলাম, কারণ পড়াশোনায় ও খেলাধূলায় আমার দক্ষতা ছিল এবং ওদের ঠাট্টা ইয়ার্কি স্ফূর্তিতে আমি সবসময় যোগ দিতাম। আমার শ্রদ্ধাশীল নম্রতা এবং মিষ্টাচার দেখে —যা বাবা আমাদের ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছিলেন —কিছু শ্বেতাঙ্গ পিতা-মাতা তাঁদের ছেলেমেয়েদের আমার বন্ধু হতে উৎসাহ দিতেন। মনে হয় তাঁরা আশা করতেন তাঁদের ওপর আমার একটা ভালো প্রভাব পড়বে। ভালো ছেলে মানেই সে খুব পড়াশোনা করত, বাড়ির কাজে সাহায্য করত, খুশী মনে খবর দেওয়া নেওয়ার জন্য ছোটাছুটি করত, ভদ্র মহিলাদের দেখলে টুপিটা নিচে নামিয়ে দিত, কেক দিলে সর্বদা বলতো, না ধন্যবাদ (অবশ্য প্রথমবারে), কখনই সিগারেট খেত না বা খারাপ কথা বলত না, কখনই কড়া মদ ছুঁতো না, স্কুল পালাতো না, সানডে স্কুলকে অবহেলা করতো না এবং স্কুলের রিপোর্টে 'এ' ছাড়া অন্য মার্ক পেতো না।

হ্যাঁ আমি ভালো ছেলে ছিলাম, অবশ্যই —কিন্তু অতটা নয়! আর যাই হোক অন্তত সবসময় নয়। আমার বাবা আমার শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অবাধ্যতা দেখলেই যেন আমাকে শায়েস্তা করেন এবং যদিও আজ ঠিক মনে করতে পারি না আমি কি অন্যায় করেছিলাম, বাবার এই নির্দেশটি অন্তত বার দুয়েক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে (এবং মনে রাখবার মত করে) পালিত হয়েছিল।

১৯১০ সালে আমরা গেলাম সমারভিলে, প্রিন্সটন আর ওয়েস্টফিল্ডের মাঝপথে আরো বড় এক শহর, যেখানে রেভারেণ্ড রোবসন আমৃত্যু আটবছর সেণ্ট টমাস এ, এম, ই জায়ন চার্চের পাষ্টর হিসেবে কাজ করেন। আমি সমারভিলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম (এখানে আবার সেই কৃষ্ণাঙ্গদের স্কুল) এবং ক্লাশের ভিতরে প্রথম হয়ে পাশ করলাম। আমার অনুমান বাবা এতে খুব খুশী হয়েছিলেন, অবশ্য তিনি আমার কাছ থেকে ঠিক এটাই আশা করেছিলেন এবং আত্মগরিমার আতিশয্যকে কখনই প্রশ্রয় দেন নি।

আমি অনেকবার বলেছি তিনি স্কুলে কেউ ১০০-র মধ্যে ১০০ না পেয়ে ৯৫ পেলে খুশী হতেন না। তার কারণ এই নয় যে তিনি সব কিছুই নিখুঁত হবে এমন একটা বাতিক থেকে ভুগতেন।

আসল কারণ বরং এই যে ব্যক্তিগত সততা, যা ছিল তাঁর চালিকা-শক্তি, তিনি মনে করতেন, চূড়ান্ত মানসিক সিদ্ধির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবনের সাফল্য টাকা এবং ব্যক্তিগত উন্নতির দ্বারা বিচার্য নয়, বরং লক্ষ্যটা হবে একজন মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনার সমৃদ্ধতম ও সর্বোচ্চ বিকাশ।

শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও অখণ্ড সত্যের অবিরাম অন্বেষন—আমার বাবা তাই শেখাতেন। তাঁর নিজের শিক্ষা হয়েছিল সনাতন পদ্ধতিতে, যা আজ কারিগরি বিদ্যার প্রাধান্যে লুপ্তপ্রায়। ডব্‌লু ই'ব ডু বোয়ার জঙ্গী নীতি আর বুকার টি ওয়াশিংটনের রক্ষণশীল প্রচার—এ দুটিকে কেন্দ্র করে নিগ্রো জীবনে যে বিতর্ক চলেছিল তাতে আমার বাবার অবস্থান রাজনৈতিক ভাষায় কি ছিল তা জানি না। তবে নিগ্রোদের প্রগতির উপায় নিয়ে বিপরীত ধ্যানধারনার এই যে সংঘাত তার প্রধান প্রকাশ ঘটে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সেই তর্কে। বাস্তবে কিন্তু রেভারেণ্ড রোবসন, নিগ্রোদের শিক্ষামূলত কায়িক কাজের জন্য, ওয়াশিংটনের এই তত্ত্বকে সোজাসুজি নস্যাৎ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্ঞানের শিখরে আরোহন করতে পারে তারাই যারা মুক্তিকামী। ল্যাটিন, গ্রীক, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য—শিক্ষার সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী নিগ্রোরাও।

অতএব হাইস্কুলে চার বছর ল্যাটিন আর কলেজে আরো চারবছর ল্যাটিন ও গ্রীক আমাকে পড়তে হল। বাবা আমার পড়াশোনার দিকে কড়া নজর রাখতেন এবং আমাকে ভার্জিল হোমার এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য, যাতে তাঁর দারুণ দখল ছিল, পাতা ধরে ধরে পড়াতেন। কেমন করে ভাষণ দিতে হয় তা প্রথম তাঁর কাছ থেকেই শিখি। এবং ক্লাশের বক্তৃতা ও কলেজের বিতর্কের অনেক আগেই বাড়িতে দিনের পর দিন সন্ধেবেলায় আবৃত্তি করতে হয়েছে—সে সময় শব্দের অর্থ ও ওজস্বিতার প্রতি বাবার যে-অনুরাগ এবং বাচনভঙ্গীর বিশুদ্ধতার জন্য তাঁর যে একাগ্রতা দেখেছি তা আমার মনে ছাপ রেখে গেছে।

সমারভিলের হাইস্কুলট যাকে বলে জিম ক্রো ঠিক তা ছিল না। ওখানে আমি বেশ কয়েকজন ক্লাশের শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাই। এদের মধ্যে একজন হল ডগ্‌লাস ব্রাউন, মেধাবী ছাত্র, আমার সঙ্গে একটানা চার বছর পড়েছে। ও পরে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হয়। আমাকে (পরে কলেজে যা সম্ভব হয়নি) গ্লি ক্লাবের ও

নাটকের দলের সদস্য করে নেওয়া হয়, তাছাড়া স্কুলের নানান খেলা-ধুলো ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও ডাকা হয়। শিক্ষকেরাও বেশ মিশুক ছিলেন এবং তাদের অনেকেই বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

গানের শিক্ষিকা মিস্ ডসেলর, যিনি আমাদের গ্লি ক্লাব পরিচালনা করতেন. আমার গলা তৈরি করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন। ইংরেজি শিক্ষিকা আনা মিলার আমার বক্তৃতা ও বিতর্কে দখল বাড়ানোর দিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে প্রথম শেক্সপীয়রের লেখার সঙ্গে পরিচিত করেছিলেন। আমেরিকান থিয়েটারে ওথেলোর ভূমিকায় নিগ্রো অভিনেতার আবির্ভাব ঘটতে বহু বছর লেগেছিল, কিন্তু মিস মিলারের কাছে এমন ভাবাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, তিনি হাইস্কুলের নাট্যাভিনয়ে ওথেলোর পার্টটার জন্য আমাকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে আমি তো ভয় পেয়ে আমার পার্ট বলে গেলাম (খাঁটি বাচনভঙ্গী সম্বন্ধে বাবার যা কান আর আমার শিক্ষিকার যে একনিষ্ঠ নির্দেশ তা মনে রেখেই) এবং তখন কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করতাম না যে আমাকে আবার অভিনয় করতে হবে।

মিস্ ভ্যাণ্ডেভিয়রের, যিনি ল্যাটিন পড়াতেন, যেন জাতিগত সংস্কারের চিহ্নমাত্র ছিল না। মিস্ বাগ, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষিকা, স্কুলের সমাজে (যার দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল) আমাকে আপন করে নেবার সমস্ত-রকম চেষ্টা করতেন। মিস্ বাগ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও নাচের আসরে আমাকে যেতে বলতেন এবং নাচের আসরে গেলে তিনিই প্রথমে আমার সঙ্গে নাচতেন। কিন্তু তাঁর প্রেরণা সত্ত্বেও আমি এইসব অনুষ্ঠান অধিকাংশ সময় এড়িয়ে চলতাম। সবসময়ই আমার যেন মনে হত— দাঁড়াও, খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। কারণ সামাজিক অনুষ্ঠানে সাদা-কালোর জগতটা যতটা আলাদা মনে হত অন্য সময় ততটা নয়। যদিও আমি শ্বেতাঙ্গ সতীর্থদের বাড়িতে যেতাম তবু আমার সবসময় মনে হত আমি নিগ্রো সমাজের একজন।

খুব অল্প বয়স থেকেই আমি আমেরিকার নিগ্রো জীবনের একটি বিশেষ আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন ও অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং বহুদিন পর্যন্ত এই বিশেষ রীতিটি আমি ভাঙ্গতে পারি নি। এমন কি যখন একজন নিগ্রো সমযোগ্যতার প্রমাণ দেয় (এবং আশ্চর্যের কথা প্রমাণটার মানে ওদের চেয়েও উন্নততর কাজ) তখনও সে কিছুতেই

শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্বকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এমন ভাব দেখাতে পারবে না। যদি পারো তো ওপরের দিকে উঠে যাও—কিন্তু বাপ কোনো ফাট দেখিও না। সবসময় দেখাও যে তুমি কৃতজ্ঞ। (এমনকি যদি তোমাকে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে কিছু জয় করে আনতে হয় তবু পাছে ওরা সবই কেড়ে নেয় এই ভয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এমন কিছু করো না যাতে ওরা তোমায় ভয় পেতে পারে, তা না হলে অত্যাচারীর হাত, যা মাঝে মধ্যে নরম হতেও পারে, তোমাকে আবার ভূপাতিত করার জন্য মুঠির আকার নিয়ে নেবেই।)

তাই হাইস্কুলে ছোটবেলায় আমি ঠিক ঠিক কাজ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছি। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ি নি। নিজের সম্ভাবনা দিয়েই নিজের পরিমাপ নিতাম, সেজন্য অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নিজেকে ভাবতাম না। সত্যি কথা কি, যা চলছে তাকে অবজ্ঞা করার কোনো চিন্তাই আমার ছিল না। এই সৌজন্য ও সংযম কিন্তু আমাকে সবরকম শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। শীগ্‌গিরই পরিষ্কার হয়ে গেল যে স্কুলের প্রিন্সিপাল আমাকে সহ্য করতে পারেন না। ডঃ অ্যাকারম্যান, যিনি পরে নিউজার্সির স্কুল জগতে আরো ওপরে উঠেছিলেন, আমার প্রতি তাঁর তিক্ত মনোভাব ঢাকবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। আমি যত ভালো করি, তাঁর বিদ্বেষ তত বেড়ে যায়। যখন ফুটবল টিমে ফুলব্যাক খেলতাম সতীর্থ বন্ধুরা উল্লাস করে বলতো—'পল নিয়ে যাও বল! এই পল!' আর তাতে ডঃ অ্যাকারম্যানের আত্মাই যেন কুঁকড়ে যেত। গানের শিক্ষিকা যে আমাকে গ্লি ক্লাবের একক সংগীতের জন্য নির্বাচন করেছিলেন তা প্রিন্সিপ্যালের ভয়ংকর বিরোধিতাকে অস্বীকার করেই।

তিনি বকুনি দেবার সময় ছাড়া আমার সঙ্গে কথা বলতেন না এবং তিনি সেই বকুনি দেবার জন্য কোনো না কোনো অজুহাত খুঁজেই চলতেন। একটা দোষ আমার ছিল, তা হল সকালে দেরি করে ক্লাসে যাওয়া, হয়তো এই কারণে যে আমাদের বাড়িটা ছিল স্কুলের কয়েকশ' গজের মধ্যে। 'তাড়াতাড়ি ঘুমানো ও তাড়াতাড়ি ওঠা'—এ নিয়ম আমি মেনে চলতে পারতাম না এবং কখনো কখনো ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে যেতে ঠিক ক'মিনিট লাগে তা হিসেব করতে ভুল করে ফেলতাম। তখন ঠিক ওঁৎপাতা বাজপাখীর মত ডঃ অ্যাকারম্যান আমার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তেন এবং তাঁর কড়া কড়া কথা আমায় বুঝিয়ে ছাড়তো যে তিনি অন্যান্য নিগ্রোদের মত আমাকেও নিকৃষ্ট মনে করেন। একবার তিনি শাস্তি পাবার জন্য আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সাধারণতঃ বাবা চাইতেন যে তাঁর বদলে শিক্ষকের হাতেই শাস্তিদান হোক. কিন্তু সেবার এ সম্বন্ধে আমি আর না বলে পারলাম না। 'বাবা, শোনো' আমি বললাম, 'আমি এখন বড় হয়েছি। তুমি আমায় নিয়ে যা খুশী করবে আমার তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু যদি ঐ হিংসুটে বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল আমার গায়ে হাত দেয় তবে, এই যে শপথ করছি, আমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে তবে ছাড়বো।" আমার অনুমান বাবা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তখনই চুপ করে যান।

বড় হবার দিনগুলিতে বাড়ির ভেতরে আমার বোন এবং ভাইদের যে একনিষ্ঠ সাহায্য পেয়েছি তার মূল্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

সবচেয়ে বড় ছিল বিল, তাকে রেভারেণ্ড রোবসনের অন্যান্য সন্তানেরা সবচেয়ে মেধাবী বলে মনে করত। তখন থেকে আজপর্যন্ত আমি আরো অনেক উজ্বল প্রতিভা দেখেছি, তবু বিলের মননশক্তির প্রতি আমার বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা একটুও কমেনি। রিডের মতো ও এখন মৃত, এবং ওর সম্ভাবনা অপূর্ণই থেকে গেল। ও যেন সারাক্ষণ শুধু স্কুলেই যাতায়াত করত, লিংকন এবং পেনে, বোস্টন এবং হাওয়ার্ডে—শুধু টাকা ফুরিয়ে যাবার সময়টুকু ছাড়া, নিগ্রোদের পক্ষে সহজলভ্য যে কোনো কাজ পেলেই ও করতে যেত। বিভিন্ন সময়ে ও পুলম্যানের কুলি হিসেবে রাস্তায় রাস্তায় ছুটে কাজ করেছে, কিছুদিন ও নিউইয়র্কের গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনের কুলি ছিল। সেখানে সঙ্গীরা ওর জ্ঞান গরিমা দেখে ওকে ছাই-চাপা আগুন নাম দিয়েছিল।

পাণ্ডিত্যের জন্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছিল; ওর বিষয় ছিল ডাক্তারী এবং তাতে ডিগ্রিও পেয়েছিল। কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে বিল ঠিক রুগী দেখা ডাক্তার ছিল না। আমি হলফ্ করে বলতে পারি যে যদি বিলকে কোনো ভাঙা হাড় জোড়া লাগানোর মতো অতি সাধারন কাজ দেওয়া হত তাহলে ওর মন যে কোথায় থাকতো তা ঈশ্বরই জানেন। (হয়তো হাড় জোড়া লাগানোর ইতিহাস ঘাটতে ঘাটতে প্রাচীন মিশরে চলে যেত, কিম্বা সূক্ষাতিসূক্ষ আকৃতি নিয়ে ভেবে চলত অথবা হয়তো হাতের কাজটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, চিকিৎসাশাস্ত্রের

এমন একটি সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতো।) বিলের জায়গা হওয়া উচিত ছিল কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষনাগারে যেখানে তার অস্থির অনুসন্ধানী মন নানান গূঢ় উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে পারতো (অবশ্যই ধারে কাছে এমন একজনকে থাকতে হবে যে দেখবে হাতের কাছে টেস্ট-টিউব আছে কিনা এবং গবেষনার ফলাফলটা টুকে রাখবে যাতে বিল তক্ষুনি অন্যকিছু আবিষ্কার করার আগে এটা না ভুলে যায়।) যদিও বিলের তত্ত্ব এবং বিশ্লেষনের ক্ষমতা তার নিজের জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি, আমার কাছে বিলই ছিল কেমন করে পড়া-শোনা করতে হয় তার প্রধান প্রেরণা। সমারভিলে আমার হাইস্কুলে পড়ার সময় বিল কলেজ এবং রেলরোডে কাজ করার মধ্যিখানে প্রায়ই বাড়িতে থকতো এবং অনেকক্ষন ধরে আমার পড়াশোনা দেখিয়ে দিত। আমি সঠিক উত্তর দিলেও ও সন্তুষ্ট হত না। তৎক্ষনাত জানতে চাইত 'হ্যাঁ কিন্তু কেন'—একটা তথ্যের সঙ্গে আর একটা তথ্যের সম্পর্ক কি? একটি বিশেষ গবেষনার পদ্ধতি ও পরিধি কি? আমি যখন বলতে পারতাম না বিল তখন সঙ্গে সঙ্গে পরিস্কারভাবে সেই রহস্য উন্মোচন করে দিত। ও যে এরকম পারত, একটু খোঁজখবর নিয়ে, এমনসব বিষয়ে যা ও আগে পড়ে নি—তা দেখে আমি সবসময় অবাক হয়ে যেতাম। আজকাল প্রায়ই যখন গান বা ভাষা চর্চায় কঠিন কোনো প্রশ্ন নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাই, যখন কোনো সিস্টেমকে খণ্ডন করার চেষ্টা করি তখন আমার এই শিক্ষক ভাই-এর কথা মনে পড়ে। আর আমি মনে মনে বাজি রেখে বলতে পারি 'বিল এখন থাকলে এক্ষুনি এই সমস্যার উত্তর বার করে ফেলত।'

খেলাধূলোয় আমাকে যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেয় সে হল আমার দাদা বেন। যে-কোনো মানদণ্ডেই বেন ছিল এক অসাধারণ খেলোয়াড়। যদি ও বিখ্যাত কোনো কলেজে পড়তো তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ও 'অল-অ্যামেরেকান' নির্বাচিত হত। ক্ষমতার দিক থেকে ও কলেজের খেলায় এবং পেশাদার ফুটবলে যেসব বিখ্যাত তারকাকে আমি পাই তাঁদের সমগোত্রীয় ছিল। বেন বেসবলও খুব ভালো খেলত—যদি নিগ্রোদের বড় বড় লীগে খেলতে দেওয়া হত আমার মনে হয় বেন অনেকের মত নাম করতে পারত।

বয়সে ও অন্যান্য ভাইদের চেয়ে আমার কাছাকাছি ছিল বলে ও

ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। ওই প্রথম আমাকে আমাদের ছোট্ট শহরের বাইরে নিয়ে যায়। আমার যখন বয়স প্রায় চোদ্দ, হাইস্কুলে পড়ি, বেন গরমের ছুটিতে রোড আইল্যাণ্ডে নারাগানসেটপিয়রে ওয়েটারের কাজ পায়। ওখানে অনেক ছাত্র ছুটির সময় ধনীগৃহে কাজ পেত। আমি বেনের সঙ্গে ওখানে গেলাম রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্য। আমার কাজ শুরু হত ভোর চারটের—(আমি বলতে পারি আমি সারা-জীবনে এতখানি পরিশ্রম কখনো করি নি)—আর পাচকদের, বড় মেজো-সেজদের অবিরাম আদেশ পালন করে, আলুর খোসা ছাড়িয়ে পাহাড় প্রমান বাসনকোসন মেজে উঠতে উঠতে সন্ধ্যে উতরে যেত। রান্নাঘরের আর সবাই ছোকরা চাকরের চেয়ে উচ্চপদস্থ বলে ওরা যখন কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিত তখনও ছোকরাটিকে সব কিছু মুছে ঝকঝকে অবস্থায় সাজিয়ে রাখতে হত। কিন্তু একটা তৃপ্তি ছিল—সর্বদা ভাই বেন আছে ধারে কাছে, বাচ্চা ভাইটি রান্নাঘরে কাজের হুল্লোড়ে বিভ্রান্ত, অন্যান্য ঝানু ঠাকুর—চাকরদের কাছে আনাড়ি, ওকে সর্বদা নজরে রাখছে বেন। পরে কলেজে পড়ার সময় নারাগানসেটে আবার গিয়েছিলাম এবং ওখানে ঠাকুর-চাকর, বাসে কাজ করে এমন ছেলেদের অনেকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়, সে বন্ধুত্ব এখনও টিঁকে আছে। এই ছাত্র চাকর-বাকরদের মধ্য থেকেই এসেছে পেশাদার জগতের প্রথম সারির নিগ্রোরা, যাদের সঙ্গে আমার আজ সারা দেশজুড়ে দেখা হয়।

আমার বোন মারিয়ন বেনের মত অতটা বাড়িতে থাকতো না। তবে ওর কথা ভাবলেই আমার মনে একটা মৃদু হাসি খেলে যায়। ও এখন ওর স্বামী ডঃ উইলিয়াম ফরসাইথের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ায় থাকে। এমন যদি হয়ে থাকে যে বেন বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাদ্রী হয়েছে, তেমনি মারিয়নকে মামাবাড়ির শিক্ষকতার ধারাকে টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। মেয়ে হিসেবে ও আমাদের সংসারে নিয়ে এসেছিল হাসির আশীষ। সবসময় উপচে পড়ছে ওর রসবোধ। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে ও রান্না করতো, কিন্তু বিশ্বাস করত যে রান্নাঘর মেয়েদের জায়গা নয়—অন্তত বেশিক্ষণের জন্য নয়—ও ডিসের গাদাটা রেখে দিত ···আমার জন্য। (আমরা যখন একসঙ্গে জড়ো হতাম তখন এ নিয়েও হাসাহাসি করতাম) ওর সুখীসুখী হাবভাব সত্ত্বেও মারিয়নের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং নিজেই নিজের পথটি তৈরি

করে নেওয়া, যেহেতু আমাদের সবার চেয়েও ও অনেক বেশি এই ব্যাপারে সচেতন ছিল যে একজন নিগ্রো মেয়েকে আমাদের এই বহুগর্বিত 'জীবনযাত্রায়' মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য একইসঙ্গে দুরকমের বোঝা বইতে হয়। ফিলাডেলফিয়াতে তরুন বয়সেই ও স্কুলশিক্ষিকা হয়, এবং কিছুদিন আগেও ও ঐ কাজেই ছিল। এখনও আমি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি তথাকথিত পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য ও যে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে গেছে, বিশেষ করে ও যে-উৎসাহ নিয়ে প্রমাণ করেছে, একনিষ্ঠতা থাকলে অন্যান্যদের স্তরে এদেরও নিয়ে যাওয়া যায়।

মারিয়ন আর বেন—মেজাজে ওরা দুজন এতটা আমার বাবার মত যে কি বলবো! স্বল্পভাষী, দৃঢ়চরিত্র, নীতিপরায়ণ—এবং সবসময় কনিষ্ঠ ভাইটির নিঃস্বার্থ শুভার্থী। ওদের ভালোবাসার জন্য এই ভাইটি যে কতটা কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে ওর হৃদয়ে ওদের জন্য আছে একটা গান, সবচেয়ে কোমল একটা গান।

যখন আমার বয়স সতেরো এবং হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষা আসন্ন তখনও আমার মনে আমি কি হবো সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। গায়ক? না, ওতো শুধু মজা করার জন্য! মঞ্চে অভিনয়? ওর মধ্যে আমি নেই। অস্পষ্ট হলেও, থেকে থেকে একটা ইচ্ছে জাগতো—চার্চে ঢোকার জন্য পড়াশোনা করি। যদিও বাবা তাতে খুব খুশি হতেন তবু তিনি কখনই আমাকে এ ব্যাপারে জোর করেন নি। হয়তো কলেজে ঢুকে কেরিয়ার সম্বন্ধে কিছু ঠিক করেছিলাম। কলেজে পড়ার ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই ঠিক ছিল—লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়, বাবা আর বিল যার প্রাক্তন ছাত্র।

কিন্তু এদিকে সমারভিল হাইস্কুলে থাকার সময় আমি শুনেছিলাম নিউজার্সিতে একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আছে যাতে সব ছাত্রই যোগ দিতে পারে। পুরস্কার হল রাটগার্স কলেজে চারবছরের জন্য একটা বৃত্তি। এখন অবশ্য রাটগার্স রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যার ছাত্রসংখ্যা ১২,০০০-র ওপর, তখন তা ছিল একটি প্রাইভেট স্কুল যার ছাত্রসংখ্যা হাজারেরও কম। আমি কলেজটা সম্বন্ধে অনেককিছু জানতাম, কারণ কলেজটা ছিল পনেরো মাইল দূরে ব্রান্সউইকে। আমেরিকার প্রাচীনতম কলেজের একটি বলে (১৭৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) রাটগার্স ছিল বিশিষ্টদের জন্য এবং যদিও একজন বা দুজন নিগ্রো একবার ভর্তি হয়েছিল, বহুবছর রাটগার্সে আর কেউ পড়তে যায় নি।

বাবা বললেন পরীক্ষা দিতে। আমাদের কাউন্টির পরীক্ষাটা সামারভিলেই হবে। আমার পছন্দ ছিল লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু আমি যদি এই বৃত্তিটা পাই তবে বাবার অল্প রোজগারের ওপর চাপটা একটু কমবে। কিন্তু একটা মস্ত বাধা ছিল: আগেরবছরে একটা প্রাথমিক পরীক্ষায় আমার বসা উচিত ছিল, হাইস্কুলের প্রথম তিনবছর যে সব বিষয় পড়া হয় সেগুলো তাহলে পড়া হয়ে যেত। কিন্তু আমি অতসব জানতাম না, ফলে এখন আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে পুরো চার বছরের পাঠ্যসূচী নিয়ে এবং সেই তিন ঘণ্টা সময়ে, যে সময়ে অন্যান্যরা শুধু তাদের শেষ বছরের পাঠ্যটুকু শেষ করবে। তবু এতটা পিছিয়ে থেকেও আমাদের মনে হল পুরস্কারটার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং আমিও সেইদিনটির জন্য কাজে লেগে গেলাম। বাড়তি পড়াশোনার জন্য বাড়তি পরিশ্রমও দরকার আর আমিও অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। সতীর্থদের ও শিক্ষকদের শুভেচ্ছা এবং প্রিন্সিপ্যাল ডঃ অ্যাকারম্যানের বিদ্বেষ উভয়ই প্রেরণা হিসেবে কাজ করল, তার চেয়েও বড় কথা বাবার স্থির বিশ্বাসকে যথার্থ প্রমাণ করতে হবে এই চিন্তা।

হ্যাঁ, আমি বৃত্তিটা পেয়েছিলাম—এবং আমার জীবনে এটা ছিল এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ। রাটগার্সে যে যাবো সেটা তেমন কিছু ব্যাপার ছিল না, কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম যে লিংকনে গেলেই আমার বেশি ভালো লাগবে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল: আমার হৃদয়ের গভীরে সেদিন থেকেই এমন একটা আত্মবিশ্বাস এল যা আমেরিকার কোনো অ্যাকারম্যানই আর নাড়িয়ে দিতে পারবে না। সমতা হয়তো অস্বীকৃতই থাকবে। কিন্তু আমি জানতাম আমি কারোর চেয়ে কম নই।

বৃত্তি পরীক্ষার পরপরই, ১৯১০ বসন্তকালে, রাটগার্সে হাইস্কুলের ছাত্রদের জন্য যে-রাজ্যব্যাপী ভাষণ প্রতিযোগিতা হয়েছিল আমি তাতে যোগ দিই। সমারভিল হাইস্কুলের খাসা বক্তা আমি আমার বাবার বচনশৈলীর একনিষ্ঠ ছাত্র, আমাকে প্রথম হতেই হবে। এরকম উচ্চাশা যেমন আমার বন্ধুদের ও বাড়ির সবার ছিল তেমনি আমারও। কিন্তু আমি প্রথম হতে পারি নি। প্রথম পুরস্কার পায় হিলমার জেনসেন, আসবেরি পার্কের নিগ্রো ছাত্র (ওর বাবাও চার্চের কর্মচারী ছিলেন) দ্বিতীয় হয় একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে, আমি তৃতীয় হই।

সেদিন আমি যে-ভাষণটি দিই তা হল তুসাঁ লুভারতুরের ওপর ওয়েণ্ডেল ফিলিপসের বিখ্যাত বক্তৃতা। আমি জানি না আমি কেন প্রতিযোগিতার জন্য এই জিনিষটি বেছে নিয়েছিলাম (আমার অনুমান ওটা আমার ভাই বিলের মাথা থেকে এসেছিল) কিন্তু এখন আমি নির্বাচিত বিষয়টির কথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারি না। কারণ তখন তার অর্থ অনুধাবন করার ক্ষমতা আমার ছিল না, তাছাড়া প্রায় পুরো শ্বেতাঙ্গ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে একজন নিগ্রো এটি আবৃত্তি করবে এই ব্যাপারটির অর্থও আমি বুঝি নি। কিন্তু আমি বলে গেলাম যথাসম্ভব আবেগ ও যুক্তি মিশিয়ে—শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের ওপর ওয়েণ্ডেল ফিলিপসের সেই জ্বালাধরানো আক্রমন। নিউইয়র্কে এবং বস্টনে গৃহ-যুদ্ধের প্রথমবছরে স্বাধীনতার আগে, তিনি এই মহান হাইতি বিপ্লবীর প্রশস্তি করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর "নীলনয়ন জাত্যাভিমানী স্যাক্সন শ্রোতাদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'স্যাক্সন বংশীয় এমন একজন মানুষকে দেখাও যাঁর জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুরাগীরা তেমন মালা তৈরি করবে যেমনটি এই নিগ্রোর মাথায় তার কৃষ্ণ শত্রুরা পরিয়ে দিয়েছে।"

অগ্নিগর্ভ তুসাঁ, নেপালিয়নের বিরুদ্ধে যাদের সফল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাঁদের দমন করতে নেপলিয়ন ৩০,০০০ সৈন্য সমেত সেনাপতি লেক্লার্ককে পাঠান সেই কালো মানুষদের প্রতি তিনি বলছেন "আমার ছেলেমেয়েরা, ফ্রান্স এসেছে আমাদের দাস বানাবার জন্য। ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন; ফ্রান্সের তা কেড়ে নেবার কোনো অধিকার নেই। নগর পোড়াও, শস্যের গোলা ধ্বংস করো, কামান দিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে দাও, ইঁদারাগুলো বিষিয়ে দাও, সাদা আদমিকে দেখিয়ে দাও কিরকম নরক সে তৈরি করতে আসছে। (একটা বাচ্চার পক্ষে সত্যিই কঠিন বস্তু! কিন্তু আমি খেয়াল রাখছিলাম শব্দচয়ন ও কথাভঙ্গী ঠিক হচ্ছে কিনা, এবং জ্বালাময়ী শব্দগুলোর অর্থ যে কি তা নিয়ে চিন্তাও করি নি)।

অবশ্য এটাও সত্যি যে ওয়েণ্ডেল ফিলিপসের ভাষণে নরম কথাও ছিল, বিশেষকরে যেখানে তিনি সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ শ্রোতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে তুসাঁ লুভারতুর শুধু তাঁর বাবু ও বিবিকেই ক্ষমা করেন নি, তাঁদের ভবিষৎ নিরাপত্তার জন্যও দরাজহাতে ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং তাঁর কৃষ্ণকায় সেনাপতিদের প্রত্যেকেই তাঁর অন্নদাতাদের প্রতি সমান মহানুভবতা দেখিয়েছেন (ফিলিপসের ছাপানো ভাষণে "উচ্চস্বরে সমর্থন" কথাটা লেখা

আছে, হয়তো আমার কথা যাঁরা শুনলেন তাঁরাও আমার বক্তব্যকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন।)

তবু এই দাসত্ববিরোধী বক্তা নির্দয়ভাবে তাঁর বক্তব্য সবার মনে গেঁথে দিয়েছেন : দক্ষিণে এখনও ক্রীতদাস, উত্তরে এখনও অবজ্ঞার পাত্র, তবু নিগ্রোরা প্রতিটি বিষয়ে শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ এবং খাঁটি আফ্রিকান রক্তের লোক ঐ তুসাঁ শুধু কালো মানুষদের মধ্যেই প্রথম ছিলেন না—তিনি যেভাবে পরিচিত, তিনি ছিলেন সব মানুষের মধ্যেই অদ্বিতীয়। সুতরাং এইভাবে আমি পুরোটাই বলে গেলাম, একেবারে সেই ক্লাইম্যাক্সের চূড়া পর্যন্ত—আমার কণ্ঠস্বরে, অঙ্গভঙ্গীতে যা কিছু ছিল সবটুকু ঢেলে দিয়ে :

"আজ রাত্রে আমাকে আপনাদের উন্মাদ মনে হচ্ছে, কারণ আপনারা নিজের চোখ দিয়ে ইতিহাস পড়েন না, পড়েন নিজের সংস্কার দিয়ে। কিন্তু···ইতিহাসের দেবী গ্রীকদের জায়গায় বসাবে ফোসিয়নকে, রোমানদের জায়গায় ব্রুটাসকে, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে হ্যামডেন, ফ্রান্সে ফেত্, ওয়াশিংটনকে বেছে নেবে আমাদের পূর্বতন সভ্যতার উজ্জ্বল নিখুঁত পুষ্প হিসেবে এবং জন ব্রাউনকে নেবে আমাদের মধ্যাহ্নের বিকশিত পুষ্প হিসেবে, তারপর সূর্যকিরনে কলম ডুবিয়ে আকাশের নীলে তাদের সবার ওপরে লিখবে একটি নাম—সৈনিক. রাজনীতিজ্ঞ, শহীদ তুসাঁ লুভারতুর।" (যদি আমি আর কখনও কোনো বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিই তবে আবার এই ভাষণটিই বেছে নেবো।)

ওয়েণ্ডেল ফিলিপস শ্রেষ্ঠ আমেরিকানদের একজন নিগ্রো মুক্তির সৈনিক, আমাদের মহান ফ্রেডরিক ডগলাসের শ্বেতাঙ্গ কমরেড, দেশ জুড়ে অসংখ্য শহরে যিনি ভাষণ দেন—"সাহিত্যের ওপরে ভাষণ দিলে পারিশ্রমিক একশ ডলার, দাসত্বের ওপর একটি পয়সাও না। সেদিন আমি তাঁর বাগ্মীতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম, কিন্তু পরে আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছিলাম তিনি কোন মহান সত্যের কথা বলেছিলেন, বিশেষ করে যখন ক্রীতদাস প্রথা রদ হয়ে গেল তিনি শ্রমিক মুক্তির লড়াই-এ যোগ দিলেন : "যখনই জনগণের অগ্রনী অংশকে আমি খুঁজে বার করতে চাই আমি অভিজাত সম্প্রদায়ের অস্বস্তিকর স্বপ্নের কথা ভাবি এবং ওঁরা যা সবচেয়ে ভয় পায় তাই খুঁজে পাই।"

১৯১৫ সালের শিক্ষাবৎসরে আমি এসব কিছুই জানতাম না। তখন কলেজে ঢুকেছি এইজন্য যে আরো ল্যাটিন, আর গ্রীক, ফিজিক্স আর

অংক, আরো ইতিহাস পড়বো, যার মধ্যে তুসা বা ফিলিপস পড়ত না এবং পারলে আরো একটু ফুটবল খেলবো। যেদিন বাইরে এসে জীবনের মুখোমুখি হলাম, একটি জিনিস আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে বিরাট হয়ে উঠল: আমি আমার বাবার ছেলে, আমেরিকার একজন নিগ্রো। সেটাই ছিল চ্যালেঞ্জ।

এই বইটির পরবর্তী পাতায় আমি আমার আশৈশব জীবনবৃত্তান্ত বলি নি, কারণ বইটির উদ্দেশ্য তা নয়। যদিও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পরবর্তীকালের অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, আমি আসলে সেই বিষয়টির সম্বন্ধে আমার ধ্যানধারনা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি যা আমার ব্যক্তিগত কাহিনীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—আমার স্বজাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম। রাটগার্স এবং কলাম্বিয়া ল স্কুলের পর যা যা ঘটেছে—আমেরিকায় এবং বাইরে বিদেশে আমার কর্মজীবন, জনজীবনে আমার অংশগ্রহণ, আমার আজকের মতামত সব কিছুর শেকড় পাওয়া যাবে তরুণ বয়সের দিনগুলিতে, যার কথা এতক্ষণ এই গৌরচন্দ্রিকায় বললাম।

এই আমার পথ

সাম্প্রতিককালে আমার রাজনৈতিক মতামত—অথবা যা আমার রাজনৈতিক মতামত বলে অভিহিত—সাধারণভাবে জনজীবনে এবং নিগ্রো সমাজেও প্রচুর আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। এতলোক এই বিষয়ে কথা বলেছে যে মনে হয়, অন্যায় হবে না যদি আমি নিজের হয়ে দুটো কথা বলার সুযোগ পাই। তাহলে বিষয়টি ঠিক এইখান থেকে সোজাসুজি শুরু করা যাক। তা করার উদ্দেশ্য অবশ্য কোনো দলীয় যুক্তি খাড়া করা নয়, শুধু তথ্যগুলো একটু ঠিকঠাক করে রাখা। আমার ভাবনা-চিন্তা ঠিক কিরকম এবং কিভাবে আমি তা অর্জন করলাম আমি তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো। প্রথমেই বলে রাখি যে আমার মতামত ও কাজ সম্বন্ধে যে বির্তক আছে তা নিগ্রো মানুষেরা সৃষ্টি করে নি, করেছে সমাজের উচ্চমহলের শ্বেতাঙ্গরা, যারা তাদের রাগ ও বিদ্বেষের বজ্র আমার দিকে নিক্ষেপ করে গেছে। যদিও নানাসময়ে এই উচ্চমহল থেকে উৎসারিত কুৎসায় কিছু নিগ্রো কণ্ঠস্বরও শোনা গেছে, তবু এটা সহজে প্রমাণ হয়ে গেছে যে নিগ্রো সম্প্রদায় গোটা ব্যাপারটা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখে।

খুব রক্ষণশীল থেকে খুব প্রগতিশীল পর্যন্ত নিগ্রোদের সবার মতামতে যে প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যায় তা হল আমার শ্বেতাঙ্গ সমালোচকদের বিশেষ কয়েকটি ধারণার বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ।

যখন বলা হল (এবং অনেকবারই বলা হয়েছে) যে পল রোবসন আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ভালো মানুষদের দৌলতে অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করে তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর নালিশ করার কিছুই নেই, তখন সেই বিবৃতি নিগ্রোদের খারাপ ভাবেই আঘাত করেছিল। ওঁরা জানতেন যে আমাদের কিছুই দান হিসেবে দেওয়া হয় না এবং ওঁরা এও জানতেন যে মানবিক মর্যাদা কখনই ডলার আর সেণ্টে মাপা যায় না। স্বর্গত ওয়ালটার হোয়াইট 'এবনি' পত্রিকার একটি নিবন্ধে তাঁর ভাব ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে: 'সাদা বা কালো কোনো সৎ আমেরিকানই রোবসনের মত মানুষের বিচারে বসতে পারেন না যতক্ষণ না তিনি রোবসনের মত

অর্থনৈতিক ও জাতিগত বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করার আপ্রাণ চেষ্টায় সময়, প্রতিভা, অর্থ এবং জনপ্রিয়তা বিসর্জন দিতে পারছেন।'

সে যাই হোক, নিগ্রোদের মধ্যে আরএকটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল, কেন আমি সেইসব কথা বলছি বা কাজ করছি যার ফলে আমাকে আরো বেশি ঝামেলা সহ্য করতে হচ্ছে, এই নিয়ে ভয়ানক বিভ্রান্তি। তারপর অনেকেই মনে করছিল, যে-আগুন আমার দিকে বর্ষিত হচ্ছে তা আরো অনেক নিগ্রোকে বিপন্ন করে তুলছে। আমাকে প্রায়ই অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে: 'পল, এই উত্তেজনার সময় এতটা মুখ খুলে তুমি কি ঠিক করছো?' এবং 'তুমি কি তোমার স্বজাতির বেশি উপকার করতে না যদি তুমি শুধু শিল্পী হবার জন্য আত্মনিয়োগ করতে, আর ওরকম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে না যা কিনা শ্বেতাঙ্গদের উত্তেজিত করে?' এবং 'ভায়া, প্যারিসে সত্যিই কি এমন বলে এসেছো বলো তো যার ফলে এমন হৈ চৈ?'

এখানে আমি এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে খুশী হবো এবং চারপাশে আজকাল যা হচ্ছে তাতে মনে হয় এখন লোকে আমাকে অনেক ভালো বুঝবে, কবছর আগে যা সম্ভব ছিল না। সম্প্রতি যখন লুইস আরমস্ট্রং নিগ্রো-নিপীড়নের সমালোচনা করেন আমার চাইতেও কড়া ভাষায় এবং যখন অন্যান্য নিগ্রোদের প্রতিক্রিয়ার অর্থ—তথাস্তু। (দেখে খুশী হলাম এমন কি জ্যাকি রবিনসনেরও)—তখন গোটা ব্যাপারটা "পুরাতন তরী চলেছে ধেয়ের" মত বাস্তব দেখাচ্ছিল।

অনেকেই ভুলে গেছে এবং হয়তো অল্পবয়স্করা জানেও না যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমার মতামতের মধ্যে নতুন কিছু নেই। বিশবছরেরও বেশি হয়ে গেছে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে গেছি এবং সে-দেশের মানুষ সম্বন্ধে বন্ধুভাব দেখিয়েছি এবং তার আগে আফ্রিকান জনগণের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছি, ওদের মুক্তির জন্য চিন্তিত হয়েছি। বস্তুত ঠাণ্ডা লড়াই-এ একটা ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হবার আগেই বহু নিগ্রো আমার এইসব বৃহত্তর বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রদর্শনকে প্রশংসা করেছে, এবং যখন ১৯৩৪-এ 'কৃষ্ণবর্ণ জাতির উন্নতিকল্পে জাতীয় সংস্থা' স্পিংগার্ন মেডেল দিয়ে আমাকে সম্মান জানালো তখন 'সব মানুষের স্বাধীনতার' জন্য আমার কাজকর্ম একটি বিশেষ অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। একই কথা বলা হয়েছিল ১৯৪৩-এ, যখন আটলান্টার

*পরিশিষ্ট 'খ' দেখুন

মোরহাউজ কলেজ আমাকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়। কেউই আপত্তি করলো না যখন আমি এই উপলক্ষে বললাম 'যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এগিয়ে যাচ্ছে তা শুধু তথাকথিত কৃষিজীবীদের, যারা নাকি জটিল যন্ত্রশিল্পের কারিগরীর পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়, অন্তর্লীন প্রতিভারই পরিচয়ই দেয় না এমন কি তথাকথিত পশ্চাৎপদ মানুষের প্রতিভাও প্রমাণ করে, যারা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে, আর সবার মত তারাও কাজ করতে পারে'।

অবশ্য আমরা সবাই জানি যুদ্ধোত্তরপর্বে আমাদের দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরকম আমূল বদলে গেছে, কিন্তু ম্যাকার্থিজমের সবচেয়ে ভয়ংকর পর্বেও—যা সৌভাগ্যক্রমে এখন শেষ হয়ে আসছে—আমি এই আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখতে পাই নি। আমি তো ঐভাবে মানুষ হই নি। তাই কিছু পাবার আশ্বাস বা কিছু হারাবার ভয় কোনোটাই আমাকে আমার স্থির বিশ্বাস থেকে নড়াতে পারে নি। মনে আছে ১৯৩৬ সালে যখন আমি লণ্ডনে, লর্ড হ্যামিলটন এই প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে আমি যেন আমেরিকায় ফিরে গিয়ে নিগ্রোদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিরুদ্ধে আলফ্-ল্যাণ্ডনের হয়ে প্রচার করি। আমার পুরস্কার হবে এই যে আমি অভিনেতা হিসেবে হলিউডে পরবর্তী চুক্তির জন্য এবং বিভিন্ন জমকালো প্রযোজনায় অবাধ স্বাধীনতা পাবো। কারণ চলচ্চিত্রের বড় বড় চাঁই তখন সবাই কট্টর রিপাবলিকান এবং হোয়াইট-হাউসের মানুষটিকে ঘৃণা করত। আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আজ ভাবতে হাসি পায় যে কেউ কেউ এমনও কল্পনা করতে পেরেছিল যে 'নিউ ডিল'-এর বিরুদ্ধে নিগ্রোদের প্ররোচিত করতে এবং হার্বার্ট হুভারের দলকে ক্ষমতায় আনতে আমি দেশ জুড়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবো! আমার কর্মজীবনের গোড়ার দিকে নিউইয়র্কে একজন নাম করা সঙ্গীত-প্রযোজকেরও একটি অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম—তিনি আমাকে দশবছরের একটি লোভনীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বলেছিলেন এবং পরিবর্তে আমার কর্মজীবনের পুরো দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। তখন একরোখা ধ্যানধারনা আমার খুব বেশি ছিল না, কিন্তু নিজের মতের প্রতি আমার ছিল দৃঢ় বিশ্বাস আর এব্যাপারে পথনির্দেশক হবে আমার বিবেক এবং কেউই সোনার শেকল বা অন্য কিছু দিয়ে আমাকে ঘোরাতে পারবে না।

আমার কর্মজীবনের প্রথমদিকে আমার মনোভাব নিগ্রো শিল্পীদের মতই ছিল—একটি নাটক বা ছবির বিষয় ও আঙ্গিক আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আসল কথা হল একটা সুযোগ পাওয়া যা আমাদের জাতের হাতে খুব কমই আসতো—একটা পার্ট পাওয়া, সে মঞ্চের নাটকেই হোক বা চলচ্চিত্রেই হোক। তার ওপর নিগ্রো অভিনেতার কাছে নায়কের ভূমিকায় নামানোর প্রস্তাব—সে তো এক দুর্লভ সৌভাগ্য! পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে নিগ্রো শিল্পীরা ব্যাপারটাকে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের আলোয় দেখতে পারে না, স্বজাতির কাছে তাদের একটা দায়িত্ব আছে, যাদের চোখে মঞ্চে ও পর্দায় নিগ্রোদের বাধাধরা চরিত্রাঙ্কন ছিল আপত্তিকর। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম : যদি হলিউড এবং ব্রডওয়ে প্রযোজকরা আমাকে যোগ্য পার্ট না দেয় তবে আমি অন্য কোনোরকম প্রস্তাবও গ্রহণ করবো না। যখন যুদ্ধের সময় আমেরিকার দর্শকদের সামনে আমি একটি বড় শেক্‌সপীয়র প্রযোজনায় (লণ্ডনে আমার প্রথম অভিনয়ের পনরো বছর পর) অভিনয়ের সুযোগ পেলাম তখন একদিন একথা জানতে পেরে খুশী হই যে আমি নাকি, ডঃ বেঞ্জামিন মের ভাষায়, নিগ্রো জাতি ও সেইসঙ্গে সারা বিশ্বের জন্য এক মহান কার্য-সম্পাদন করেছি—হলিউড এবং ব্রডওয়ে গতানুগতিক সস্তা অভিনয় নিগ্রোদের উপযুক্ত বলে মনে করে আমি তার জবাবে ওথেলোর ভূমিকায় দেখিয়েছি যে 'নিগ্রোরাও নাটকের ক্ষেত্রে মহান স্মরণীয় ব্যাখ্যাদানে সক্ষম।'

অগ্রগতি যে হয়েছে তার প্রমাণ আজ নিগ্রো অভিনেতাদের কাছে অনেক বেশি সুযোগ। তবু মঞ্চ, চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শনে তাদের পক্ষে সমান জায়গা দখল করা এখনও এক কঠিন সংগ্রামের ব্যাপার। আমি খুশী ও গর্বিত যে আমাদের এত এত তুখর তরুণ অভিনেতা, গায়ক, নর্তক রুচিশীল চিত্রনাট্যের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন, সংগ্রাম করছেন সেইসব ভূমিকা পাবার জন্য যা তাঁদের প্রতিভার উপযুক্ত। বেশ কিছু বছর আগে যখন আমি এক বাছাই করা শ্রোতাদের সামনে গাইতে অসম্মতি জানাই তখন তা খবরের কাগজে বড় বড় হরফে বার হয়। আর আজ আমার দেখে ভালো লাগছে যে আরো অনেকেও সেই মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং আজকাল যখনই কোনো নামী নিগ্রো শিল্পী নিগ্রোবিদ্বেষী (জিম ক্রো) সমাবেশে উপস্থিত হন তাকে একটা খবর—এবং খারাপ খবর হিসেবেই আমরা দেখি। আমাদের নতুন ও

উদীয়মান শিল্পীদল সম্বন্ধে গর্বিত হবার অধিকার আমাদের আছে এবং সমান সুযোগ আদায়ের জন্য তাঁদের সংগ্রামকে আমাদের সমর্থন করা উচিত। শিল্পজগতে আমাদের জাতির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁদের যে উল্লেখযোগ্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা তাকে সমর্থন জানানো আমাদের সবার কর্তব্য।

লণ্ডনের দিনগুলিতে, যখন আমি বৃটিশ আইলের মানুষের মধ্যে থাকতাম এবং আরো অনেক দেশে যাতায়াত করতাম, তখনই আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়। কেন আমার বয়সী নিগ্রোদের থেকে আমার কোনো কোনো মনোভাব এতটা আলাদা তা বুঝতে হলে এই তথ্যটুকু হলো একান্ত জরুরী।

যুক্তরাষ্ট্রে কনসার্ট গায়ক এবং অভিনেতা হিসেবে জীবন শুরু করে আমি অন্যান্য নিগ্রো শিল্পীদের মতই, প্রথম পেশাগত তাগিদে বিদেশে যাই। আজ যদি আমাদের নিগ্রো শিল্পীদের সুযোগ সুবিধে খুব সীমিত হয়ে থাকে তো তিরিশ বছর আগে তা অনেক গুণ কম ছিল। অনেকবার যাতায়াত করার পর আমি ইউরোপে বসবাস করার জন্য মনস্থির করি। এবং লণ্ডনে ঘর বাঁধার কথা ভাবি। এর পেছনে আমার ঠিক সেইসব যুক্তি ছিল যা বছরের পর বছর সুদূর দক্ষিণ থেকে হাজার হাজার নিগ্রোদের টেনে এনে দেশের অন্যান্য অংশে ঘর বাধতে বাধ্য করেছিল। অবশ্য এ কথাও বলতে হবে যে মিসিসিপি থেকে আসা নিগ্রোদের কাছে শিকাগো যেমন ছিল, আমার কাছে লণ্ডন ছিল তার চেয়ে অনেক অনেক ভালো।

ইংলণ্ডে বৃহত্তর সুযোগের ফলে আমি যে-সাফল্য অর্জন করেছিলাম তা নিয়ে অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য সেটা নয়। আমি অবশ্যই কনসার্ট গায়ক ও জনপ্রিয় রেকর্ড-শিল্পী হিসেবে থিয়েটারে চলচ্চিত্রে বড় জায়গা পেয়ে বেজায় খুশী হয়েছিলাম। আরো আনন্দের ব্যাপার ছিল ইংরেজ সমাজে আমি যে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাদর পেয়েছিলাম। প্রথম প্রথম 'উচুমহল'—উচ্চবিত্তরাই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং কনসার্টের শ্রোতা ছিল তারাই। আমি দেখলাম সবচেয়ে অভিজাত মহলে আমি প্রচুর ঘোরাফেরা করছি। এখানে আমাকে সবাই সম্মান জানালো (সেই সাবেকি শব্দটি যা এখনও ইংলণ্ডে অর্থহীন হয়ে যায় নি) একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, একজন পণ্ডিত হিসেবে। আমার রাটগাসের কথা

এবং পড়াশোনায় আমার আগ্রহ এখানে অনেক বেশি গুরুত্ব পেল যা আমেরিকায় পায় নি, যেখানে মেধার চেয়ে ব্যাংকরোল অনেক বেশি গুরুত্ব পায়, যেখানে পড়ুয়া লোকদের 'বোকা' বলে বিদ্রূপ করা হয়, যদি না তারা গোপনে গোপনে ক্ষতি করতে পারে এমন সন্দেহ থাকে। সুতরাং লণ্ডনে আমি একটি অনুকূল ও প্রেরণাদায়ক সাংস্কৃতিক পরিবেশ পেলাম যা আমার স্বস্তির কারণ হল। একজন আমেরিকান নিগ্রোর কাছে বিশেষ করে আইন-শৃংখলার প্রতি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সব শ্রেণীর মানুষের যে শ্রদ্ধা দেখা যায় তা ছিল সত্যিই আকর্ষণীয়। ওরা কিছুতেই কেনো ফবাসকে ওখানে সহ্য করবে না।

সেই সুখের দিনগুলিতে যদি কেউ এমন ইঙ্গিতও করত যে আমার জিম ক্রো আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ঘর বাঁধা উচিত তবে আমি ভাবতাম সে আসলে উন্মাদ। ফিরে যাবো—ভালো, কিন্তু, হে ভগবান, কিসের জন্য? পরে যখন ইংরেজ সমাজে আমার মেলামেশার স্তরটি বদলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজের জায়গা খুঁজে পেলাম, তখন ঐ দেশটাকে আমার আরো ভালো লাগলো এবং যুক্তরাষ্ট্রে একআধবার গেলেও আমি ধরে নিয়েছিলাম ওখানেই আমি সারা জীবনের মত থেকে যাবো।

কিন্তু লণ্ডন হল বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, এবং ওখানেই আমি আফ্রিকাকে আবিষ্কার করি। এই আবিষ্কারই আমার গোটা জীবনকে প্রভাবিত করেছে, পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি ইংরেজের পোষ্য হয়ে জীবন কাটাতে পারি না। আমি অবশেষে বুঝলাম, আমি একজন আফ্রিকান।

আমেরিকায় আফ্রিকার অধিকাংশ সন্তানদের মত আমিও আমাদের পিতৃভূমি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতাম না, কিন্তু ইংলণ্ডে আমি বহু আফ্রিকানদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁদের কারো কারো নাম আজ সারা পৃথিবীতে পরিচিত, এনক্রুমা এবং আজিকিউএ এবং কেনিয়াট্টা যিনি কেনিয়াতে এখন বন্দী। আফ্রিকানদের অনেকেই ছিল ছাত্র। আমি ওদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতাম, ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন বিল্ডিং-এ ওদের নানান ক্রিয়াকর্মে যোগ দিতাম। যে কোনো কারণেই হোক ওরা আমাকে ওদের একজন বলেই মনে করত। ওরা আমার সাফল্যে গর্ববোধ করত। শ্রীমতি রোবসন ও আমাকে ওরা ইউনিয়নের অনরারি সদস্য করেছিল। এইসব ছাত্ররা ছাড়াও, যারা কিনা অধিকাংশই ছিল রাজ পরিবারের ছেলে, আর এক শ্রেণীর আফ্রিকানদের

সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—লণ্ডন, লিভারপুল ও কার্ডিফের বন্দরে যারা নাবিকের কাজ করত। ওদেরও সংগঠন ছিল এবং ওদের জীবন ও বিভিন্ন লোকজন সম্বন্ধে ওরা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল।

এটাই স্বাভাবিক ছিল যে শিল্পী হিসেবে আফ্রিকার প্রতি আমার আগ্রহ প্রথমে ছিল সাংস্কৃতিক। সংস্কৃতি? ঐ মহাদেশের বিদেশী শাসকবর্গ বলে বেড়াত যে আফ্রিকায় সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইউরোপের গায়ক ও ভাস্করগণ আফ্রিকান শিল্প আবিষ্কারে শিহরিত হয়ে উঠেছিল। আমিও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রাচ্যভাষার লণ্ডন স্কুলে যেই আফ্রিকার গবেষণায় ডুব দিলাম অমনি দেখলাম আফ্রিকান সংস্কৃতি সারা বিশ্বের এক রত্নভাণ্ডার। যারা আফ্রিকার ভাষাগুলোকে 'আদিম আঞ্চলিক ভাষা' বলে অবজ্ঞা করতো তাদের এইসব ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, তারা খবর রাখে নি এইসব প্রাচীন ভাষায় কত মহৎ দর্শন ও মহাকাব্য যুগযুগ ধরে রচিত হয়েছে।

আমি বেশ কয়েকটি আফ্রিকান ভাষা শিখেছিলাম, আজও শিখছি: ইওরুবা, এফিক, টিউই, গা ইত্যাদি। আমার মনে হল শুধু ছাত্র হিসেবে আমার কাছেই নয় দেশে আমার স্বজাতির কাছেও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি সেই কথাই "নিগ্রোদের সংস্কৃতি" এই নামে একটি প্রবন্ধে লিখলাম, 'দ্য স্পেক্টেটর'-এ (১৫ জুন, ১৯৩৪) তা ছাপা হয়। তা থেকে একটা উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি:—

"ভাবতে অবাক লাগে এবং আমার কাছে চিত্তাকর্ষকও বটে, যে সোয়াহিলির মত একটি ভাষায় এমন একটা নমনীয়তা ও সূক্ষতা আছে যা কিনা উদাহরণস্বরূপ কনফুসিয়ানদের শিক্ষাকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে এবং আমার অভিলাষ নিগ্রো জাতিকে সেইভাবে পরামর্শ দেওয়া যাতে তারা তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথেই নিজেদের বিশেষ গুণের মাধ্যমে উচ্চতর সাফল্য অর্জন করতে পারে। যদিও নৃতত্ত্ববিদদের কাছে এটা একটি অতি মামুলী ব্যাপার পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষের কাছে এবং আশ্চর্যের কথা এমনকি নিগ্রোদের কাছেও নিগ্রো ভাষার এই গুণ ও সিদ্ধির কথা পুরোপুরি অজানাই থেকে গেছে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে এমন সব নিগ্রোদের দেখেছি যারা বিশ্বাস করে যে আফ্রিকান নিগ্রোদের হাত পা নেড়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তারা আসলে ভাষার ব্যবহারই জানে না এবং কেবল সাংকেতিক ভাষা দিয়ে কাজ চালায়।"

নিজস্ব ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে এই যে দুঃখজনক বিশাল অজ্ঞতা তা দূর করাই আমার প্রথম কাজ।

আমি আমার আফ্রিকান বন্ধুদের সঙ্গে একটা একাত্মতা উপলব্ধি করলাম এবং এই নবলব্ধ সম্পদের জন গর্বে আমার বুক ভরে গেল। আমি জানলাম প্রাচীন গ্রীস ও চীনের বিশাল সাংস্কৃতিক কীর্তির পাশাপাশি আফ্রিকার সংস্কৃতিও একসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, আফ্রিকার ধন-সম্পদ লুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্যবাদীরা তা দেখতেও পায়নি, স্বীকৃতিও দেয়নি। আমি খুঁজে পেলাম আমার স্বজাতির সাংস্কৃতিক শেকড়, বিশেষ করে আমাদের সঙ্গীতে, যা এখনও আমেরিকায় সবচেয়ে সুস্থ ও সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন আফ্রিকান সঙ্গীতের প্রভাব ইউরোপেও দেখা যায়—স্পেনের মুরদের মধ্যে, পারস্য, ভারত এবং চীনে এবং পশ্চিমে আমেরিকা মহাদেশেও। আমি আরো জানতে পারলাম যে আফ্রিকান এবং চীনা সংস্কৃতির মধ্যে এক দারুণ আত্মীয়তা আছে (এ সম্বন্ধে কোনো একদিন বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে আছে)।

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার যে এই গর্ব, যা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বাড়লো, আমাকে এই গর্ববোধ নিন্দুক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে। আমি আফ্রিকান সংস্কৃতির আসল অথচ অজানা কীর্তির স্বপক্ষে নিউ স্টেটসম্যান এ্যাণ্ড নেসন, দি স্পেক্টেটর এবং অন্যত্র প্রবন্ধ লিখি। আমি এ বিষয় নিয়ে এইচ জি ওয়েলস, ল্যাস্কি এবং নেহরু এবং ছাত্রদের ও অন্যান্য বিজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনা করি, তর্ক করি।

এই যে আমার সংস্কৃতির হয়ে সংগ্রাম এর একটা বিশেষ যুক্তি ছিল এবং ক্ষমতাসীন শক্তি আমার আগেই তা বুঝেছিল। বৃটিশ গোয়েন্দারা একদিন আমার কাজকর্মের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে গেল। কারণ একটি প্রশ্ন মস্ত বড় হয়ে উঠছে যে; যদি আমি যা বলছি আফ্রিকান সংস্কৃতি তাই হয়, তবে কি করে একথা বলা যায় যে আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্য হয়ে উঠতে আফ্রিকানদের এক হাজার বছর লাগবে?

আমার আফ্রিকা সম্বন্ধে এই আগ্রহ দেখে একজন আফ্রিকান সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি যা দেখেছেন সেদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ওখানে বেড়াতে গিয়ে তিনি পূর্বাঞ্চলে ইয়াকুতদের দেখেন, জারের আমলে যাদের 'পশ্চাৎপদ জাত' বলে ধরা হত। তিনি এই ইয়াকুতদের আদিম জীবনযাত্রার সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকায় তাঁর নিজের লোকদের মিল দেখে অবাক

হন। এই যে ইয়াকুতরা ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, এখন এদের কি হবে?

হ্যাঁ, আমি নিজেই তা দেখতে গিয়েছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৪ সালে আমার প্রথম যাত্রায় আমি দেখলাম ইয়াকুত, উজবেক এবং অন্যান্য নিপীড়িত জাতিরা এখন কিভাবে আদিম অবস্থা থেকে শিল্পোন্নত যুগে লাফিয়ে লাফিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে, পৌঁছে যাচ্ছে নিরক্ষরতা থেকে জ্ঞানের শিখরে।

তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি নতুন সম্পদে সজ্জিত হয়ে নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছে। তাদের যুবক যুবতীরা বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্র হাতের মুঠোয় নিয়ে আসছে। হাজার বছর? না। বিশ বছরের আগেই!

এইভাবে আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ থেকেই আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে যাই, ওখানে কি ঘটছে তা নিয়ে চর্চা শুরু ক'র। আমি অনেকবার বলেছি আমি কিরকম খুশী হয়েছিলাম যখন দেখলাম এ হল এমন একটি দেশ যেখানে কালো মানুষেরা আর সবার মতই নিরাপদে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। আমার আগেও আরো অনেকে এটা লক্ষ্য করেছেন এবং আমার পরেও আরো অনেকে তা দেখছেন। বেশি দিন আগে নয়, আফ্রো-আমেরিকান পত্রিকায় নর্থ ক্যারোলিনার এ্যাগ্রিকালচারাল ও টেকনিক্যাল কলেজের কৃষি বিভাগের ডিন, ডঃ উইলিয়াম এ রিড সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রমণ করে যে-রিপোর্ট লিখেছিলেন তা পড়লাম ঃ

"আমি জাতি বিদ্বেষের কোনো চিহ্ন দেখি নি। আমার মনে হয় ইউ এস এস আর-এ জাতি বিদ্বেষ নেই এ কথা বললে সত্য কথা বলাই হবে……ইউ এস এস আর-এ সাদা ও কালো মানুষের জীবনযাত্রার মাধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের কোথাও আলাদা করে রাখা হয় নি; যারা চার্চে যায় তারা একই চার্চে উপাসনা করে, তারা একই স্কুলে পড়াশোনাও করে।"

এই হল ঘটনা। আমি কল্পনাই করতে পারি না যে কোনো নিগ্রো এ দেখে খুশী হতে পারবে না। আমি হয়েছিলাম। আমি ভাবলাম যদি সোভিয়েত ইউনিয়নে আমার ছেলেকে ইস্কুলে পড়াতে পাঠাই তবে ভালোই হয়। ও দুবছর ওখানে এক সরকারী স্কুলে পড়েছিল। এ ঘটনা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়ে গেছে। কিন্তু

আমার ছেলে পল ম্যাসাচুসেটস্‌-এ স্প্রিংফিল্ডের স্কুলে পড়ে, নিউইয়র্ক কর্ণেল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েও বলে যে মস্কোর স্কুল ওর কাছে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। ওখানে ও ভালো ভালো শিক্ষক পেয়েছে, ভালো ভালো খেলার সঙ্গী, ভালোভাবে ভাষা শিখেছে, কিন্তু এর জন্য কার কি ক্ষতি হয়েছে? (স্পষ্টতই স্টেট ডিপার্টমেণ্ট খুবই চিন্তিত হয়েছিল কারন আমার পাসপোর্ট যখন আটকে দেয় তখন এ ঘটনাকে একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়।)

আমার ক্রমেই এই বিশ্বাস জাগলো যে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ জনসংখ্যা যে বিশাল দেশে থাকে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অজস্র জাতির অভিজ্ঞতা থেকে প্রাচ্যবাসীরা আধুনিক জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে এক অমূল্য সাহায্য পাবে। আজ এশিয়া ও আফ্রিকার যে-সব জাতি মুক্তি সংগ্রামে জয়ী হচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি অসাধারণ নেতারাও বলেছেন যে তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন যার মূল্য অপরিসীম। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মত দেশে একটি বহুল প্রচারিত মত এই যে তাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় মিলবে কোনো না কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। আমারও মনে হয়েছে যে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুত বর্ধমান শক্তি ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের সাহায্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কদিন আগেই যখন সারা বিশ্ব দেখলো কিরকম তেজ ও দক্ষতার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত মিশরের কাছ থেকে সুয়েজ খাল নিয়ে নেবার পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে রুখে দিল তখনই আমার এই বিশ্বাসের সত্যতা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখানে নিউইয়র্কে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমরা সবাই আমাদের চোখ দিয়ে দেখেছি যে প্রতিটি প্রশ্নেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশ্বের কৃষ্ণবর্ণদের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কেউ কেউ বলেন এ হল রাজনীতিরই খেলা কিন্তু কৃষ্ণকায়দের পক্ষে কি খুবই সুন্দর হত না যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিন প্রতিনিধি ঐভাবে ভোট দিয়ে একটু রাজনীতির খেলা খেলতেন!

এশিয়া এবং আফ্রিকা বিস্ফারিত নেত্রে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে আছে এবং কোনো কিছু তাদের নজর এড়াতে পারছে না। প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'ওয়েস্ট আফ্রিকান পাইলট' সম্পাদকীয়তে যেমন বলেছেন (জুন ৩০, ১৯৫৩) ;

"আমেরিকান এবং বৃটিশ সমালোচকেরা যা প্রচার করেছেন আমাদের কাছে, তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা কমিউনিজম সম্বন্ধে জানি না···
···কিন্তু প্রতিদিনের ঘটনা দেখে ও শুনে যতটুকু বিচার করা যায় তা থেকে আমাদের মনে হয় যে তথাকথিত 'মুক্ত দুনিয়া' এবং 'লৌহ-যবনিকা'—সম্বন্ধে কথাবার্তা আসলে পরাধীন মানুষদের বোকা বানানোর কৌশলমাত্র। যাকে বলে ক্ষমতার রাজনীতি, এ হল তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আমরা তাতে জড়িয়ে পড়তে নারাজ যদি কোন মতাদর্শ আমাদের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তা বেছে নেবার স্বাধীনতা আমাদের না থাকে।

আপাতত প্রতিটি দেশকেই আমরা বিচার করবো তারা আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তার গুণাগুণ দিয়ে। পরাধীন জাতির ভাগ্য নির্ণয়ে কমিউনিস্টরা যে সক্রিয় আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের অনাচারের যেভাবে নিরন্তর সমালোচনা করে গেছেন তাতে তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে। তথাকথিত 'মুক্ত' দেশগুলির উচিত এখন আমাদের আশ্বস্ত করা যে কমিউনিস্টদের চেয়ে তারা আমাদের উন্নতিতে বেশি আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে আমাদের কথার চেয়ে কাজেই বিশ্বাস বেশি। বাইবেলে আছে "কাজ দিয়েই মানুষের পরিচয়" এবং কৃষ্ণকায় জাতিরা এই পুরানো সত্যটিকে পথ-নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে নিশ্চয়ই ভুল করে নি।"

সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে আমার মতামত, ওদেশে মানুষদের প্রতি আমার প্রগাঢ় বন্ধুভাব এবং আমার প্রতিও ওদের একইরকম মনোভাব, এসব ওয়াশিংটনের আমলারা এবং আমাদের দেশের প্রভাবশালী শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রবক্তারা একটা অশুভ কিছু বলে প্রচার করেছে। বলা হয়েছে যে আমি নাকি একটি 'আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের" সঙ্গে জড়িত।

সত্যকথা হল : আমি কোনো আন্তর্জাতিক বা অন্য কোনো ষড়যন্ত্রে জড়িত নই, কখনো ছিলামও না, এবং জড়িত আছে এমন কাউকে চিনিও না। প্রত্যেকের কাছে এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিৎ, বিশেষ করে নিগ্রোদের কাছে—যদি সরকারী আমলারা এ অভিযোগ প্রমাণ করার মত ছিঁটেফোঁটা তথ্যও যোগাড় করতে পারতো তবে আপনারা শেষ ডলারটি বাজি রেখে দেখতে পেতেন ওরা আমাকে জেলে পাঠাতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখত না। কিন্তু ওদের এরকম কোনো প্রমাণ

হাতে নেই, কারণ অভিযোগটাই মিথ্যে। একটা মর্জিমাফিক এবং আদালতে আমি যা জোর দিয়ে বলেছি, একটি অবৈধ নির্দেশ দিয়ে তারা আমাকে আমার পাসপোর্ট থেকে বঞ্চিত করেছে। পরের কোনো অধ্যায়ে এই মামলার সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করবো, কিন্তু এখানে এইটুকু বলি যে আমাকে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করাটা নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের গা-জোয়ারি অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না।

১৯৪৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি লেজিসলেটিভ শুনানীতে আমি শপথ নিয়ে বলেছিলাম যে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই, কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি এ সম্বন্ধে কোনো রকম সাক্ষ্য দিতে বা এ্যাফিডাভিটে সই করতে অস্বীকার করে এসেছি। এই অস্বীকৃতির মধ্যে কোনো রহস্য নেই। ডাইনী খোঁজা যেই শুরু হল অমনি স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই ধরনের তদন্তে সাংবিধানিক অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে। সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের লেখক ও পরিচালক, যাঁরা 'হলিউড টেন' বলে পরিচিত হন, তাঁরা প্রথম সংশোধনীতে বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার যে-ব্যবস্থা আছে তা কোনো তদন্তকারী লঙ্ঘন করতে পারেন না বলে ঘোষণা করেন। আদালতে তাঁরা অবশ্য হেরে যান এবং বন্দী হন, কিন্তু তখন থেকেই সুপ্রীম কোর্ট এইসব ক্ষেত্রে অরো উদারতা দেখিয়ে আসছে। অবশ্য মূল বিষয়টির মীমাংসা এখনও হয় নি, এবং আরো আরো অনেকের মত আমিও মনে করি কোনো লেজিসলেটিভ কমিটি বা বিভাগীয় আমলা যদি সমস্ত আমেরিকানদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার দাবী জানান তবে তাতে সম্মতি না জানানোই হল একটি নীতিগত কাজ।

বহুবার আমি জনসমক্ষে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিতে আমার আস্থা প্রকাশ করেছি, —আমার গভীর বিশ্বাস এই যে সমস্ত মানবজাতির কাছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থ একটি উচ্চস্তরের জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া—এ এমন এক সমাজব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক দিক থেকে সেই সমাজের চেয়ে উন্নততর যে-সমাজ ব্যক্তিগত মুনাফার ওপর নির্ভরশীল। ইতিহাস দেখায় যে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে 'ষড়যন্ত্র' ও 'চক্রান্ত' নামক আজেবাজে কথাগুলির কোনো মিল নেই। মানব সমাজের বিকাশ ঘটে—আদিম

অবস্থা থেকে সমাজতন্ত্র, তারপর ধনতন্ত্র, তারপর সমাজতন্ত্র—মানবজাতির উন্নততর জীবনের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা থেকেই আজ আমরা দেখতে পাই যে কোটি কোটি লোক—বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ—সমাজতান্ত্রিক দেশে বাস করে, কিম্বা সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে এবং এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যমুক্ত মানুষেরা গভীর ভাবে ভাবছে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাদের ভালো হবে! তাদের কোনো কোনো অনন্যসাধারণ নেতা ঘোষণা করছেন যে তাঁদের জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছনোর সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হল সমাজতান্ত্রিক বিকাশ এবং তাঁরা তাঁদের যুক্তির প্রমান হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জনগণতান্ত্রিক চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

এখানে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে তর্ক করার কোনো ইচ্ছে নেই এবং বাস্তবিকই কোন সমাজটা মানবজাতির পক্ষে ভালো সেই বৃহত্তর প্রশ্নটির মীমাংসা আর যাই হোক যুক্তি-তর্ক দিয়ে সম্ভব নয়। পুডিংটা খেতে ভালো কিনা তা না খেলে বোঝা যায় না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশে নানান সমাজব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিক, তখন জনসাধারণ নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে কোনটা তাদের পছন্দ। আমি এমন দাবি করছি না যে আর সবাই আমার সঙ্গে একমত হোক এবং আমিও মনে করি কারোরই এমন দাবি করা সঙ্গত নয় যে আমি তাঁর বিশ্বাস অনুসারে চলি। এটাই কি সুবিচার নয়?

বহুবছর ধরে আমার বিশাল বন্ধুমহল গড়ে উঠলেও আমি কখনই সেইসব মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দ্বিধা করি নি যাদের ধ্যান-ধারনা প্রগতিমূলক বা আপোষবিমুখ। এমনই হয়ে এসেছে, সেই যবে আমি আমেরিকান থিয়েটারে আসি এবং এমন সব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই যাঁরা গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ তাই বেঞ্জামিন জে ডেভিস আমার প্রিয় বন্ধু এবং তা বলতে পেরে আমি খুশী, কারণ তিনি বহুদিন ধরে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। আমি বেন ডেভিসকে বহুদিন ধরেই জানি। আমি তাঁর প্রতি তখনই শ্রদ্ধাশীল হই যখন তিনি অল্পবয়সে আটলাণ্টায় একজন অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত নিগ্রোর পক্ষে ওকালতি করেন এবং মামলায় জিতে যান। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়ে পরে, যখন নিউইয়র্কের সিটি কাউন্সিলম্যান হিসেবে তিনি আমাদের অধিকার রক্ষায় তৎপর হন। তাঁকে আমি

শ্রদ্ধা করেছি যখন তিনি বন্দী অবস্থায় ফেডারেল কারাগারে জিম ক্রো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য আইনের লড়াই শুরু করেন। এমন একটা মানুষের বন্ধু না হয়ে কি থাকা যায় ?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বেন ডেভিস এবং ওঁর সহকর্মীদের অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, বিচারপতি ব্লাক এবং ডগলাস তাঁদের অসম্মতি-সূচক বিবৃতিতেও এইমত ব্যক্ত করেন। আমার মনে হয় তাঁদের এই অসম্মতি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেমন হয়েছিল ১৮৯৬ সালে জাস্টিস হারলানের ক্ষেত্রে ; প্লেসি বনাম ফার্গুসন মামলায় তিনি একা অসম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে সেই মামলা আদালতের সর্বসম্মত রায়ে আবার বদলে যায়, বলা হয় যে কুখ্যাত "ভিন্ন অথচ সমান" নীতিটি সংবিধানবিরোধী, অতএব জিম ক্রো স্কুলগুলো অবৈধ। বস্তুত, আরো অনেক স্মিথ এ্যাক্ট মামলায় অভিযুক্ত মানুষের স্বপক্ষেই উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে। একটি মামলায় ফেডারেল কোর্টে আপীল করা হলে জাস্টিস উইলিয়ম এইচ হ্যাস্টি একই দণ্ডদানের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু পরে আর একটি মামলায় অধিকাংশ বিচারকই নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে হাস্টির যে আকুতি ছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং স্মিথ অ্যাক্টের শিকার হয়েছিলেন এমন লোকের অভিযোগ থেকে রেহাই পায়।

আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগটি উঠেছিল প্যারিসে ১৯৪৯-এ, বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে আমার একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে। আমি ওখানে যা বলেছিলাম তাকে বিকৃত করে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যাতে একজন বিশ্বস্ত আমেরিকান নাগরিক হিসেবে আমার চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায়। আমি ইংলণ্ড থেকে প্যারিসে গেলাম, যাবার আগেরদিন রাত্রে আমি লণ্ডনে 'কোঅরডিনেটিং কমিটি অফ কলোনিয়াল পিপ্‌লস্' এবং 'সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস'র প্রেসিডেণ্ট ডঃ ওয়াহি এম ডাডুর সঙ্গে দেখা করি। তাঁদের সঙ্গে যে আমি দেখা করি এই তথ্যটি এবং প্যারিসে আমি যা বলেছিলাম তা ১২ই জুন, ১৯৫৬ সালে হাউজ কমিটি হন আনঅ্যামেরিকান অ্যাক্টিভিটিজ-র নির্দেশে আমি যে-সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তাতে উল্লেখিত হয়। (আরো উপযুক্ত কথা হল 'আনআমেরিকান কমিটি') (সাতবছর আগেই আর একজন, যিনি প্যারিসে ছিলেন না এবং আমি কি বলেছিলাম তা জানতেন না, তবু কমিটির সামনে তাঁকে আমি কি বলে থাকতে পারি তার ওপর মতামত দিতে হয়েছিল।)

লণ্ডনের মিটিং-এ এবং পরের দিন প্যারিসে আমার মন্তব্য সম্বন্ধে আমি এইভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম :

"ঔপনিবেশিক জগতের নানান অংশ থেকে ২,০০০ জন ছাত্র এসেছিল, দেড় কোটি নয়, ছয় থেকে সত্তর কোটি মানুষের প্রতিনিধি। তারা চেয়েছিল আমি এই (প্যারিস) সম্মেলনে ভাষণ দিই এবং তাদের নাম করে বলি যে তারা যুদ্ধ চায় না। আমি ঠিক তাই বলেছিলাম। প্যারিসে আমার ভাষনের কোনো জায়গায় এমন কথা ছিল না যে দেড় লাখ নিগ্রো যা ইচ্ছে তাই করবে, কিন্তু আজ যা খুবই পরিস্কার তা হল যে ৯০ কোটি অন্যান্য কৃষ্ণকায় মানুষ আপনাদের জানিয়ে দিয়েছে তারা পারবে না (সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে তারা পারবে না)। তাই নয় কি ? ভারতের চল্লিশকোটি এবং অন্যত্র কোটি কোটি মানুষ আপনাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে কারোর জন্যই কৃষ্ণকায় মানুষেরা মরবে না, তারা মরতে পারে শুধু তাদের স্বাধীনতার জন্য। আমরা শুধু দেড় লক্ষ কৃষ্ণকায় মানুষের কথা বলছি না, আমরা কোটি কোটি মানুষের কথা বলছি······সে যাই হোক, প্রসঙ্গত আমি বলেছিলাম, আমি ভাবতেই পারি না যে প্রাচ্যদেশের নামে কোনো জাতি কারোর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এখনও তাই বলছি। আমার মনে হয়েছিল আমেরিকানদের পক্ষে এমন ভাবা স্বাস্থ্যের লক্ষন যে যারা নিগ্রোদের লাথি মেরে বেড়ায় তাদের হয়ে তারা লড়াই করবে কিনা।"

"যা ঘটা উচিত তা হল এই, মার্কিন সরকার মিসিসিপিতে যাবে এবং আমার স্বজাতিকে রক্ষা করবে। তাই-ই হওয়া উচিত।"

চেয়ারম্যান ওয়ালটার, জাতিবিরোধী ওয়ালটার ম্যাক্‌কারান ইমিগ্রেসান অ্যাক্টের যুগ্ম রচয়িতা (যে অ্যাক্টের কথা আমি পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে আলোচনা করবো) আমার কথা শুনে খুশী হন নি, তাই তিনি হাতুড়ি ঠুকে আমাকে থামাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি তখনও শেষ করি নি। আমি বলে চললাম :

"আমি এইখানে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে চলেছি যাতে এদেশে আমরা পুরোপুরি নাগরিক হবার অধিকার পাই। মিসিসিপিতে আমাদের লোকেরা এখনও তা হতে পারে নি। মণ্টগোমারিতেও না। সে কারণেই আমি আজ এখানে···আপনারা যে কোনো কৃষ্ণকায় মানুষকে স্বজাতির অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করলেই বন্দী করছেন।"

এই শুনানীর পর নানান নিগ্রো সংবাদপত্রে—ওয়াশিংটনে আমি যে-মত ব্যক্ত করেছিলাম—সে-সম্বন্ধে এমন সহমর্মিতা প্রকাশ পায় যে আমি শুধু খুশী হই না, অভিভূতও হই। তখন থেকে এ বিষয়ে নিগ্রোদের মতামত সম্বন্ধে এ দেশের শ্বেতাঙ্গ কাগজে একটি লাইনও বার হয় নি, অথচ তারা আমার নামে কলঙ্ক লেপন করার কোনো সুযোগ ছাড়ে নি এবং কোনো নিগ্রোকে দিয়ে তা করতেও পিছপা হয় নি। এখানে আমার সাক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু নিগ্রো সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে দিচ্ছি :

আফ্রো-আমেরিকান (বাল্টিমোর) ২৩শে জুন, ১৯৫৬ :

"মিঃ রোবসনই ঠিক"

"যদি তিনি কংগ্রেসের কোনো কমিটির সামনে তার সদস্যদের সেইকথা বলেন যা সারা দেশ জুড়ে কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা বলে আসছে, যেমন বর্ণ অনুসারে পৃথকীকরণ, ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অন্যান্য অবিচার ইত্যাদি—তবে তিনি ওয়াশিংটনে ঠিক তাই করছেন যা আমেরিকার বাকি অংশে সাদা কি কালো সব তরতাজা আমেরিকানরাই করে আসছেন···"

"আমরা মিঃ রোবসনের সঙ্গে একমত যে এর (কমিটির) সদস্যরা আরো ভালভাবে সময় ব্যয় করতে পারতেন···সেইসব আমেরিকাবিরোধী লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ, যারা শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্যের প্রবক্তা এবং বিভিন্ন ইস্তেহারের স্বাক্ষরকারী, যারা সেই সংবিধানকেই অগ্রাহ্য করতে ও এড়িয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—যে-সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা আগে শপথ নিয়েছিলেন।"

সান-রিপোর্টার (সান ফ্রান্সিসকো), ২৩শে জুন, ১৯৫৬ :

"নিগ্রোদের দিক থেকে রোবসন আমেরিকায় তথা সারা পৃথিবীতে একটি অতুলনীয় স্থান দখল করে আছেন। সাদা আদমিরা তাঁকে ঘৃণা করে, ভয় করে কারণ বর্ণগত মেলামেশার ক্ষেত্রে তিনি হলেন আমেরিকার বিবেক। যে-সব নিগ্রো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাবার জোটায় তাঁরা এবং কতিপয় বুদ্ধিজীবী কিন্তু এই মানুষটিকে পূজনীয় মনে করে। তিনি বর্ণসমস্যা সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা বলেন যা ওঁরা সবাই শুনতে চান। এবং যেভাবে তিনি এসব বলেন তা বিশ্বের সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।"

সার্লোটসভিল-অ্যালব্‌মার্ল ট্রিবুউন (ভার্জিনিয়া), ২২শে জুন, ১৯৫৬ :

"দি হাউজ আন আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিজ কমিটি ফিয়াসকো"

"পল রোবসন একজন মহান শিল্পী, একজন প্রকৃত দরদী মানুষ। তাঁর সাফল্য তাঁর জাতির দুর্দশা দুর্ভোগের প্রতি তাঁকে অন্ধ করে রাখে নি···তাঁকে ইচ্ছেমত কথা বলতে, গান করতে বেড়াতে না দেওয়া, তাঁকে কংগ্রেসন্যাল কমিটির খাঁচায় আটকে ফেলা, চুনোপুঁটিদের দিয়ে তাঁকে উত্যক্ত করা, এতে করে বাইরে আমেরিকার যতটা সম্মানহানি হচ্ছে রোবসনের কোনো উত্তেজিত বিবৃতিতে ততটা হয় নি।"

পিট্সবুর্গ কুরিয়ার (পেনসিলভেনিয়া), ৭ই জুলাই, ১৯৫৬ঃ

"একটা ভয়ানক আশংকা দেখা যাচ্ছে যে তিনি নিগ্রো প্রশ্নে বিদেশীদের কাছে আমেরিকাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেবে। এ নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। সারা দুনিয়া ভালো করেই জানে যে আমেরিকা তার নিগ্রো মানুষদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করে। বিদেশী সংবাদপত্র আমেরিকান সংবাদপত্রের চেয়ে এসব ঘটনা অনেক বেশি ফলাও করে ছাপে···টিল মামলা, অথারিন লুসি মামলা এবং এরকম আরো ঘটনা আজ সারা দুনিয়ার সম্পত্তি। এইসব দুঃখজনক ঘটনা সম্বন্ধে রোবসন এমন কি কথা বলতে পারে যা আগে কখনো বলা হয় নি?···এই অসম্মতি তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান কিছু সময় থেকে তাকে বঞ্চিত করছে।"

ক্যালিফোর্নিয়া ভয়েস (ওকল্যাণ্ড), ২২শে জুন, ১৯৫৬ঃ

"যে অসংহত নীতিসঙ্গত ক্রোধ আজ চারপাশে ফেটে পড়ছে, রোবসন তারই প্রতিমূর্তি। তাঁর ক্ষিপ্ত অন্তরাত্মা একঘেয়ে দাবা-খেলা দেখে দেখে ক্লান্ত, যে-খেলা একশো বছর ধরে চলছে।

"রোবসনের দাবি-সুবিচার, সুখ এবং স্বাধীনতা, এইখানে এবং এখনই, আমরা যে-সময় বেঁচে আছি, ভবিষ্যতে কোনো এক সুদূর পূর্বে নয়। তাঁর হল সেই কণ্ঠস্বর···যা 'শীগ্‌গির হচ্ছে'—মাফিক প্রতিশ্রুত চিৎকার করে থামিয়ে দিতে পারে এবং গমগমিয়ে বলতে পারে না! 'এক্ষুনি!'

'স্পর্শকাতর যন্ত্রনাদগ্ধ মন তাঁর, তিনি হলেন সেই 'অন্য সত্তা,' 'বিকল্প অহং' যা লক্ষ লক্ষ নিগ্রো আত্মরক্ষার খাতিরে অস্বীকার করে। তাঁর প্রতিবাদ হল খাঁটি নিগ্রোদের প্রতিবাদ···এবং যখন পল রোবসন বলেন, 'আমি মনে করি না যে নিগ্রোরা কোনো ইস্টল্যাণ্ডের জন্য লড়াই করবে' তখন রোবসন উচিত কথাই বলেন ঃ'

এই কাগজগুলির একটিও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নয়, এবং এইসব কথা বলতে গিয়ে, যা থেকে আমি এতক্ষণ উদ্ধৃতি দিলাম, তারা অনেকেই

এটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। আফ্রো-আমেরিকান বলেছে, 'আমরা কমিউনিস্ট নই, কমিউনিস্ট পথকেও আমরা অনুসরণ করি না। শুধু তাই নয়, মিঃ রোবসনের নামে যেসব বিবৃতি ও ক্রিয়াকলাপে জড়িত বলে শোনা যায় তার বেশ কিছু আমরা সমর্থন করি না।"

আমি বলি, এতো ন্যায্য কথাই, এবং আমার মতবাদের জন্য নিগ্রো সংবাদপত্র যে-সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এও বলি : এদেশের সাধারণ কাগজগুলোর চেয়ে আমাদের কাগজগুলো আরো কত বেশি গণতান্ত্রিক। এইখানে মিলবে সেই আত্মিক গুণ যা নিগ্রো-জাতির মধ্যে পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে, যা অধিকাংশ আমেরিকানদের মধ্যে দেখা যায় না। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যে-ধর্মযুদ্ধে এতটা উম্মুখ তার ক্ষেত্র তো ঘরের মধ্যেই। যেসব আমেরিকান আন্তর্জাতিক শান্তি কামনা করেন—এবং আমার বিশ্বাস তাঁরা অধিকাংশই তাই চান—তাঁরা আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পুরনো সেই গানটি গেয়ে উঠুন—

আমি যাচ্ছি ঢাল-তলোয়ার
রেখে আসতে নদীর ধারে...
যুদ্ধ-চর্চা আর কখনও করছি না।

১৯৪৯-এ প্যারিসে আমি নিশ্চিত হলাম যে—এবং সময় শুধু সেই বিশ্বাসকেই গভীর করে তুলেছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ, মানে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পাগল ছাড়া আর সবার কাছেই অভাবনীয়। নিশ্চয়ই সেদিন থেকে দুনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা অধিকাংশই পরিষ্কার করে বলেছে যে তারা শান্তি চায়, এবং ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত তাদের বিশাল সম্মেলনে তারা শান্তি রক্ষার কর্মসূচীকে ভিত্তি করেই ঐক্যবদ্ধ হয়। কেন এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের কাছে যুদ্ধ অভাবনীয় তা বান্দুং এর প্রস্তাবে এইভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে : "এই সম্মেলন মনে করে যে সার্বিক ধ্বংসের ভীতি, আশংকা ও সম্ভাবনা থেকে মানবজাতি ও মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য নিরস্ত্রীকরণ এবং আনবিক ও থার্মোনিউক্লিয়ার মরণাস্ত্র নির্মান, তার ব্যবহার ও তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করা একান্ত জরুরী। এই সম্মেলন আরো মনে করে যে এখানে উপস্থিত এশিয়া-আফ্রিকার জাতিগণ মানবতা ও মানব-সভ্যতার প্রতি কর্তব্যবোধ থেকেই এইসব অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ও নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে জড়িত প্রধান প্রধান দেশগুলিও বিশ্ব

জনমতের কাছে আবেদন রাখছে যাতে এই নিরস্ত্রীকরণ ও নিষিদ্ধকরণ সম্ভব হয়ে ওঠে।"

একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি এই ঐতিহাসিক সমাবেশে যেতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু যেহেতু আমাকে পাসপোর্ট দেওয়া হল না আমি তাই একটি অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করি। (স্টেট ডিপার্টমেণ্ট আমাকে কেন যেতে দেওয়া হবে না তার আরো একটি কারণ হিসেবে এই বার্তাটির উল্লেখ করে) বান্দুং-এ আমার বার্তায়, যেমন প্যারিসে আমার ভাষণে, আমি যুদ্ধ যা হয় তার জরুরী প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিই এবং স্মরণ করিয়ে দিই যে শান্তি রক্ষায় কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমি লিখলাম :

"জাতিতে জাতিতে শান্তির বিকাশে আলোচনা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা হল প্রথম উপকরণ। যদি বিশ্বের অন্যান্য জাতি এশিয়া আফ্রিকার উদাহরণ অনুসরন করে তবে বলপ্রয়োগের নীতির একটি বিকল্প তৈরি হবে এবং পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকা দূর হবে। এইরকম ব্যবস্থায় এশিয়া-আফ্রিকার জনগণের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যেহেতু সবাই জানে যে আনবিক অস্ত্র কেবলমাত্র এশিয়ার মানুষের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে আবার তা ব্যবহার করার একটা আশংকা দেখা যাচ্ছে। এই সম্মেলনের যা লক্ষ্য তাতে আমার সার্বিক সম্মতি আছে—তা হল বিশ্ববাসীর দুর্ভোগ ও ধ্বংস অনিবার্য এরকম একটি মহাপ্রলয়কে ঠেকিয়ে রাখা। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য এশিয়া-আফ্রিকার চূড়ান্ত অবদানের যে-লক্ষ্য সম্মেলনে ঘোষিত হয়েছে তাকে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষমাত্রই অভিনন্দন জানাবে।"

আমি আরো লিখলাম যে প্রাচ্যের কৃষ্ণাঙ্গদের এই সমাবেশ পাশ্চাত্যের কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে খুবই ব্যঞ্জনাময় :

"যুক্তরাষ্ট্রের এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের নিগ্রো জাতির পক্ষে এটা একটা সুখবর—দারুন সুখবর—যে বান্দুং সম্মেলন ডাকা হয়েছে 'জাতি বিচার এবং উপনিবেশবাদ··এরকম প্রাসঙ্গিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য'। নিগ্রো জাতির অতি পরিচিত আবেগের একটি উদাহরণ মেলে আমাদের প্রথমসারির একটি সাপ্তাহিকের (নিউইয়র্ক আমস্টারডাম) এই মন্তব্যে : 'বান্দুং-এর অধিবেশনে নিগ্রো আমেরিকানদের আগ্রহী হওয়া উচিত। তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা এই ধরনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি এবং এর ফলশ্রুতিতে আমাদের স্বার্থ জড়িত।'

আমাদের যে এক্ষেত্রে একটা 'কায়েমী স্বার্থ' আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং আমাদের উচিত সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা যাতে নবজাগ্রত পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে আমাদের বন্ধন দৃঢ় হয়। আর আমার কথা বলতে গেলে, যদি কেউ আজ আমায় জিজ্ঞেস করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমি কি অভিমত পোষন করি, তবে বান্দুং-এর দশটি নীতির প্রতি আমি তার দৃষ্টি আকর্ষন করব। সেই দশটি নীতি হল এই:

১। মানুষের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতি এবং উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

২। সমস্ত জাতির সার্বভৌম এবং ভৌগলিক ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

৩। সমস্ত জাতের সাম্য এবং ছোটবড় সমস্ত জাতির সাম্যকে স্বীকৃতিদান।

৪। অন্যদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

৫। রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুসারে প্রতিটি জাতির এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

৬। (ক) বৃহৎ শক্তির স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্মিলিত প্রতিরক্ষা থেকে বিরত থাকা।

(খ) অন্যদেশের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা।

৭। আগ্রাসন বা আগ্রাসনের হুমকি বা একটি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ভৌগলিক সংহতির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

৮। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, যেমন, আলোচনা, আপোষ, মধ্যস্থতা অথবা আইনানুগ সমাধান এবং রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুসারে বিবাদমান দলের পছন্দমত শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা।

৯। পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার বিকাশ সাধান।

১০। ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা।

এই নীতিগুলিকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করি। এরই মঞ্চে আমি আজ দাঁড়িয়ে।

"ভালোবাসা খুঁজে নেবে পথ"

লণ্ডনে বারো বছর (১৯২৭-১৯৩৯) ঘর করে আমার বিদেশে থাকার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা থেকে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে আর যেখানেই বেড়াই না কেন, আমার নিজের জায়গা হল আমেরিকা। এই প্রসঙ্গটিই কংগ্রেসের কমিটিতে শুণানীর সময় উঠেছিল—যখন আমি বললাম 'রাশিয়াতে আমি জীবনে প্রথম নিজেকে মানুষ ভাবতে পেরেছি, মিসিসিপির মত বর্ণবিদ্বেষ নেই, ওয়াশিংটনের মত বর্ণবিদ্বেষ নেই।' তখন কমিটি সদস্যদের একজন ক্রুদ্ধভঙ্গীতে জানতে চাইলেন 'রাশিয়াতে থেকে গেলেন না কেন?'

আমি জবাবে বললাম: 'কারণ আমার বাবা ছিলেন একজন ক্রীতদাস, এবং আমাদের জাতভাইরা এই দেশটিকে গড়তে গড়তে মৃত্যুবরণ করেছে, আমি, তাই এখানে থাকবো, এ দেশের অংশ হয়ে থাকবো, ঠিক আপনাদেরই মত। কোনো ফ্যাসীভাবাপন্ন মানুষ আমাকে এখান থেকে উৎখাত করতে পারবে না। এবারে স্পষ্ট হল কি?'

যাক্, এখন সেটাই পরিস্কার করে বলার চেষ্টা করি আমি কেন ঠিক এমন অনুভব করেছিলাম। বৃটেনে—ইংরেজ, স্কটিশ, ওয়েলস্ এবং আইরিশদের দেশে—বাস করে আমি শিখেছি যে একটা জাতির আসল চরিত্র গড়ে তোলে সাধারণ মানুষ, উঁচুতলার মানুষ নয় এবং সব জাতির সাধারণ মানুষ মানব জাতির সংসারে সত্যি সত্যিই ভাই-এর মত। বৃটেনে যদি এমন লোক থেকে থাকে যারা উপনিবেশের মানুষদের লুণ্ঠন করে বেঁচে আছে, তবে সেখানে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করছে। যদিও আমি ক্রমশঃ মনের দিক থেকে আরো নিগ্রো হয়ে উঠলাম, কিংবা আফ্রিকান—আমি তখন যা বলতাম—আমি সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গেও একটা একাত্মতা অনুভব করেছি, কারণ ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ায় আমি ওদের ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

মানবজাতির ঐক্যে আমার যে-বিশ্বাস, যে কথা আমি প্রায়ই কনসার্টে এবং অন্যত্র বলেছি, তা বরাবরই আমার মধ্যে স্বজাতির প্রতি আমার

যে অনুরাগ তার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে! কেউ কেউ এই দ্বৈতসত্তার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখতে পেয়েছেন : যে সব শ্বেতাঙ্গ আমাকে 'বিশ্বের নাগরিক' হিসেবে নানাদেশের নানা ভাষায় গান করতে দেখেছেন কখনো কখনো তারা অবাক হয়ে ভেবেছেন কি করে কৃষ্ণকায়দের প্রতি আমার এরকম পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে; এবং অন্যদিকে নিগ্রোরা ভেবেছে কেন আমি সেইসব মানুষের জন্য এরকম গভীর দরদ দেখাতে পারি যারা তাদের থেকে অনেক দূরে, এবং ভিন্‌দেশী। আমার অবশ্য মনে হয় না যে আমার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আছে। ইংলণ্ডে থাকার সময় বুঝেছিলাম যে আমাদের সবার মধ্যে সত্যিই রক্তের সম্পর্ক আছে, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃসুলভ ভালোবাসার ভিত্তি।

এই ধারণাটি প্রথম গানের ভেতর দিয়ে বুঝতে পারি, এবং তা আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ যে-সব গান বহু বছর ধরে টিকে আছে তা মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধতম অভিব্যক্তি। আমার গায়ক জীবনের প্রথম দিকে লরেন্স ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি হলেন এক অসাধারণ নিগ্রো সুরকার ও পরিচালক। কালক্রমে এই পরিচয় এক ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও যুগ্ম ভূমিকায় বিকশিত হয়। এই সঙ্গীত সাধকের কাছেই আমার ভেতরের অনুভূতি শিক্ষিত হয়ে ওঠে। আমি শিখলাম যে আমার শৈশবের সরলসুন্দর গানগুলো, যা চার্চে প্রতি রোববার শোনা যেত, বাড়িতে শোনা যেত প্রত্যেকদিন, গোটা সমাজেই—নিগ্রো প্রচারকদের ধর্মীয় সমাবেশে গান গেয়ে উপদেশ অথবা নর্থ ক্যারোলিনার বাগিচা থেকে আমার বাপ-ঠাকুর্দারা যে মজুরের গান ও ব্লুজ্ এনেছিলেন—এ সবই কনসার্টে ব্যবহার করা উচিত। অন্য জাতির লোকগীতি এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত-সাহিত্যের মহান ক্ল্যাসিকগুলোর উপরও লরেন্স ব্রাউনের ভীষণভাবে দখল ছিল (যার অনেকগুলিই লোক সাহিত্য থেকে নেয়া)। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে আফ্রিকা ও আমেরিকার যে-নিগ্রো-সঙ্গীত তা বিশ্ব লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যের অংশীদার। এ কারণে প্রথম পাঁচ বছর আমার গানের ভাণ্ডারে শুধু আমার সম্প্রদায়ের গানই ছিল।

এরপর অন্যদেশের গান শিখলাম। বৃটেনে পেলাম ইংলিস, ওয়েলস এবং গেলিক লোকসঙ্গীত। এই মিষ্টি গানগুলো যখন করতাম মনে হত এগুলোও যেন আমার হৃদয়ের খুব কাছের। নিগ্রো গানে যে-মিষ্টি বিষণ্ণতা আছে এখানেও তারই প্রকাশ। আমার আগেই অনেকে এই

আত্মিক সাদৃশ্য চিনতে পেরেছে। ফ্রেডেরিক ডগলাস তাঁর আত্মজীবনীতে 'আনন্দ ও বিষাদ' উভয় ধরণের যে যে গান প্ল্যান্টেসনের ক্রীতদাস হিসেবে শুনেছিলেন তার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন: "শিশু বয়সে এই মেঠো গানগুলো আমার মনকে বিষণ্ণ করে তুলতো। আমাদের আয়ারল্যাণ্ডের বাইরে কোথাও দুর্ভিক্ষ ও অভাবের দিনে এমন বিষণ্ণ সুর শুনিনি।" (ডগলাস ১৮৪৭ সালে আয়রল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন)। স্কটল্যাণ্ডে সমসাময়িক গেলিক লোকসঙ্গীত বিশারদ মার্জরি কেনেডি-ফ্রেজার বলেছেন যে নিগ্রো সঙ্গীত তাঁর জাতির সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ফসল। এই দাবী কতটা সঙ্গত সে প্রশ্নে না গিয়েও মিস কেনেডি-ফ্রেজার 'হেব্রাইডিজের গান' নামক তাঁর সংকলনের ভূমিকায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করার মত:

"আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমে অল্পদিনের জন্য বেড়াতে এসে লিখছি। দোরাক তাঁর নিউওয়ার্লড সিম্ফনিতে যে নিগ্রো সুর ব্যবহার করেছিলেন তা মনে পড়ছে। আমেরিকার তথাকথিত নিগ্রোসঙ্গীতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার মধ্যে কেল্‌ট জাতির, কি আয়ারল্যাণ্ড কি স্কটল্যাণ্ডের, অবদান কম নয়; হেব্রাইডিজের ছেলেরা আর সবার সঙ্গে, দুশো বছর আগে দক্ষিণে প্ল্যাণ্টার হয়, তারা সঙ্গে করে গেলিক নার্স নিয়ে গিয়েছিল যারা কেলটিক সুরে গুণগুণ করতো। আর নিগ্রোরা শুধু এই গুণগুণটুকুই শেখে নি, গেলিক ভাষাটাও শিখেছে। শোনা যায় আইরিশের মেয়ে দক্ষিণে পৌঁছে সেদিনই ভয় পেয়ে যেত, কারণ সে কি ভাবতো না যে গেলিকভাষী নিগ্রোর কালো রঙটা তার কোনো এক জাতির ওপর সূর্যের কালো ছাপ!"

অবশ্য আমরা এমনও দেখতে পাই যে অন্য জাতির শিল্পের সমাদর করলেই জাতিতে জাতিতে যে-দূরত্ব তা দূর হয় না। আফ্রিকান ভাস্কর্যের প্রেমিক হয়েও একজন সেইসব মানুষের প্রতি দিব্যি উদাসীন থাকতে পারেন যাঁরা ঐ ভাস্কর্যের স্রষ্টা। এখানে আমেরিকায় অনেকেই আছেন যাঁরা নিগ্রো সঙ্গীতের শুধু সমাদরই করেন নি, তা আত্মসাৎও করেছেন অথচ সেই সঙ্গীতের স্রষ্টাদের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞা দেখাতে ছাড়েন নি। আমার ক্ষেত্রে ওদের লোকগীতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ইউরোপের সাধারণ মানুষের কাছে আমার অন্তরাত্মাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসের করাল দুন্দুভি আমাকে একেবারে সশরীরে ওদের মাঝখানে নিয়ে এসেছে।

আমি যে কটা বছর বিদেশে ছিলাম তা ছিল ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময়ঃ রণসঙ্গীতের গর্জন এবং চলন্ত জ্যাকবুটের আওয়াজ, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের গানে ছাপিয়ে উঠেছিল। ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় এলেন এবং 'আর্যজাতির' কর্কশ কণ্ঠস্বরে ছিল আগামী বিভীষিকার আগমণবার্তা। ইটালিতে একজন শখের সিজার, যিনি টোগার বদলে ব্ল্যাকসার্ট পরতেন, সাম্রাজ্যজয়ের জন্য যাত্রা করলেন। ১৯৩৫-এ মুসোলিনির ফ্যাসীবাদী সেনাদল ইথিওপিয়ার দিকে রওনা দিল, বর্শা আর বন্দুককে পরাস্ত করল বোমারু বিমান ও ট্যাংক। জেনেভাতে লীগ অব নেসন্‌স আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য হাইলে সেলাসির কাতর মিনতি সেইভাবে অবজ্ঞা করল, যেভাবে তাঁরা 'শান্তি অবিভাজ্য' লিত্‌ভিনভের এই সতর্কবানীকেও অবজ্ঞা করেছিল।

এর পরের বছর স্পেন—হিটলার মুসোলিনির অস্ত্রে বলীয়ান ফ্যাসীবাদী বিশ্বাসঘাতক ফ্র্যাংকোর আক্রমণ স্প্যানিস রিপাব্লিকের ওপর। এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সাল: বোমাবর্ষণে স্প্যানিস গ্রাম গুয়েরনিকা যেভাবে গুড়ো গুড়ো হয়ে মাটির সমান হয়ে গিয়েছিল সেরকম ধংসের জন্য অপেক্ষা করছিল রটারডাম ও ওয়ারস, কভেন্ট্রি ও স্তালিনগ্রাদ এবং সবশেষে বার্লিন। ইথিওপিয়া এবং স্পেনের দুর্দশা দেখেও পাশ্চিমী শক্তিগুলি শান্ত এবং নিস্ক্রিয় ছিল। যেসব সরকার ফ্যাসিবাদী ইটালিকে অস্ত্রদানের বিপক্ষে ভোট দিতে চায় নি তারাই রিপাব্লিকান স্পেনে অস্ত্র-প্রেরণ নিষিদ্ধ করে। তারা উদাসীন ছিল যখন জার্মানিতে সোস্যাল ডেমক্র্যাট, কমিউনিস্ট, লিবর‍্যাল, ট্রেডইউনিয়ন কর্মী, ইহুদি এবং অন্যান্য তথাকথিত 'নিচু জাতির' ওপর নাৎসী সন্ত্রাস নেমে আসে।

ইংলণ্ডে বড় বড় বাগানবাড়িতে, যেখানে প্রায়ই আমাকে আতিথ্য গ্রহণ করে ওমুক লর্ড তমুক লেডির সঙ্গে চা খাওয়া এবং হাসি বিনিময় করতে হত, সেখানে তখন এক স্নিগ্ধ প্রাণশক্তি বিরাজ করছে। হিটলার এবং মুসোলিনী? —তা ওরা হয়তো বিদিগিচ্ছির লোক, সামাজিক ক্ষেত্রে হজম করা শক্ত। কিন্তু উচ্চবিত্ত ইংলণ্ড এই একনায়কদের কারবারে বেশ খুশীই ছিল। সে যাই হোক, নাৎসী-ফ্যাসী সহযোগিতার ভিত্তি ছিল কমিনটার্নবিরোধী চুক্তি। ওরা বল-শেভিজমের বিপদ থেকে ইউরোপের সবকটা প্রাসাদকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, এবং জার্মানি ও ইটালিতে শ্রমিকশ্রেণীর দিক থেকে

আর কোনো ঝামেলা ছিল না, ট্রেডইউনিয়ন না থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য বেশ তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর যুদ্ধের কথা বলতে গেলে, তা মিউনিক সম্মেলনে এ ব্যাপারটায় বেশ ভালোভাবেই নজর দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে হিটলারের কাছে চেকোস্লোভাকিয়াকে বলি দেওয়া হয়, এবং নাৎসীরা যদি এগিয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই ওরা পূর্বদিকেই যাবে —সেটা নিশ্চয়ই খারাপ নয়, তাই কি ?

কিন্তু বৃটেনে চেম্বারলেন যে আপোষের ছাতাটি ঊর্ধে তুলে ধরেছিলেন তাতে আকাশের অশুভ লক্ষণগুলি ঢাকা যায় নি ; সাধারণ মানুষ তা দেখতে পেয়েছিল এবং তারা ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী—ট্রেডইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান. বামপন্থী দলগুলি—কিন্তু জনগণের অন্যান্য বড় বড় গোষ্ঠীও জড়িত হয়ে পড়ে, এমনকি কলা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য পেশার মধ্যবিত্ত মানুষেরাও। আমিও শিল্পী হিসেবে এই আন্দোলনে জড়িত হই এবং বুঝতে পারি যে অন্যান্য বিষয়ের ওপর এই ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামকে স্থান দিতে হবে।

ইউরোপ থেকে বেতারভাষণে লণ্ডনের এক বিশাল সমাবেশে স্পেনের স্বপক্ষে আমি আমার অভিমত ব্যাখ্যা করি ঃ

"প্রতিটি শিল্পী, প্রতিটি বিজ্ঞানীকে এখন ঠিক করতে হবে কোন দিকে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আর কোনো উপায় নেই। এই সংঘাতের ঊর্ধে অলিম্পিয়ান তুঙ্গে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। নিরপেক্ষ পর্য-বেক্ষক বলে কিছু নেই। কোনো কোনো দেশে মানুষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ধংস করে, জাত ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অপপ্রচার করে শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং লেখককে আজ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এই সংগ্রাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষিত পবিত্র ঘরেও ছড়িয়ে গেছে। সর্বত্র আজ যুদ্ধক্ষেত্র। আমাদের পেছন-দিকেও কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই।"

আমি এও দেখলাম যে নিগ্রোদের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ! আমি বললাম ঃ

"শিল্পীকে আজ হয় মুক্তি নয় দাসত্বের জন্য লড়াই করতে হবে। আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি। আমার কোনো বিকল্প নেই। ইতিহাসের এই যুগটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে আমার স্বজাতির অবমাননার

দ্বারা—তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। সংস্কৃতিকে ধংস করা হয়েছে, আইনের সমান অধিকার দেওয়া হয় নি, অন্য মানুষের প্রাপ্য শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।"

'অন্ধ বিশ্বাস বা গায়ের জোরে নয়, স্বাভাবিক পথে সচেতনভাবেই আমি তোমাদের পাশে আজ দাঁড়িয়েছি। আমি স্পেনের বৈধ সরকারকে স্পেনের পুত্র-কন্যাদের দ্বারা ন্যায্যভাবে নির্বাচিত সরকারকে স্থায়ী সমর্থন, জানানোর জন্য তোমাদের পাশে দাঁড়ালাম।'

১৯৩৮-এ স্পেনে গেলাম, এবং আমার জীবনে তা ছিল এক মস্ত সন্ধিক্ষন। ওখানে দেখলাম নারী ও পুরুষ শ্রমিক, এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে গণতন্ত্রের স্বার্থে বীরের মত শেষ আত্মদান করে চলেছে এবং উচ্চবিত্তরা—জমিদার, ব্যাংকের মালিক, শিল্পপতি—ফ্যাসীবাদী জন্তুকে লেলিয়ে দিয়েছে নিজের ভাইদের ওপর। মাদ্রিদের ঐতিহাসিক আত্মরক্ষায় এগিয়ে এসেছে অন্যদেশের শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক। স্পেনে আমি আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের বীর যোদ্ধার জন্য মনপ্রাণ ঢেলে গান গাইলাম। আব্রাহাম লিংকন বাহিনীর লোকদের দেখে আমার মধ্যে মাতৃভূমির জন্য একটা নতুন আবেগ উথলে উঠলো—আমেরিকার হাজার হাজার বীর যুবক সাগর পাড়ি দিয়েছে যুদ্ধ করে মরার জন্য যাতে আর একটি "জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের সরকারের এই পৃথিবী থেকে অবলুপ্তি না ঘটে।" এই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের জন্য আমার হৃদয় প্রেম ও প্রশংসায় ভরে উঠলো। যখন দেখলাম স্পেনে লিংকন বাহিনীতে নিগ্রোরাও আছে। তখন একটা জাতিগত গর্ববোধও এল। ওদের কেউ কেউ, যেমন অলিভার লজ্ এবং মিলটন হার্নডন, হতাহত সংখ্যার মধ্যে ছিল এবং কেউ কেউ স্পেনের মাটিতে শ্বেতাঙ্গ কমরেডদের পাশে সমাধিস্থ হয়···বাড়ি থেকে অনেক দূরে। বাড়ি থেকে? হ্যাঁ, আমেরিকা থেকে, আমার বাড়ি যেখানে, আর আমি মনে মনে জানতাম নিশ্চয়ই একদিন ওখানে ফিরে যাবো।

স্পেন—ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রাম এবং তার শিক্ষা—আমাকে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনলো। বৃটেনে আর এক বছর কাটালাম এবং যতই শ্রমিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়লাম ততই বুঝতে পারলাম যে আমার বাড়ি আমেরিকায়। মনে পড়ে, ম্যাঞ্চেস্টারে আমার এক বন্ধু মানবজাতির একতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি দেখিয়ে দিলেন

যে আমরা দুজন ইতিহাস, যন্ত্রনা ও স্বপ্নের একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছি। ওঁর কাছে শুনলাম ওঁর বাবা ও ঠাকুর্দা ইংলণ্ডের বিশাল বস্ত্রশিল্পের এলাকায়, বিভিন্ন কারখানায় কি কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন কাটিয়েছে, এবং ওঁর পূর্বপুরুষেরা যে-তুলো থেকে সুতো বুনতো তার মাধ্যমে কিভাবে তারা সংযুক্ত হতো সেইসব মজুরদের সঙ্গে যারা সুদূরে আমেরিকায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই তুলোই উৎপন্ন করতো—নিগ্রো ক্রীতদাস তারা, আমার নিজের জাত, আমার নিজের পিতা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকশ্রেণী অ্যাবলিসনের দিকে ছিল, যদিও দক্ষিণে ইউনিয়ন ব্লকেডের জন্য তুলোর যোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সে-কারণে তাদের দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায়। আর এসময় ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে ছিল মিল মালিকেরা ও তাদের সরকার। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক জীবনের সেইসব শক্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা ও উপলব্ধি আরো বাড়লো যে শক্তিগুলি স্বার্থের ঐক্য আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে বাস্তব করে তোলে।

ওয়েলসের খনি-শ্রমিকরা, যারা ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের বড় সমর্থক ছিল, আমাকে স্বাগত জানালো যখন আমি স্পেনের সাহায্যের জন্য গান গাইতে এলাম, এবং ওদের ইউনিয়নের হলে, এমনকি বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালো। ওয়েলসের খনি-শ্রমিককেরা এবং ইংলণ্ডে স্কটল্যাণ্ডে সর্বত্র যে-সব শ্রমিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তারা একটা কথা স্পষ্ট করে তুলেছিল—ফ্যাসীবাদী শত্রুদের হাত থেকে গণতন্ত্র রক্ষাকরার সংগ্রাম ছাড়াও আমাদের মধ্যে আরো ঘনিষ্ট বন্ধন আছে। এই সংঘাতের কেন্দ্রে, ওরা দেখিয়ে দিল, একটা শ্রেণী-বিভাগ আছে, এবং যদিও আমার অর্থ ও যশ দুটোই আছে, ঘটনা এই যে আমি ওদের মতই শ্রমিক শ্রেণী থেকে এসেছি, অতএব ওরা বলল ওদের পাশেই শ্রমিকদের সারিতে আমার জায়গা।

তাই তো, আমার মনে এল, আমেরিকাতে শুধু বস্ আছে, তা তো নয়, শ্রমিকরাও তো আছে। যদি আমি ভ্রাতৃত্বের হাত বৃটেনের শ্রমিকদের মধ্যে খুঁজে পাই তবে আমেরিকাতেও সে হাত খুঁজে পাওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, যে বিশাল বিশ্বসংকট এখন মাথার ওপর ঝুলছে এ সময় আমার নিগ্রোদের মধ্যেই থাকা উচিত এবং ওদের আক্রান্ত জগতের সংগ্রামের অংশ হওয়া উচিত। আমি ঠিক করলাম ওদের কাছে আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা বাণী বহন করে আনবো এবং উপনিবেশে

সংগ্রামরত শ্রমিকদের সঙ্গে ওদের একটা ঐক্য নির্মানের চেষ্টা করবো। শিল্পী ও নাগরিক হিসেবে, নিগ্রো ও শ্রমিক বন্ধু হিসেবে ঘরে ফিরে আমার কাজ করার অনেক কিছু আছে। ১৯৩৯ সালে ফিরে এলাম।

গত সাত বছরে, যে-সময় অন্যদেশের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিছিন্ন, আমি প্রায়ই একটি গানের কলির শব্দার্থ নিয়ে ভেবেছি, যে-গান আমি বহুবার কনসার্টে গেয়েছি—'প্রেম খুঁজে নেবে পথ।' ডাকযোগে, টেলিফোনে, টেলিগ্রামে এবং বিদেশে গেছে এমন বন্ধুর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে আমি বন্ধুত্ব ও ব্যবহার দরদী শুভেচ্ছাবাণী পেয়ে এসেছি। এবং লিখিত কথা গানের রেকর্ড ও ফিল্মে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমি বিদেশের শ্রোতাদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি, যাদের কনসার্ট, মঞ্চে ও ফিল্মের আমন্ত্রণ রক্ষা করার স্বাধীনতা আমার ছিল না।

আমাকে ক্যানাডাতেও যেতে দেওয়া হল না (যেখানে যাবার জন্য ইউনাটেড স্টেটস্‌এর পাসপোর্ট লাগে না), সে সময় একটা বিরাট আনন্দ ছিল ক্যানাডার ধাতু শ্রমিকের আয়োজিত সীমান্তের অনুষ্ঠানগুলো। ১৯৫২ সালে মাইন, মিল, স্মেলটার শ্রমিকদের ইউনিয়নের ক্যানাডিয়ান কনভেনসনে ওরা আমাকে আমন্ত্রণ জানালো, যখন স্টেট ডিপার্টমেণ্ট আমার যাওয়া বন্ধ করলো। খনি শ্রমিকেরা করল কি, ওয়াশিংটন স্টেট আর ব্রিটিস কলাম্বিয়া প্রদেশের সীমান্তে পিস্ আর্চ পার্কে একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল। ১৯৫২-র ১৮ই তারিখের এই সঙ্গীতানুষ্ঠান আমার চিরকাল মনে থাকবে, যেখানে ৩০,০০০ ক্যানাডিয়ান বহু মাইল দূর থেকে আমার গান শুনতে এসেছিল, জানাতে এসেছিল ওদের বন্ধুত্ব, আর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সবরকম বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে ওদের প্রতিবাদ।

আরো তিন বছর ঐ সীমান্তে সঙ্গীতানুষ্ঠানটি হয়। অবশেষে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট বাধ্য হলো যেসব জায়গায় যেতে পাসপোর্ট লাগে না সেখানে আমার যাতায়াতের ওপর অবৈধ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে। ভ্রাতৃত্বের হাত, হ্যাঁ, আমি ক্যানাডাতেও সেই হাত দেখেছি।

এই কয়েক সপ্তাহ আগেই—১৯৫৭-র এই শরতে—ওয়েলসের খনি শ্রমিদদের সামনে গান গাইবার এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। ওরা একটা ইস্টেটফোডের আয়োজন করেছিল—ওয়েলস্ জাতির সনাতন

সাংস্কৃতিক উৎসব—এবং টেলিফোনে ওদেরকে গান শোনানোর ব্যবস্থা করেছিল। আমি যে তখন কিরকম অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তা বলতে পারবো না, কারণ এখানে যাদের শ্রোতা হিসেবে পাচ্ছি তারা আমাকে আত্মীয়জ্ঞান করে, এবং যদিও ওদের দেখতে পাচ্ছি না তবু ওদের এতটা কাছে এর আগে কখনও যাই নি। কিছুদিন পর দক্ষিণ ওয়েলসের খনি শ্রমিকদের জাতীয় ইউনিয়ন থেকে একটা চিঠি পেলাম :

"আন্তরাটলান্টিক ট্রান্সমিসনের এটা একটা বিরাট সাফল্য, শুধু তারবার্তা গ্রহণের দিক থেকেই নয়, আরো বেশি এই কারণে যে আমাদের ইস্টেট-ফোডে পাঁচ হাজার বা আরো বেশি মানুষের সমাবেশে এর প্রভাব ছিল দারুন প্রেরণাদায়ক। যদি আপনি শুধু দেখতেন এই জনসমুদ্র কিভাবে প্রতিটি শব্দ প্রতিটি পর্দা আঁকড়ে ধরছে, আপনি বুঝতে পারতেন ওয়েলসের সবাই আপনাকে নিয়ে এবং আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া বন্দীত্ব থেকে আপনার মুক্তির জন্য কতটা ভাবে।

ডব্‌ল্যু পেইণ্টার, সভাপতি।"

এইরকম টেলিফোনের মাধ্যমে গান গাইবার প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় সেবছরেই একটু আগে, ২৬শে মে তারিখে, যখন আমি লণ্ডনে হাজার-খানেক শ্রোতাদের গান শোনাই। সেই সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছিল একটি সম্মেলন উপলক্ষে, যার তত্ত্বাবধানে ছিল জাতীয় পল রোবসন কমিটি, বৃটেনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল, যাদের বিবৃতি ও কার্যাবলী আমাদের দেশে একেবারে অজ্ঞাত। বস্তুত, এ বিষয়ে আমাদের দেশের 'মুক্ত সংবাদপত্রে' একটা লাইনও চোখে পড়ে নি, এমন কি নিউইয়র্ক টাইমসেও নয়, যে-কাগজ গর্বসহকারে দাবী করে যে সুদূর প্রসারিত সংবাদ-সংগ্রহকারী ব্যবস্থার মধ্যে পাঠককে তারা 'ছাপার উপযুক্ত সবরকম খবর' দেয়। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, যে-কমিটিতে বিশজনেরও বেশি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন এবং আরো অনেক নামি ব্যক্তি—লেখক, পণ্ডিত, অভিনেতা, আইনজ্ঞ, ট্রেডইউনিয়ন নেতা, উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে-আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, তার খবর আমেরিকানদের পাঠযোগ্য বলে মনে করা হয়নি এবং সে কারণে তা পুরোপুরি চেপে যাওয়া হয়েছে।

গত সাত বছর বৃটেনে অজস্র মানুষ ব্যক্তি হিসেবে এবং তাদের সংগঠনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের অধিকারের পক্ষে কথা বলেছে, যেমন বলেছে অন্যান্য দেশের অসংখ্য মানুষ এবং ১৯৫৬-র মার্চে

ম্যাঞ্চেস্টারের সম্মেলনে এ নিয়ে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। এই উপলক্ষে মিঃ আর ডব্লু কামামোলা, ফাউণ্ড্রি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি, বলেন যে "...১৯৫৬ সালে আমরা সমবেত হয়ে চেয়েছিলাম যে ভদ্র-লোককে তার ফটোসহ একটি ছোট বই দেওয়া হোক এবং সেই সঙ্গে একটি বিবৃতি যে তাঁর জন্ম আমেরিকান হিসেবে। যেখানে চার্টিস্টরা তাদের অবাধ ভোটের জন্য প্রবল সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিল সেখানে আমরা সমস্ত মানুষের যেকোনো সময় দেশের বাইরে যাওয়া ও ফিরে আসার অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করছি। সারা পৃথিবীতে তার দুর্নাম হবার আগেই, আমেরিকাকে মেফ্লাওয়ার তীর্থযাত্রীদের নীতিগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, যারা এইদেশ ছেড়ে স্বাধীনতার জন্য সাগর পাড়ি দিয়েছিল।"

আমি ঐ সম্মেলনে একটি বাণীতে ভাষায় যা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না তাই প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম—বৃটিশ জনগণ এ ক্ষেত্রে যা করছে তার জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা। আমি বললাম: 'আমি জানতে পেরে অভিভূত হয়ে গিয়েছি যে আপনারা এবং সারা বৃটেনে আরো অনেকে আমার বিদেশে যাবার অধিকারের সমর্থনে কথা বলছেন, তিরিশ বছর আগে আন্তর্জাতিক শিল্পী হিসেবে আমি যে-কর্মজীবন শুরু করেছিলাম তা পুনরুদ্ধার করার অধিকারে। যদিও দূর থেকে আমি আপনাদের এই বার্তা পাঠাচ্ছি, আমি বলতে পারি যে আজকের মত আগে কখনও আপনাদের এত কাছে আছি বলে মনে হয়নি। আমাদের সাময়িকভাবে ভাগ করে দেবার সাময়িক দেয়ালগুলোয় আপনাদের বন্ধুত্বের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে এবং আপনাদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর দিনগুলোর স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে।'

এই বার্তায় ম্যাঞ্চেস্টারে আমার গতবারের ভ্রমণের কথা স্মরণ করেছিলাম, যেখানে জনসাধারণ আমেরিকায় আমার জাতের মানুষদের অধিকার সমর্থন করতে সমবেত হয়েছিল:

'১৯৪৯-এ ম্যাঞ্চেস্টারে আমার শেষবারের যাওয়াটা এখনও বেশ মনে পড়ে—অ্যারিনাতে আপনাদের অভিনন্দনের উষ্ণতা—'ট্রেণ্টন সিক্সের' জীবন বাঁচাতে আমাদের যে সংগ্রাম তার সমর্থনে সমবেত হাজার হাজার মানুষ। আপনারা জানেন যে সংগ্রামে আমরা জয়ী হয়েছি; যে সব নিগ্রো যুবকদের ইলেক্ট্রিক চেয়ারে মরার দণ্ড দেওয়া হয়েছিল তারা মুক্ত

হয়েছে। এই বিজয়ে ম্যাঞ্চেস্টার, অন্যান্য বৃটিশ শহর ও অন্যান্য দেশের মানুষের একটা বিরাট অংশ আছে।'

১৯৫৭-র বসন্তে আমি শুনে দারুণ খুশী হলাম যে বৃটিশ অভিনেতাদের ইকুইটি অ্যাসোসিয়েসন লণ্ডনে তাদের বাৎসরিক সভায়, ইংলণ্ডে আমার আসার পক্ষে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। লণ্ডন টাইমসে প্রকাশিত এই খবর থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দি'চ্ছ ঃ

"...মিঃ গাই ভার্নি একটি প্রস্তাব তোলেন যে কাউন্সিল মিঃ রোবসনকে এখানে গান গাওয়ানোর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। একটা 'অপ্রাসঙ্গিক যুক্তিতে' মিঃ রোবসনের মত প্রতিভাকে নষ্ট করার যোগ্যতা ইংলিস থিয়েটারেরও নেই, সারা বিশ্বেরও নেই। মিঃ ভার্নি বলেন যে তিনি যতদূর জানেন প্রস্তাবটির মধ্যে—যা একজন আন্তর্জাতিক শিল্পীর গান শোনার ও তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য শিল্পীদের অনুরোধমাত্র—কোনো আন্তর্জাতিক অশুভ গোপন আন্দোলন নেই...সম্মিলিত প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।"

১৯৫৭ সালের ৪ঠা মে তারিখে ম্যাঞ্চেস্টার গর্ডিয়ান নিচের এই খবরটি প্রকাশ করে ঃ

"সাতাশজন এম. পি. (সংসদ সদস্য) তাঁদের স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন যে কোঅপারেটিভ পার্টি এবং বৃটিশ অ্যাক্টরস্ ইকুইটি অ্যাসোসিয়েশন মিঃ রোবসনকে বৃটেনে গান গাইবার আমন্ত্রন জানানোর জন্য এবং মার্কিন সরকারকে তাঁকে এখানে. আসার অনুমতি দেবার জন্য যে প্রচারকার্য চলছে তাকে সমর্থন জানিয়েছে। চিঠিটির বক্তব্য এই যে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের জন্য—'যা আমরা ভ্রমণের স্বাধীনতা ও শিল্পের প্রশ্নে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে করি, যদিও এর অর্থ এমন নয় যে এইসব অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত'—মিঃ রোবসনের সরকার লক্ষ লক্ষ বৃটিশ জনতাকে তাঁর গান শোনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাটাই উচিত মনে করেছে। কার্যত, যেহেতু তিনি তাঁর দেশেই অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছেন, মিঃ রোবসনকে পেশাগত চর্চা থেকেও নিরস্ত করা হয়েছে। স্বাক্ষরকারীরা বিশ্বাস করেন যে মুক্ত দেশগুলির পক্ষে রাষ্ট্রসংঘের মানব-অধিকারের ঘোষণা অনুসারে শিল্পীদের অবাধ চলাফেরার পেশাগত অধিকার উর্ধে তুলে ধরায় এর চেয়ে জরুরী সময় আর আসে নি।' চিঠির শেষ কথা ঃ 'পল রোবসনকে

মত অসাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে, যিনি সত্যিকারের সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধি, এই কথাটি কি দ্বিগুণ গুরুত্বের উপযুক্ত নয়?' সম্প্রতি আমি একটি চিঠি পেয়েছি, তারিখ ১৯৫৭, অক্টোবর ১৬, শেকসপিয়র মেমোরিয়াল থিয়েটারের ডিরেক্টর মিঃ গ্লন বিয়াস স, সি, বি, ই, স্ট্যাটফোর্ড-আপন অ্যাভিন-এ ১৯৫৮ সালের উৎসবে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন এরকম একটি আমন্ত্রন থিয়েটারের যে কোনো জায়গার যে কোনো ব্যক্তির কাছে এক বিরাট সম্মান, কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেণ্ট কি আমাকে যেতে দেবে? অবশ্যই আমি আবার পাসপোর্টের জন্য অনুরোধ করবো। যেমন করেছি বৃটেন ছাড়াও অন্যান্য দেশের আমন্ত্রন এলে—ইউরোপে ও অন্যত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেবার আমন্ত্রন, সোভিয়েত চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য, এবং অনুরূপ অন্যান্য আমন্ত্রন।

পরের অধ্যায়ে আমার পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতার কথা বলবো, এখানে একজন আন্তর্জাতিক শিল্পী হিসেবে সমস্ত বাধানিষেধ সত্বেও কাজ করার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে চাই।

ইউরোপের বন্ধুরা একটি পূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার কাজ শুরু করেছিলেন—ট্রেডইউনিয়নের বিশ্ব ফেডারেসন প্রযোজিত একটি ছবির কাজ—এবং ওরা এই ছবিতে আমাকে দিয়ে একটি গান রেকর্ড করাতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি যে চিঠিটি পেয়েছিলাম তার সারাংশ। গানগুলির কথা ও সুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু গীতিকার ও সুরকারের নাম করা হয় নি। গানগুলি ছিল জার্মান ভাষায়, কিন্তু গাইতে হবে ইংরেজিতে গানের নানান অংশ ও কোরাস নির্দিষ্ট সেকেণ্ডের মধ্যে গাইতে হবে (অবশ্য রেকর্ডে আমার কণ্ঠের সঙ্গে একটা অর্কেস্ট্রাও জুড়ে দেওয়া হবে)।

সেটা ছিল শান্তি এবং স্বাধীনতার গান, সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের ভ্রাতৃত্বের গান। অবশ্যই আমাকে এ গান গাইতে হবে।

কিন্তু কেমন করে? লণ্ডনে ও হলিউডে ফিল্মের গান গাওয়ার কথা মনে পড়ল···বিরাট, সাউণ্ডপ্রুফ, নিখুত অ্যাকাউস্টিক্সের স্টুডিও, পরিচালক, সহ-পরিচালক, সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার, ইয়ারফোন লাগানো কনডাক্টর, সুসজ্জিত অর্কেস্ট্রা, টেক্‌নিসিয়ান ও প্রপম্যানের ক্ষুদে দল, দামী যন্ত্রপাতির আওয়াজ —আর আমাকে যা করতে হল তা হল গান! স্পষ্টতই এবারে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হবে। এখানে নিউইয়র্কে আমাকে এখন মোটামুটি সহকারী

প্রয়োজকের কাজ করতে হবে এমন একটা ছবির জন্য বা ইউরোপের কোনো এক জায়গায় তৈরি হচ্ছে। বেশ, ঠিক আছে…

প্রযোজক রোবসনের প্রথম কাজ কঠিন ছিল না, তিনি গায়ক রোবসনকে গানটি তুলে নিতে বললেন। সময় কম ছিল এবং গায়ক জার্মানেই গানটি অভ্যাস করতে পারেন যতক্ষণ না প্রযোজক কাউকে দিয়ে তার ইংরেজী তর্জমা করে নিচ্ছেন। আমার যেহেতু নিজের বাড়ি ছিল না, এই প্রযোজনার জন্য হার্লেমে আমার ভায়ের বাড়িটাই স্টুডিও হয়ে উঠল —যে চার্চের ও পাস্টর তারই আঙ্গিনায়। কদিনের মধ্যেই ওর পড়ার ঘরে শোনা গেল আমার নতুন গানের রেওয়াজ ঃ

> "Old Man Mississippi Wutet,
> Schleppt uns unser Vieh weg und das
> Land sogar."

ছটি বিশাল নদীর পাগলা করা গান—মিসিসিপি, গঙ্গা, নীল, ইয়াংসি ভোল্‌গা, আমাজন—আর তাদের উর্বর উপত্যকায় যারা কাজ করে তাদের গান। জার্মান কবিতাটিতে মাধুর্য ও আবেগ দুটোই ছিল। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ প্রয়োজন। একদিন লেখক লয়েড ব্রাউন মহলার সময় এলে আমি তাঁকে পরিকল্পনাটির কথা বলি। তিনি কি ইংরেজিতে কথাগুলো বসিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারেন? তিনি রাজি হলেন এবং অবিলম্বে শুরু হয়ে গেল নতুন গানটির চর্চা ঃ

> "বুড়ো মিসিসিপি করে দাপাদাপি,
> কেড়ে নেয় আমাদের গরু-বাছুর সব
> লুটে নেয় মাঠ, লুটে নেয় ঘাট…"

চমৎকার…গায়কমহাশয় এখন কথা ও সুর নিয়ে তো প্রস্তুত, কিন্তু রেকর্ডের কি হবে প্রযোজক মহাশয়? সময় কম, আপনি তো বললেন।

এ আর এক সমস্যা। বড় বড় রেকর্ডিং কোম্পানি সব বড় ব্যবসাদারের, ওরা এমন একটা কাজের জন্য ভাড়া চাইলে সোজাসুজি 'না' বলে দেবে, ছোট কোম্পানিগুলো ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে। আবার রেকর্ডিং এঞ্জিনিয়রদের আন্তর্ঘাতমূলক কাজের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথাটাও ধরতে হয়, ওদের কান ম্যাকার্থির গর্জনে এমনই অভ্যস্ত যে শান্তির গায়কের সুর সেখানে পৌঁছবে না।

আমার ছেলে উত্তরটা জানতো। পল জুনিয়র ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার এবং, সম্প্রতি রেকর্ডিং-এর কাজে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। ও হবে সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার, আর ওর হালকা যন্ত্রপাতি রেকর্ডিং এর জন্য পাস্টরের আবাসে লাগানো হবে।

রেকর্ডিং-এর সময় অবস্থাটা মোটেই খুব ভালো ছিল না। বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চাদের না হয় বকুনি দিয়ে চুপ করানো গেল (স্, পলকাকু একটা রেকর্ড করছে,) টেলিফোন বাজতে পারে বলে না হয় তার কেটে দেওয়া হলো, কিন্তু কে হলফ করে বলতে পারে যে বাইরের কর্মব্যস্ত রাস্তায় একটা ট্যাক্সি হর্ন দিয়ে সুন্দর একটা 'টেকিং'কে নষ্ট করে দেবে না? এ অবস্থায় প্রযোজক মহাশয়ের মতিভ্রম হবার লক্ষণ দেখা গেলে তা ক্ষমার অযোগ্য নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি গায়কের ভূমিকায় নজর রাখছেন ঘরের ওধারে তাঁর ছেলের ওপর, একহাত স্টপ ওয়াচের দিকে ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, অন্যটি মাথার ওপরে যাতে প্রতিটি স্তবক শেষ করার জন্য প্রতিটি সেকেণ্ডের খণ্ডাংশ বোঝানো যায়।

হ্যাঁ, ট্যাক্সির হর্ন বেজেছিল, একটা বাচ্চাছেলে চীৎকার করে ডেকেছিল, একটা উড়োজাহাজ ছাদের ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে গিয়েছিল, আর ছটি নদীর গান বার বার তুলতে তুলতে যাটবার গাওয়া হয়ে গেল—কিন্তু অবশেষে কাজটা শেষ হল। বিশাল নদীগুলো এখন ম্যাগনেটিক টেপের পাতলা ফিতের ওপর বইতে শুরু করল। একটা বাক্সে তা জড়িয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের ওপারে···

কয়েক মাস পর আমরা মহা আনন্দে ইউরোপের কাগজের মন্তব্যগুলো পড়লাম। জানতে পারলাম 'নদীর গান' নামে একটা তথ্যচিত্র তুলেছেন বিখ্যাত ডাচ্ চিত্রনির্মাতা জরিস ইভেন্স। সমালোচকদের ভাষায় এটা একটা 'মহান সৃষ্টি,' 'অবিস্মরণীয় কীর্তি,' 'মানুষের জয়গান, মেহনতের প্রতি শ্রদ্ধা আর ঔপনিবেশিকতার ওপর আক্রমণ।' সমালোচকেরা সঙ্গীত-লিপিকে 'চমকপ্রদ' বলে প্রশংসা করলেন, ছবিটির জন্য এই সঙ্গীত রচনা করেছেন···শোস্তাকোভিচ্। এবং সেই অজানা গীতিকার হলেন বিখ্যাত জার্মান লেখক, বার্টোল্ট ব্রেখ্ট। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভ্লাদিমির পজ্নার হলেন গ্রন্থনার রচয়িতা এবং পিকাসো ছবিটির প্রচারের জন্য একটি পোস্টার আঁকছেন।

সাংস্কৃতির মহর্ষি, শান্তির সৈনিক—কি অসাধারণ এক চলচ্চিত্রের

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি জড়িত হলাম। আমাকে আমন্ত্রন জানানোর জন্য চারপাশে উঠল দরদী অভিনন্দন। এই আমন্ত্রনের জন্যইতো একজন নিগ্রো আমেরিকানের পক্ষে শান্তি ও মুক্তির সৃজনশীল কাজে হল্যাণ্ডার, রাশিয়ান, জার্মাণ ও ফরাসীদের সঙ্গে একত্র হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

একবছর পর, যখন ক্যানাডা যাবার সুযোগ এল, আমি একটা ট্রেড-ইউনিয়ন হলে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম এই ছবিটি যা হালে একটা বাড়িতে তোলা গানকে সারা পৃথিবীর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বহু-দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ 'নদীর গান' ছবিটি দেখেছে এবং আরবিক, জাপানী, পারসিয়ান, চীনা, চেকোশ্লোভাক, পোলিশ, ইংরেজী, রাশিয়ান, ফরাসী এবং অন্যান্য ভাষায় এর গ্রন্থনা শুনেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন-সাধারণকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু আমরা জানি শান্তির স্বার্থে তোলা এইসব ছবি একদিন আমাদের দেশেও অভিনন্দিত হবে, শান্তির চারণদলকেও বিদেশে যাবার পাসপোর্ট দেওয়া হবে। সবচেয়ে বড় যে নদী তার বিরুদ্ধে কোনো বাধই টিকবে না—তা হল শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সারা বিশ্বে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তাল বন্যা।

আমাদের বিদেশ ভ্রমণের অধিকার

আমার পাসপোর্টের মামলাটির মত অনেক মামলাই সম্প্রতি ফেডারেল কোর্টে আনা হয়েছিল, কোনো প্রার্থীকে বিদেশে ভ্রমণের সম্মতি দেওয়া হবে কি হবে না তা ঠিক করার যে-ক্ষমতা স্টেট ডিপার্টমেণ্টের পাসপোর্ট অফিসের আছে এই মামলাগুলো তার বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে। যখনই ওয়াশিংটনের বড় সাহেবরা নিজেদের মনে ঠিক করেছেন যে এই ধরণের ভ্রমণ 'যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী' তখন থেকেই পাসপোর্ট দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এইসব মামলায় এবং আমারটিতেও যে-সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত শীগ্‌গিরই সুপ্রীম কোর্ট তার ওপর রুল জারি করতে পারে, কিন্তু এখানে এই প্রশ্নের আইনগত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আমার নেই। আমার এমন ইচ্ছেও নেই যে পাসপোর্ট না দিয়ে আমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা বিষয়টি আলোচনা করি। এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে যদিও আমি আইন ভঙ্গ করেছি এমন কথা কেউ বলেনি, তবু শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে না পারায় আমাকে হাজার হাজার ডলার হারাতে হয়েছে। আর গত সাত বছর ধরে আমার মামলা চালানোর খরচটাও কম নয়।

এখানে আমার আলোচ্য বিষয় নিগ্রোদের অধিকার প্রসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের প্রশ্নটি। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট বলে যে আমার নিগ্রো-অধিকারের প্রবক্তা হবার সঙ্গে এই মামলাটির কোনো সম্পর্ক নেই এবং কারো কারোর কাছে তা সত্যি মনে হতে পারে, যেহেতু নিগ্রোদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদেরও এই ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না। তথাপি, কিছু তথ্য—অকাট্য তথ্য—প্রমাণ দিচ্ছে, যে মামলায় আমি আজ জড়িত তার কেন্দ্রস্থলে আছে নিগ্রো-অধিকার সম্বন্ধে আমার আকুতি। যখন আমার পাসপোর্ট ১৯৫০-এ কেড়ে নেয়া হল (১৯২২ সাল থেকেই আমার পাসপোর্ট ছিল), আমি আদালতের শরণাপন্ন হলাম। এবং গোড়া থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে নিগ্রোদের প্রশ্নটিই আমার প্রধান বিষয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কোর্ট অব অ্যাপিলের কাছে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের বিবৃতিতে আমার বিদেশ ভ্রমণের দাবীর বিরুদ্ধে এই ব্যঞ্জনাময় বক্তব্যটি ছিল: '...উপরন্তু, যদি

অভিযোগে এমন কথা বলা হয়ে থাকে, যা অবশ্য বলা হয়নি, যে পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে যেহেতু প্রার্থী নিগ্রো আমেরিকানদের বৃহৎ অংশের মুখপাত্র হিসেবে সুপরিচিত, তবে আমাদের নিবেদন এই যে তা হয়ে থাকলেও কাজটাকে অন্যায় বিচার বলা যায় না, যেহেতু প্রার্থী নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি আফ্রিকার পরাধীন দেশের মানুষদের স্বাধীনতার সমর্থনে বহুদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় আছেন।'

স্টেট ডিপার্টমেণ্টের এই মনোভাবে প্রতিটি ভদ্র আমেরিকানের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা উচিত, কারণ আমাদের দেশের ঐতিহ্য (যার নিজের জন্ম বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো উপনিবেশের সম্মিলিত বিপ্লবের মধ্যে) সর্বদা এই ধারণার পক্ষপাতী যে প্রকৃত সরকার টিকে থাকতে পারে কেবলমাত্র শাসিতদের সম্মতি নিয়ে। নিগ্রোদের কাছে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আরো বড় অর্থ ছিল। যখন একজন নিগ্রো আমেরিকান হিসেবে আমাকে আটকানো যেতে পারে এবং আফ্রিকার মুক্তির পক্ষে কাজ করেছি বলে 'যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী' বলে অভিযোগ আনা যেতে পারে তখন কয়েকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠেঃ এ ব্যাপারে নিগ্রো-আফ্রিকানদের প্রকৃত স্বার্থ কি? আমরা কি দক্ষিণ ক্যারোলিনায় শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যের বিরোধিতা করবো অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই একই ঘৃণ্য ব্যবস্থার বিরোধিতা করবো না?

হ্যাঁ, আমি বহু বছর ধরে আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছি, এবং আমি কখনই তা বন্ধ করবো না, তাতে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট বা অন্য কেউ যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারে। এটা আমার অধিকার—নিগ্রো হিসেবে, আমেরিকান হিসেবে, মানুষ হিসেবে!

আমি শুধু এটাই অস্বীকার করি না যে আমার এই কাজের ফলে আমি 'আন-আমেরিকান' হয়ে গেছি, আমি এও বলিঃ যারা আফ্রিকার পরাধীন মানুষের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে তারাই প্রকৃত 'আন-আমেরিকান!' ওয়াশিংটনের বাবুরা যাই ঠিক করুক না কেন, ইতিহাসের রায়, যা আজ আমরা উত্তাল ঘটনার মধ্যে পাঠ করছি, একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ যে-সব শক্তি জাতিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তারা শুধু ভ্রান্তই নয়, তারা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত ও অপমানিত হতে বাধ্য! আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে বড় ও শক্তিশালী। কিন্তু আমেরিকা বেঁচে থাকবে না যদি সে ধসে পড়া সাম্রাজ্যবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার

ভেদ ধরে। উপনিবেশের মানুষরা—পৃথিবীর কৃষ্ণকায় লোকেরা—স্বাধীন হবেই, সমমর্যাদা লাভ করবেই, তাতে যার স্বার্থহানিই ঘটুক না কেন।

কিন্তু এ কথা আদৌ সত্য নয় যে আমাদের দেশের প্রকৃত স্বার্থ ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার বিরোধী, এবং সাদা কালো অধিকাংশ আমেরিকানই তা জানে। বস্তুত, আমাদের সরকার যাঁরা চালান তাঁরা যে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সমর্থনকে 'মুক্ত দুনিয়াকে' বাঁচানো হচ্ছে এইভাবে হাজির করেন এটাই প্রমাণ করে যে আমেরিকার জনসাধারণের সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং জাতীয় স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাস করে।

এমন অনেক আমেরিকান আছেন যাঁরা মনে করেন যে আমাদের সেক্রেটারি অব স্টেট, মিঃ জনফস্টার ডালেস, নিজেই এমন অনেক বিবৃতি দিয়েছেন এবং কাজ করেছেন যা যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রকৃত স্বার্থের' বিরোধী (এ বিষয়ে পৃথিবীর বাকী অংশের প্রায় মতৈক্যের কথা নাই তুললাম)। তবে কি করে এমন একজন মানুষ—যাঁকে সঙ্গত কারণে 'আমেরিকার বিপথগামী ক্ষেপণাস্ত্র' বলা হয় এবং যাঁর 'যুদ্ধোন্মুখ' নীতি মানবজাতির দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্য একজন নাগরিকের বিচার করার অধিকার অর্জন করেন এবং তাঁর বিদেশ ভ্রমণ 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত স্বার্থের' পক্ষে না বিপক্ষে তা ঠিক করে দেন? নিগ্রোদের কথা বলতে গেলে, এমন কোনো শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান নেই, ভালো বা মন্দ, উঁচু বা নিচু, যিনি নিগ্রোজাতির পক্ষে কোনটা ভালো বা মন্দ তা যেমন তেমন করে ঠিক করে দিতে পারেন।

১৯৫৫ সালে আমার পাসপোর্ট মামলার শুনানিতে পরবর্তী এক ফেডারেল কোর্টে আমেরিকার এ্যাটর্নি লিও এ রোভার স্টেট ডিপার্টমেন্টের অবস্থান নির্ণয় করে বলেছিলেন যে পল রোবসন "তাঁর বিদেশে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সময় বারবার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের অবস্থার সমালোচনা করেছেন।" আমি বলি: তাতে হয়েছেটা কি? আমি যেমন দেশের মধ্যে তেমন বিদেশেও নিগ্রোদের এই অবস্থার নিন্দে করেছি। এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে আমি সমালোচনা করে যাবো। নিগ্রো পর্যটকের করার কথা কি—চুপচাপ থাকা, না দেশে মানুষের ভাগ্যে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে মিথ্যেকথা বলা? সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়! আরো বড় কথা, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য আমেরিকানদের তাদের স্বার্থের ব্যাপারে চুপ থাকতে বা মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য করা

না হচ্ছে ততক্ষণ আমিও প্রমাণ করে যাবো যে নিগ্রোদের ওপর এরকম বিধিনিষেধ আরোপ করা অন্যায়, পক্ষপাতদুষ্ট এবং অসহণীয়।

আমাদের সরকার তার কর্মীদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে বলে দিক তারা বাইরে গিয়ে কি বলবে আর কি বলবে না, কিন্তু যারা বাইরে বে-সরকারী নাগরিক হিসেবে যায় তারা স্টেট ডিপার্টমেণ্টের চাকর নয়, পক্ষান্তরে, স্টেট ডিপার্টমেণ্টই জনসাধারণের সেবক। সুতরাং ওয়াশিংটনের কোনো চাকুরেরই এমন দাবী করার নৈতিক বা আইনানুগ অধিকার নেই যে একজন আমেরিকান পর্যটক পাসপোর্ট পাবার জন্য সেই বাবুটির দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করুক। দেশপ্রেম—স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশ-বাসীর স্বার্থের প্রতি আত্মনিয়োগ—বলতে বোঝায় না কোনো ওয়াল স্ট্রিট করপোরেশনের উকিল, যিনি এখন সেক্রেটারি অব স্টেট, তাঁর দৃষ্টিকোণ বা কোনো রাজনৈতিক চাকুরি-প্রার্থীর অভিমত, যাঁর পুরস্কার পাসপোর্ট দেবার কাজটি। যিনি 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের' গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে এবং 'অধিকারের বিলকে' সমর্থন করেন তিনি একই কাজ বিদেশে করলেই কম দেশপ্রেমিক হয়ে যান না এবং যদি এরকম আচরণ স্বদেশে কারোর 'অস্বস্তির' কারণ হয় তবে, ধিক তাকে!

কিন্তু এই প্রসঙ্গে জড়িত সাধারণ নীতিগুলি ছাড়াও একটা ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য, তা হল, বাইরে সত্যিকথা বলাটা আমেরিকায় নিগ্রো অধিকারের সংগ্রামে অনেক কাজে দিয়েছে। এ ঘটনা আমাদের 'প্রকৃত' স্বার্থেই লেগেছে। যাইহোক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি প্রথমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গে আমাদের বিদেশ ভ্রমণের অধিকার সম্বন্ধে একটি কথা বলবো।

আমাদের দেশে নিগ্রো ইতিহাসের শুরু থেকেই নিগ্রোরা আন্দোলন করার অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। হাজারে হাজারে নিগ্রো ক্রীতদাসেরা, আমার বাবার মতই, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোড ধরে উত্তরে স্বাধীনতা অর্জন করেছে—শুধু যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশেই নয়, আরো দূরে কানাডাতেও। এই মুক্তিকামী মানুষের অনেকেই তাদের বন্দী অবস্থায় ফেলে আসা আপনজন সম্বন্ধে চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁরা সুহৃদয় শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান, তাঁদের 'উচ্ছেদবাদী' সহকর্মীদের সঙ্গে হাত মেলান এই ধরনের ভ্রমণকে সাহায্য করার জন্য। ক্রীতদাসত্বের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মনে ভ্রমণ ব্যাপারটা স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তাই আমাদের

"লোকগাথার রেলরোড ট্রেনের প্রতীক এত ঘুরে ফিরে আসে—আধ্যাত্মিক ও বাইবেলের গানে, ব্লু এবং ব্যালাডে—এবং ট্রেনটি সাধারণত : 'জ্যোতির্ময়ে যাবার' গাড়ি, রওনা হয়েছে 'ঈশ্বরের দেশের' দিকে। তাছাড়া নৌকোও ছিল, 'জায়নের পুরনো জাহাজের' মত এবং 'পুরনো নৌকো' যা কিনা নদী পেরিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে স্বাধীনতা ও নির্বাণের দিকে।

পলাতক ক্রীতদাসদের কেউ কেউ বিদেশে চলে যেতেন শুধু নিজের স্বাধীনতার জন্য নয়, শৃংখলিত আপনজনের স্বাধীনতা আনার জন্যও। বিদেশে তাঁদের এই মহান কাজ এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে, কারণ ইউরোপ থেকে আজ আমাদের পক্ষে যে সমর্থন আসছে তা সেইসব নিগ্রো পর্যটক যাঁরা আমেরিকার কালো মানুষদের অধিকাররক্ষায় সাগরপাড়ি দিয়েছিলেন তাঁদেরই আংশিক উত্তরাধিকার। মুক্ত নিগ্রোরাও বিদেশে গেছেন সত্য কথা বলার জন্য এবং তাঁদের স্বার্থে জনমত গঠন করার জন্য। এঁদের মধ্যে একজন হলেন রেভারেণ্ড ন্যাথানিয়েল পল, আলবানির আফ্রিকান ব্যাপ্‌টিস্ট সোসাইটির (নিউইয়র্ক) পাস্টর, যাঁকে ক্যানাডার নিগ্রো উদ্বাস্তুরা ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলো ক্রীতদাস প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থে এবং তাদের হয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য। ১৮৩৩ সালে তিনি দেশে অ্যাবলিসনিস্ট সংবাদপত্রে সেখানে তিনি কি করছেন তার খবর পাঠান ;

"গত কয়েক মাস আমি সারা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথার ওপর ভাষণ দিচ্ছি—ও দেশে মুক্ত কৃষ্ণকায় মানুষের কি অবস্থা এবং কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্মের প্রসারের গুরুত্ব কতখানি। আমার ভাষণ শুনতে দুই থেকে তিন হাজার লোকের ভিড় হয়েছিল, হল এবং চ্যাপেলগুলো উপচে পড়ছিল এবং শয়ে শয়ে মানুষ ঢুকতেই পারে নি। আমি আংকল স্যামকে তার ২,০০০,০০০ ক্রীতদাসের জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হই নি, কিম্বা এখানকার মানুষের কাছে যা বিস্ময়কর …সেই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সম্বন্ধে আমেরিকানদের নির্দয় সংস্কার ফাঁস করে দিতেও ব্যর্থ হই নি। ওদের জিজ্ঞাসা, এই কি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতা ? ঈশ্বর এমন স্বাধীনতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।"

এইসময় স্কুলে পড়ার জন্য নিগ্রোদের সংগ্রাম উত্তরেই কেন্দ্রীভূত ছিল, যেখানে অধিকাংশ নিগ্রোদের বসবাস এবং রেভঃ পলের ইংলণ্ডে থাকার সময় সে সময়ের 'অথারিন কুীস' মামলার একটি হয়েছিল কনেক্‌টিকটে, যেখানে একজন কোয়েকার মহিলা, প্রুডেন্স ক্র্যাণ্ডাল, তাঁর

পরিচালিত স্কুলে নিগ্রো মেয়েদের নিয়েছিলেন বলে কারারুদ্ধ হন। রেভঃ* পল মিস ক্র্যাণ্ডালকে যিনি জেলে পাঠান সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি এই ঘটনাটিকে যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো নির্যাতনের একটি 'চমৎকার সুযোগ' হিসেবে কাজে লাগাবেন। তিনি আরও জানালেন :

"হ্যাঁ, মশাই, বৃটিশরা জানবে যে আমেরিকায় এখনও মানুষ আছে, শহরের পর শহরে, যারা সত্যিকারের বীরত্বের যোগ্য, আর জানবে যে তারা একজন অসহায় মহিলাকে আক্রমণ করতে পারে, রাত্রে তার বাড়ি ঘিরে ফেলতে পারে, তার জানালা ভাঙ্গতে পারে, এবং টেনে হিচড়ে জেলে নিয়ে যেতে পারে, কেননা তিনি কৃষ্ণকায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর মত দেশদ্রোহী কাজ করেছেন!"

আরএকজন নিগ্রো মুক্তিযোদ্ধা, উইলিয়াম ওয়েলস ব্রাউন, ১৯৫৯-এ লণ্ডন থেকে ওয়েণ্ডেল ফিলিপসকে লিখলেন :

"তাহলে বন্ধু দেখছো, যদিও আমাদের আমেরিকায় নাগরিকত্ব মঞ্জুর করা হয় না এবং বিদেশে যাবার জন্য ওখানে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না, ওরা কিন্তু ওলড ইংলণ্ডে তার জন্য দরখাস্ত করলে 'না' বলার সাহস রাখে না। এখানে জনসাধারণের এমন একটা স্পর্শকাতরতা আছে যা দেখে কঠিন হৃদয় আমেরিকানরাও ভয় পায়। আর কবে আমেরিকানরা শিখবে যে অন্যদেশে স্বাধীনতার প্রতিপালক হতে হলে নিজের ঘরে তা আগে পালন করা উচিত?"

এক শতাব্দী পর আজ সেই প্রশ্ন পৃথিবী জুড়ে বজ্রের মত গর্জন করে উঠছে : আর কবে আমেরিকানরা শিখবে যে অন্যদেশে স্বাধীনতার প্রতিপালক হতে হলে নিজের ঘরে তা আগে পালন করা উচিত? সমস্ত সৎ মানুষ, যাঁরা 'বিবর্তনবাদের' প্রবক্তাদের দ্বারা বিপথে চালিত হন নি, ভেবে দেখুন যে একশো বছরেও আমাদের দেশের 'কঠিন হৃদয়' নিগ্রো-বিদ্বেষীদের মন নরম হয় নি! এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। যদিও সে সময় বিদেশ ভ্রমণের জন্য নিগ্রোদের পাসপোর্ট দেওয়া হত না, আইনে কিন্তু পাসপোর্টের প্রয়োজন হত না, সুতরাং তারা বিশ্বজনমতের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারতো এবং একগুঁয়ে আমলারা তাদের কাজের বিরোধিতা করেও তাদের আটকাতে পারতো না। স্পষ্টতই এ বিষয়ে আমাদের দেশ ১৮৪৭ সালের চেয়ে ১৯৫৭ সালে অনেক কম গণতান্ত্রিক।

তৎসত্ত্বেও, যেসব নিগ্রো 'উচ্ছেদবাদী' সংগ্রামের সময় বিদেশে গিয়ে

সব ফাঁস করে দিত তাদেরকে দেশের বড় তরফের শ্বেতাঙ্গ আদমিরা কঠোরভাবে নিন্দে করতে ছাড়তো না, এবং মার্কিন কাগজগুলো ফ্রেডারিক ডগলাসকে 'বাক্‌পটু বদমাশ' আখ্যা দিয়েছিল এবং বলেছিল যে তিনি আমেরিকার জনতা ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধিতা করার জন্যই ইউরোপে ঘু র ঘুরে দাস প্রথাবিরোধী মনোভাব জাগানোর চেষ্টা করছেন। নির্ভয়ে ডগলাস উত্তর দিয়েছিলেন :

"আমি স্বীকার করি না যে আমেরিকার জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলেছি। আমাকে যা বলতে হয়েছে তা হল দাসপ্রথা ও দাসমালিকদের বিরুদ্ধে। আমি চাই দাসের মালিকেরা জানুক যে ইংলণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে অথবা আয়রল্যাণ্ডে তাদের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই ; কানাডাতে নেই, মেক্সিকোতে নেই, গরীব আদিম ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও নেই ; সভ্য ও অসভ্য উভয় জগতের কণ্ঠস্বরই তাদের বিরোধী [ডগলাসভায়া সত্যিই প্রত্যেকের কাছে যেতে চেয়েছিলেন]। আমার ইচ্ছে হয় দিকেদিকে তাদের ওপর নিন্দের আগুণ এমনভাবে বর্ষিত হোক যে লজ্জা ও বিভ্রান্তিতে বিমূঢ় হয়ে তারা তাদের বন্দী মানুষদের ওপর থেকে মুঠিটা আলগা করতে বাধ্য হবে এবং তাদের দীর্ঘদিনের হারিয়ে যাওয়া অধিকার ফিরিয়ে দেবে।"

পলাতক ক্রীতদাস ডগলাসকে—নিগ্রো 'উচ্ছেদবাদী' নেতাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ—ইংলণ্ডে জমি, বাড়ি এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তিনি তা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রত্যাখ্যান করেন। বৃটিশদের কাছে তাঁর বিখ্যাত বিদায় ভাষণে তিনি বললেন কেন তিনি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন :

"আমি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি চুপ হয়ে বসে থাকা বা আরাম উপভোগ করার জন্য নয়···সংঘাতেই আমার গৌরব যাতে আমি বিনয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারি। আমি জানি যে জয় সুনিশ্চিত। আমি যাচ্ছি স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, সম্মান যা যা আমি এখানে পেতাম তা পেছনে ফেলে···তবু আমি আমার ভায়েদের খাতিরে ফিরে যাবো। যাচ্ছি ওদের সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে, ওদের সঙ্গে কাজ করতে, ওদের সঙ্গে অপমানিত হতে, ওদের সঙ্গে অত্যাচারিত হতে, ওদের হয়ে সোচ্চার হতে, ওদের সমর্থনে চলতে ও লিখতে এবং যে-মুক্তি এখনও অনায়ত্ত তার জন্য ওদের স্তর থেকে লড়াই করতে।"

এখনও আমাদের জাতির মধ্যে ডগলাসের এই জঙ্গী প্রাণশক্তি বেঁচে আছে। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এখনও দেখছি যে কিছু নিগ্রো নেতা বিদেশে গিয়ে ঘরের মানুষজন সব ভালোই আছে এমন খবর দেওয়াটাই সমীচীন মনে করে। 'আমেরিকান জীবনরীতির' নিগ্রো প্রচারকদের অন্যতম হলেন বুকার টি ওয়াশিংটন, যিনি একই-সঙ্গে তাঁর স্বজাতি ও তাঁর উৎপীড়কদের সেবা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ১৯১০ সালে, যখন ওয়াশিংটন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন আমেরিকায় তাঁর স্বজাতির প্রতি যে-ব্যবহার করা হচ্ছে তার প্রশংসা করার জন্য, তখন নিগ্রো শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, আইনজীবি, পাদ্রী এবং সম্পাদকদের একটি বিশিষ্ট দল ইউরোপের মানুষের কাছে স্বাক্ষরিত খোলাবার্তায় তাঁর বিকৃতি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং এদেশে নিগ্রো-নির্যাতন যে এখনও চলছে সেই তিক্ত সত্যটি প্রকাশ করে দেন।

"এই প্রধান ঝোঁকটির বিরুদ্ধে (তাঁরা লেখেন) শক্তিশালী, সাহসী আমেরিকানরা, কি শ্বেতাঙ্গ কি কৃষ্ণাঙ্গ, লড়াই করে চলেছেন কিন্তু মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতির ধর্মযুদ্ধে তাদের প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন, ইংলণ্ড ও ইউরোপের নৈতিক সমর্থন···যিনি নিজেই আমেরিকায় রোজ অপমান অসম্মান সহ্য করেছেন তিনি যদি এমনভাব দেখান যে সেখানে সবাই ঠিক আছে তবে তা যেন গালে থাপ্পর খাওয়ার মত।" ডব্লু ই বি ডু বোয়া, উইলিয়াম মনরো ট্রটার, বিশপ আলেক্জাণ্ডার ওয়ালটার্স, জে ম্যাক্স বার্বার, এবং আর্কিবল্ড্ গ্রিমকে এই ঐতিহাসিক দলিলের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে আমার মেসোও ছিলেন, ফ্র্যান্সিস-এন এফ মসেল এম ডি, ফিলাডেলফিয়ার ডগলাস হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর। সর্বদা আমার বিশ্বস্ত ও উদ্যোগী বন্ধু এই স্বর্গত ডঃ মসেল ছিলেন আমার মায়ের বোন গার্ট্রুডের স্বামী।

নিগ্রো শিল্পী ও নিগ্রো মুখপাত্রদের কাছে 'ইংলণ্ড ও ইউরোপের নৈতিক সমর্থন' ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং বস্তুত নিগ্রো শিল্পীর কাছে বিদেশ ভ্রমণের অধিকার মূলতঃ একটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একশো বছর আগে একজন নিগ্রো অভিনেতার পক্ষে অমেরিকার মঞ্চে কোনো ভূমিকায় নামা সম্ভব ছিল না—এমন কি ভাঁড় হিসেবেও নয়। (এই ধরণের পার্ট সেই কালোমুখ চারণদলের দিনগুলোতে 'কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের' জন্য রাখা হত এবং সেযুগের শেষদিকে 'অগ্রগতি' অবশ্য এই পর্যন্ত

হয়েছিল যে আমেরিকান থিয়েটারের যে আঙ্গিকটি এখন সৌভাগ্যবশত অবলুপ্ত তাতে নিগ্রোর মুখ দেখা গিয়েছিল।) এ কারণে আমাদের মঞ্চে থিয়েটারের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্থান হয় নি—তিনি ইরা অল্‌ড্রিজ্, একজন নিগ্রো। আমেরিকানদের কাছে সাধারণভাবে অজানাই থেকে গেছে, তিনি শেক্‌সপীয়রের অন্যতম বিশিষ্ট অভিনেতা হিসেবে ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যত্র কত উঁচুতে স্থান পেয়েছিলেন। প্রেজ্‌বিটারিয়ান পুরোহিতের ছেলে, অলড্রিজের জন্ম ১৮০৭ সালের কাছাকাছি নিউইয়র্কে এবং শিক্ষা গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩০-এ লণ্ডনে ওথেলো করার জন্য যে দরজাটি খোলা পেয়েছিলাম তা ১৮৩০-এও খোলা ছিল যখন অল্‌ড্রিজ একই পার্ট করেন ঐ শহরের রয়ালটি থিয়েটারে। বিখ্যাত শেকস্‌পীরীয় শিল্পী এডমাণ্ড কিনের সঙ্গে, যিনি ইয়াগো করেছিলেন, অলড্রিজ ইউরোপীয় মহাদেশে দারুণভাবে অভিনন্দিত হন—ফ্রান্স, প্রুশিয়া, সুইডেন, রাশিয়া এবং পোলাণ্ডে। তিনি সবশেষের দেশটিতে ১৮৬৭ সালে মারা যান।

অন্যান্য যেসব নিগ্রো অভিনেতা, গায়ক ও নর্তকেরা তাঁদের ভ্রমণের অধিকার প্রয়োগ করে শিল্প-কলায় নাম করেছিলেন তাঁদের উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখি না, যেহেতু এক্ষেত্রে তাঁদের নাম উল্লেখ করলে নিগ্রো কীর্তি-কাহিনীর এক পাঁচালী হয়ে উঠবে। কোনো কোনো শিল্পী ব্যক্তিগত অধিকারেই বিদেশে থেকে যান—ফ্রান্সে জোসেফাইন বেকার, সোভিয়েত ইউনিয়নে ওয়েল্যাণ্ড রুড, ইংলণ্ডে টার্নার লিটন, এ শুধু কয়েকজনের নাম।

যে কোনো ন্যায়বোধসম্পন্ন আমেরিকানের পক্ষে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এবং আজকেও নিগ্রো শিল্পীর কাছে ভ্রমণের অধিকারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এইদিক থেকে এমন দাবী কি অন্যায় নয় যে তিনি যাতে তাঁর শিল্পচর্চা করে জীবিকা অর্জন করতে পারেন সেই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য তাঁর স্বজাতির অবস্থা সম্বন্ধে মুখটি খুলবেন না?

লুইস আর্মস্ট্রং, সোভিয়েত ইউনিয়নে যাঁর যাবার কথা, লিটল রকের ঘটনার আন্তরিক উচ্ছ্বাসে বলেছিলেন "যদি ওখানকার মানুষেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার দেশের গোলমালটা কোথায়, তা আমার কি বলা উচিত হবে?"

বেশ, আমি বলবো : 'ভাই আর্মস্ট্রং, তোমার মনে যে সত্যকথাটি আছে তাই বলো, যেমন এই হার্লেমের রাস্তায় বলবে।' এবং আমরা নিগ্রোরা সবাই তাঁকে বলবো : 'যদি ওরা তোমাকে এর জন্য শাস্তি দেয় তবে আমরা তোমাকে বাঁচাতে আসবো। আমরা এমন একটা ঝড় তুলবো যে ওয়াশিংটনের কোনো ছোট মনের সংস্কারগ্রস্ত আমলা তোমার পাসপোর্ট কেড়ে নিতে পারবে না।'

বস্তুত, এটা কি একটা পাপ, একটা লজ্জা নয় যে ডব্‌লু ই বি ডু বোয়াকে পাসপোর্ট না দিলে আমরা তার বিরুদ্ধে তেমন বলিষ্ঠ কোনো প্রতিবাদ করি নি? ডঃ ডু বোয়ার জীবন এবং কাজের আয়তন ও গুণ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না : তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞজন। তিনি আজকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক। প্রজ্ঞায়, চারিত্রিক সততায় এবং মানবকল্যানে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে আমাদের ডাঃ ডু বোয়া শুধু নিগ্রো জীবনেই অসাধারণ নন, তিনি আমাদের এই শতাব্দীর সত্যিকারের মহান আমেরিকানদের একজন।

কি ভয়ংকর শয়তানি যে ওপরতলার ক্ষুদে মানুষগুলো এমন কথা বলারও সাহস পেয়েছিল যে এমন একজন মানুষ পাসপোর্টের উপযুক্ত নন, যে তিনি সেখানে বেড়াতে পারবেন না যে-জগৎ তাঁকে জানে এবং সম্মান জানায়! তবু সেটাই তো ঘটছে! মাত্র কবছর আগে অসংস্কৃত এবং দুর্নীতিপরায়ণ শ্বেতাঙ্গ লোকেরা যারা এদেশ শাসন করছে, ডু বোয়াকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে হাজির করেছিল এবং অভিযোগ এনেছিল যে তিনি নাকি বিদেশীদের চর', কেননা তিনি বিশ্বশান্তির লক্ষ্যটি উর্ধে তুলে ধরেছিলেন। সেই সাজানো মামলাটি দাঁড়ায় নি, এবং ডু বোয়া মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি বেড়ানোর স্বাধীনতা পান নি।

ঘানার স্বাধীনতা উৎসবে ডাঃ ডু বোয়া আমন্ত্রিত হন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাধ সাধে। কিন্তু ঘানার উৎসবে যেসব আমেরিকান গিয়েছিলেন তাদের কারোর অতটা যোগ্যতা ছিল না যতটা ছিল ডু বোয়ার। চল্লিশ বছরের বেশি তিনি আফ্রিকার স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তাঁর লেখা বইগুলোই সর্বপ্রথম আধুনিক জগতের সঙ্গে আফ্রিকার সম্পর্ক সম্বন্ধে সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে। তিনি ছিলেন প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্মাতা এবং সর্বপ্রথম তাঁর নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে প্যারিসে প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে

অধিবেশন হয়। ডু বোয়া ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেস্টারে ১৯৪৫-এ পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসে আর যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোয়াম এনক্রুমা যিনি পরে মুক্ত ঘানার প্রধানমন্ত্রী হন, জোমো কেনিয়াট্টা এবং আফ্রিকা, ওয়েস্টইণ্ডিজ, বৃটিশ গিয়ানা, বৃটিশ হণ্ডুরাস, ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো দুশোজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

সত্যিকরেই ডাঃ ডু বোয়ার বিদেশ ভ্রমণ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণেরই প্রকৃত স্বার্থে লাগে নি, সারা পৃথিবীর মানুষের প্রকৃত স্বার্থে লেগেছে। আমরা কি করে মুখ বুজে থাকবো, কেমন করে নিস্ক্রিয় হয়ে থাকবো যতক্ষণ না এই মহান মানবদরদী শিক্ষক এবং নেতাকে তাঁর ভ্রমণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?

আমাদের ন্যায্য দাবী-পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার পেতে হলে আমাদের স্বাধীন মানুষের মত সবসময় কথা বলতে হবে, কাজ করতে হবে। যখন আমরা আমেরিকার নিগ্রোদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে সমালোচনা করি এবং দেশে ও বিদেশের নাগরিকদের আমাদের দেশের ত্রুটিটা কি তা বলি, তখন আমরা প্রত্যেকেই ফ্রেডেরিক ডগলাসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি ঃ

"এভাবেই আমি ভাবতে পারি যে আমি একজন সত্যিকারের' দেশ-প্রেমিকের দায়িত্ব পালন করছি ; কারণ সে-ই দেশপ্রেমিক যে দেশকে তিরস্কার করতে পারে এবং তার পাপকে ক্ষমা করে না।"

এখনই সময়

আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আজ যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের সামনে যে-চ্যালেঞ্জ তা দুটি প্রস্তাবে বিবৃত করা যেতে পারে:

১। এখন এবং এখানেই স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে: সংবিধানের আওতায় দীর্ঘ প্রতিক্ষিত পূর্ণ নাগরিকত্বের লক্ষ্যটি এখন আমাদের নাগালের মধ্যে।

২। আমাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষমতা আছে: আমরা যা করবো তাই হবে চূড়ান্ত।

আমাদের দেশে অনেকেই এই দুটি ধারণাকে ভীষণভাবে অগ্রাহ্য করেন বা ভয়ানক সন্দেহের চোখে দেখেন, এবং আজ এই সংকটকালে প্রত্যাখ্যান ও সন্দেহ উভয়ই কাজের মাধ্যমে ও উদাসীনতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যাঁরা খোলাখুলি আমাদের শত্রু—শ্বেত প্রাধান্যের মত রূপকথার সোচ্চার সমর্থক—তাঁরা এবিষয়ে তাঁদের মতামত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন: এখন তো নয়ই এবং কখনই জিম ক্রো ব্যবস্থা রদ হবে না। এই গোষ্ঠীর প্রধান মুখপাত্র ইস্টল্যাণ্ড সুপ্রীমকোর্ট পৃথক স্কুলের বিষয়টি বেআইনী ঘোষণা করলে দশদিন পর সেনেটের ভাষণে বলে উঠলেন—"আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি যে দক্ষিণে পৃথক ব্যবস্থা থাকবেই।" এই দৃষ্টিভঙ্গীর শক্তি প্রমাণিত হয় যখন দক্ষিনের একশো সেনেটর ও প্রতিনিধিরা একটি ইস্তেহারে স্বাক্ষর করে কোর্টের রায়ের নিন্দা করেন। এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা এর প্রয়োগে বাধা দেবে। সারা পৃথিবী লক্ষ্য করেছে কিভাবে এই বেপরোয়া কথাগুলো বেপরোয়া কাজে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্যরা, যারা আমাদের বন্ধু বলে দাবী করেন, চান যে আমাদের বৈধ অধিকারের প্রয়োগ এক্ষুনি সম্ভব নয়, তাঁরা বলেন, আমরা ততদিন অপেক্ষা করবো যতদিন না আমাদের উৎপীড়কদের হৃদয় নরম হয়ে আসে—যতদিন না জিম ক্রো বুড়ো হয়ে মারা যায়। এই ধারনাটির নাম 'ক্রমবিবর্তনবাদ'। বলা হয়ে থাকে যে এটাই নাকি কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের পক্ষে গণতন্ত্রের আশীর্বাদ অর্জনের একটি বাস্তবসম্মত ও গঠনমূলক উপায়। কিন্তু এই ধারনাটিই আর একধরনের জাতিগত বৈষম্য—আমাদের সমাজে

অন্যত্র কখনই আইন-ভঙ্গকারীকে আইনের বিধি-ব্যবস্থা পালন করার জন্য অনির্দিষ্ট পরিমান সময় দেওয়া হয় না। আমাদের পূর্ণ নাগরিকত্বের আইনগত গ্যারান্টি ১৪ ও ১৫ তম সংশোধনীতে এমন কোনো কথা নেই যে নিগ্রোদের ক্ষেত্রে 'ধীরে ধীরে' সংবিধান অনুসরণ করতে হবে।

'ক্রমবিবর্তনবাদ' হল এক ভয়ানক দীর্ঘ পথ। দীর্ঘ ক্লান্ত একশোটা বছর আগে এর যাত্রা, এবং সামনে তাকালে এর কোনো শেষ নেই। স্বাধীনতা পাবার অনেক আগে আমাদের জাতি এইটুকু শিখেছিলো যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং দাস-যুগের একটি গানের কৌতুকে এই লৌকিক জ্ঞানটুকু আজও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে :

আমার বুড়ো বাবু দিব্যি করে বলেছিলেন
মরে গেলে তিনি আমায় ছেড়ে দিয়ে যাবেন
এমন আয়ু তাঁর যে মাথায় পড়ল টাক
অবশেষে মরার কথা ভুলেই গেলেন বেবাক।

তা ক্রীতদাস প্রথা অবশেষে রদ হল—তবে ধীরে ধীরে নয়, হঠাৎ একেবারে। মালিকেরা উদারপন্থী মতবাদে দীক্ষিত হন নি কখনো : তাঁদের পচা-গলা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড শক্তির উত্থান ঘটেছিল তার দ্বারা তাঁরা বিদ্ধস্ত হয়েছিলেন। তাঁদেরকে কখনো মানব-সম্পত্তির কোটি কোটি ডলার আমানত থেকে একপেনি করে দিতে বলা হয়নি, ১৩ তম সংশোধনী একমুহূর্তে সব কেড়ে নিয়েছিল। আমাদের কিছু কিছু 'ভালোবন্ধু' আসলে আমাদের শত্রু এবং তাঁদের দুটি মুখের একটির মুখোশ হল 'ক্রমবিবর্তনবাদ।' কিন্তু আমাদের শুভার্থী এমন শ্বেতাঙ্গ উদারপন্থী ও অনেক নিগ্রো মুখপাত্রও আছেন যারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে কৃষ্ণকায় মানুষের অগ্রগতি হবে ধীরে ধীরে, এই অগ্রগতি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রতিক্রিয়াশীলদের বেশি প্ররোচিত করা ঠিক নয়, আমাদের সামাজিক অবিচার সামাজিক অধিকার হয়ে উঠতে পাঁচ বা দশ বছর বা একাধিক প্রজন্মও লেগে যেতে পারে। আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেকেই মিসিসিপির মত কোনো জায়গা দেখে করুণ-ভাবে মাথা নাড়িয়ে বলে থাকেন : সত্যি কোনো পরিবর্তন হতে অনেক সময় লাগবে ; শ্বেতাঙ্গ বাবুরা বড় একরোখা, আর হাড়ে হাড়ে কুচুটে।

অগ্রগতি ধীরে ধীরে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে আছে এমন একটা ধারণা যে শ্বেতাঙ্গ মানুষের পক্ষে গণতান্ত্রিক অধিকার যতটা অবিচ্ছেদ্য

ও স্বতঃসিদ্ধ ততটা নিগ্রোদের পক্ষে নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আমাদের যে-কোনো উন্নতিকেই দয়া ও সহনশীলতার বিষয় হিসেবে সাধারণত দেখা হয়। ক্ষমতাসীন মানুষের শুভেচ্ছার ওপর নিগ্রোরা নির্ভর করবে এবং আশা করে যাবে যে বন্ধুসুলভ পরামর্শ কোনো না কোনোভাবে একদিক অন্ধ সংস্কার দূর করতে পারবে।

সারা দেশে সরকার ও সমাজের উচ্চস্তরে এই ধারনাটি খুব বেশি দেখা যায়। ওপরতলার মানুষদের পক্ষে একটা শান্তশিষ্ট দার্শনিক মনোভাব গ্রহণ করা কঠিন নয় এবং তারা সে কারনে সহজেই যারা ভুক্তভোগী তাদের সংযত হতে এবং সুবিচারের জন্য অপেক্ষা করতে বলতে পারে। ঈশ্বর জানেন আমার জাতি কতটা ধৈর্যশীল, আমরা কতটা দুঃখবরণ করেছি ঃ তাদের যে মানবিক সততা, মমতা ও উদারতা আছে তা খুব কম জাতির মধ্যেই দেখা যায়। নিউইয়র্ক টাইমসের ভাষায় "পৃথিবীর অন্যান্য অংশে জাতীয়তাবাদ ও জাত-বিচারের সংঘাতময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের বিস্ময়কর ভদ্রতা ও সহনশীলতার জন্য কৃতজ্ঞতা না জেগে পারে না।" কিন্তু ধৈর্যেরও শেষ আছে এবং আমাদের কারো কারোর ধৈর্য যদি অন্যদের আগেই ফুরিয়ে গিয়ে থাকে আজ তাতে কিছু আসে যায় না। সরল কথাটা হল এই যে বহু নিগ্রো ঠিক এখনকার কথাই ভাবছে এবং আমি মনে করি, আর প্রমাণও করতে পারি যে 'এখনই—সমান অধিকারের' লক্ষ্য পূরণ সম্ভব।

অনেকবার একথা বলা হয়েছে এবং অনেকটাই ভুলে যাওয়া হয়েছে যে ১৯৬৩ তে দাসমুক্তি ঘোষিত হবার শতবর্ষের মধ্যে, পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে। হ্যাঁ, আমি তা এখনও বিশ্বাস করি। ১৯৬৩-তে এদেশের প্রত্যেক শহরে, জেলায় এবং রাজ্যে প্রতিটি নিগ্রোর পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জনের উৎসব পালিত হবে, এবং তা শুধু কাগজে কলমে নয়, ঘটনা হিসেবেই। ১৯৬৩ সালে মিসিসিপি থেকে একজন নিগ্রো রাজনীতিবিদ সিনেট ইস্টল্যাণ্ডের দ্বারা কলঙ্কিত আসনটিতে বসতে পারবে, ঠিক যেরকম নিগ্রো সেনেটার একদা একই অফিসে বেইমান জেফ ডেভিসকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি বলছি জিম ক্রো এবং তার সঙ্গে 'ক্রমাবিবর্তনবাদকে' এমনভাবে কবর দেওয়া যেতে পারে যে তা আর কোনদিন মাথা তুলতে পারবেনা, এবং তা এখনই করা যেতে পারে, আমাদের যুগেই।

একি শুধু স্বপ্ন, কল্পনা বা 'এখন ঘটতে পারে না'? উত্তরের জন্য

আমাদের আজকের বাস্তবতার দিকে তাকানো যাক, তাকানো যাক পরিস্থিতির দিকে, যা বলছে সময় হয়েছে, এখনই সুযোগ।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিটি এই ঃ দেশে ও বিদেশে নানান ঘটনায় অবিলম্বে নিগ্রোজাতিকে গণতান্ত্রিক অধিকারদান জরুরী হয়ে উঠেছে। একশো বছর আগেই ফ্রেডেরিক ডগলাস দেখিয়েছিলেন যে "এযুগের প্রধান শত্রু এদেশের সাদা ও কালো মানুষের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কটি কিরকম", এবং অর্ধশতক আগে ডাঃ ডু বোয়া ঘোষণা করেন যে "বিংশ শতকের সমস্যা হল বর্ণ-সমস্যা"। আজ আমরা দেখতে পাই যে এইসব বিবৃতির সত্যতা হাজার গুণে বেড়ে গেছে, এবং এযুগের প্রশ্ন ও এ শতকের সমস্যা সমাধানের সময় এসেছে।

আজ এটা পরিষ্কার যে আমাদের জাতীয় জীবনে নিগ্রো অধিকারের সমস্যাটিই হল প্রধান সমস্যা। 'লুক' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—পত্রিকাটি এই সমস্যার ভেতরে দেখতে পেয়েছে "গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকার সবচেয়ে বড় আইনগত, রাজনৈতিক ও মানবিক সংকট", এবং নিউইয়র্ক টাইম্‌সের মন্তব্যও এইরকম ঃ "অভ্যন্তরীন ঐক্য এবং বিশ্ব নেতৃত্বের গভীর ইঙ্গিত নিয়ে একটি সামাজিক বিপ্লব আজ দেশের মুখোমুখি"। কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো আলোচনায়,—সংবাদপত্র ও রেডিও যাতে ভরে উঠেছে, ভাষনমঞ্চ ও আলোচনার টেবিল থেকে যা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—যে সব মৌলিক উপাদান এ ব্যাপারে জড়িত আছে সে সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত হয় না।

আমাদের জাতীয় সংকটে শুধু 'অভ্যন্তরীন ঐক্যের' বিষয়টিই জড়িত নয়। ঘটনা এই যে যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক সরকার চলতে পারে না যদি নিগ্রোদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বে আটকে রাখা হয়। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তার ইচ্ছে ও রুচির বিরুদ্ধে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে লিট্‌ল্‌রকে ফবাসের বিদ্রোহ আমাদের সরকারের কাঠামোকেই বিপন্ন করে তুলেছিল, এবং 'পুনর্গঠন পর্বের' পর সর্বপ্রথম ফেডারেল সৈন্য পাঠিয়ে সংবিধান রক্ষা করতে হয়। কিন্তু প্রশাসনকে, এবং যে প্রভাবশালী গোষ্ঠী তার দায়িত্বে আছে তাদের, এখনও আরো একটি মৌলিক প্রশ্ন অনুধাবন করানো যায় নি ঃ বর্ণ-বিদ্বেষী আমেরিকায় গণতন্ত্র টিঁকতে পারে না। যখন কোনো সরকারী মুখপাত্র শ্বেত প্রাধান্যের প্রবক্তাদের 'আমেরিকা ও তাদের সংস্কারের' কথা স্মরণ করতে বলেন তখন তিনি সেইসব লোকের দুরারোগ্য অন্ধত্বকেই প্রকাশ করেন যাঁরা একইসঙ্গে গাছেরও খেতে চান, তলারও কুড়োতে চান।

আমি বলি এমন ভাবাটা নিতান্তই ভুল, অনেকেই যেমন ভাবেন, যে সমস্যাটির মূল কথা হল ব্যক্তিগত সংস্কার। একটা বেস্‌বল খেলার আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তাঁর মনের কোনো সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, একটি রাষ্ট্রীয় আইন যদি শ্বেতাঙ্গদের সাথে নিগ্রোদের বেস্‌বল খেলা অপরাধ বলে গণ্য করে তবে তা কাগজে কলমে লিখিত আইনের ধারা। যে জিম-ক্রো-আইন ও আচরণ দক্ষিণে—এবং শুধু দক্ষিণে নয়—লক্ষ লক্ষ নিগ্রোদের সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে—তা ব্যক্তিগত আবেগ বা ব্যক্তিগত অভিমানের ব্যাপার নয় ; তা হল আইন ও আইন বহির্ভূত শক্তির সমন্বয়ব্যবস্থা যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে, নস্যাৎ করছে।

আমরা জানি এ অবস্থা আজ বহুদিন ধরে চলছে এবং এখন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে : ঠিক এভাবেই বা ভবিষ্যতে চলবে না কেন ? আমাদের জাতীয় জীবনের তাড়নায় এখন একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছে ? উত্তরটা হল : আমেরিকার জনসাধারণের বৃহৎ অংশের স্বার্থই চাইছে যে নিগ্রো সমস্যার সমাধান হোক। এ শুধু সংখ্যালঘুদের সুবিচারের ব্যাপার নয়, এখানে সবার প্রয়োজন জড়িত। ঠিক যেমন লিংকনের সময় আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থই নিগ্রো দাস-ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে বাধ্য করেছিল, আজকেও একই স্বার্থে নিগ্রোদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের ব্যবস্থাকে তুলে দেবার প্রয়োজন হচ্ছে।

ক্রমেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে আমাদের দেশে—শ্রমিকের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং জনকল্যানের ক্ষেত্রে—সামাজিক অগ্রগতির প্রধান বাধা হল সেই গোষ্ঠীটি যারা জেদ ধরে নিগ্রোদের সমান অধিকারের বিরোধিতা করে চলেছে। পৃথক ব্যবস্থার পক্ষে দক্ষিণের ইস্তেহারের একশোজন স্বাক্ষরকারী শুধু সংখ্যালঘু নিগ্রোদেরই শত্রু নয়, তারা সারা বিশ্বের মানুষের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার চক্র। নিগ্রোদের ভোট না থাকায়, কতিপয় শ্বেতাঙ্গ ভোটে বারবার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় থাকার জন্য এই উচ্ছৃঙ্খল ডিক্সিক্র্যাটেরা গোটা জাতীর আইন-প্রণেতা হিসেবে কাজ করছে। তাদের সমর্থিত 'শ্বেতাধিপত্য' শিল্পে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা গরীব শ্বেতাঙ্গ চাষীর উন্নতিবিধান করে না, তারা সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখছে, তার শ্রীবৃদ্ধি করছে যা দক্ষিণের অধিকাংশ সম্পদ শুষে নেয়, আর দেশের অন্যান্যদের চেয়ে এই অংশকে আরো গরীব করে তুলেছে।

বিরোধী 'রাষ্ট্রীয় অধিকারের' সমর্থকরা একইসঙ্গে নিগ্রো অধিকারের

ট্রেডইউনিয়নের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'কাজ-করার অধিকারের' সমর্থক। যে সব প্রতিক্রিয়াশীল আইন রুজভেল্টের 'নয়া-চুক্তির' সুফলগুলোকে নস্যাৎ করেছে—শ্রমিক-বিরোধী টাফ্ট-হার্টলি ধারা, চিন্তা নিয়ন্ত্রণের স্মিথ আইন তার সবগুলো কংগ্রেসে ডিক্সিক্র্যাটরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল। এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যতক্ষণ না ভাঙছে ততক্ষণ উত্তরে কি দক্ষিণে, কোথাও সাধারণ মানুষের আসল সামাজিক বা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। অগ্রগতি তো হবেই না, বরং আরো পিছিয়ে যাবে যতক্ষণ না জনজীবন থেকে এই রাজনৈতিক ক্যানসারকে কেটে ফেলা হচ্ছে।

আজ সারা দেশের দৃষ্টি তাদের কথা ও কাজের ওপর যারা পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা অবৈধ, সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে। জাতীয় বিবেক এতোদিন ধরে পৃথক ব্যবস্থাকে 'আঞ্চলিক রীতি' বলে সহ্য করেছে, কিন্তু তাই বলে জিম-ক্রোর সমর্থকদের সাংবিধানিক সরকারের জায়গায় নৈরাশ্য ও উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করাকে প্রশ্রয় দেবে না। সংঘাতটা আজ প্রধানত স্কুল নিয়েই, কিন্তু দক্ষিণের ইস্তেহারের স্বাক্ষরকারীরা ভুল করে নি যখন ওরা আদালতের রায়কে শ্বেতাধিপত্যের "অভ্যাস, আচার, ঐতিহ্য ও জীবনরীতির" প্রতি এক হুমকি হিসেবে দেখল। যদি জনসাধারণের স্কুলের ক্ষেত্রে 'পৃথক কিন্তু সমান' এই অশুভ নীতিটির উচ্ছেদ হতে পারে তবে জনজীবনের অন্যক্ষেত্রে তা কি করে বৈধ হয়? যা হবার তা হয়ে গেছে: পৃথক ব্যবস্থার অবসান হবেই। শ্বেতাঙ্গ নাগরিক সমিতি জনতাকে ক্ষেপিয়ে বাধা দিতে পারে, দক্ষিণের সেনেটার ও গভর্ণররা এই নতুন 'পুনর্নির্মানের' বিরুদ্ধে ফোঁস-ফাঁস করতে পারে, কিন্তু আমেরিকানদের অধিকাংশই, উদাসীন—নিস্তেজ মানুষ থেকে সবচেয়ে প্রগতিবাদী সবাই; কৃষ্ণবর্ণ নাগরিকদের অংশ দিতে হবে বলে তাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ফেলে দিতে পারে না।

আমরা অবশ্যই জানি যে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটু ধীরে চলে, এবং জাতি-বিদ্বেষের বিষ আমাদের গোটা জাতীয় জীবনকে ছেয়ে ফেলেছে। দক্ষিনের রাজ্যসরকারের থেকে ফেডারেল সরকারের চেহারা খুব বেশি আলাদা নয়, এটাও শ্বেতাঙ্গদের সরকার। ক্ষমতাশীল সেনেটে একজনও নিগ্রো সদস্য নেই, এবং প্রতিনিধি-সভায় ৪৩৫ জন সদস্যদের মধ্যে মাত্র তিনজন নিগ্রো। সামাজিক অধিকারের পক্ষে আইন-প্রনয়ন ডিক্সিক্র্যাটরা বানচাল করতে পারে না যদি তারা দেশের অন্য অংশ থেকে কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন না পায়। পরের কোনো অধ্যায়ে দক্ষিণ অঞ্চলের

বাইরে নিগ্রোদের অবস্থা নিয়ে আরো বলবো, এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে যবে থেকে 'স্বাধীনতার ঘোষনায়' বলা হয়েছে যে "সব মানুষই সমান হয়ে জন্মেছে" তবে থেকেই আমাদের সারাদেশ জুড়ে নিগ্রোদের অধিকার নিয়ে একটা ভণ্ডামী চলে এসেছে। এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে অভ্যন্তরীন কারনের অতিরিক্ত কিছু না থাকলে আমি যে পরিবর্ধিত অবস্থার কথা বলছি তা নাও ঘটতে পারে।

এই অন্য আরএকটি উপাদান—অনমনীয়, জবরদস্ত, নাছোড়—হল যুক্ত-রাষ্ট্রে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতের চাপ, আমাদের জাতীয় জীবনে এই চাপ ব্যাপকভাবে অনুভব করছি, এবং এই চাপ ও তার স্বীকৃতি দুটোই সর্বদা বেড়ে চলছে। মিসিসিপিতে এমেট টিলের জনসমক্ষে নির্যাতিত হবার ঘটনাটিতে এবং আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথারিন কুসির ঢুকতে না পারায় আমাদের সীমান্তের বাইরেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল এবং ছবিতে ও ছাপার অক্ষরে লিট্‌ল্‌রকের ঘটনাটি দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

বস্তুত সুপ্রীম কোর্টের যে সিদ্ধান্তে আরকানসাসের রাজ্যপাল বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন সেই সিদ্ধান্তে বিশ্বজনমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পৃথক স্কুল ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর যুক্তিতে উচ্চস্তরের ট্রাই-বুনালকে স্মরন করিয়ে দিয়েছিলেন যে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বর্ণ-বৈষম্যের ফলে অন্যদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হতে পারে।"

সে যাই হোক, আমেরিকান জীবনে এই জনমতের উৎস সম্বন্ধে একটা ভুল ধারনা আছে। মনে করা হয়ে থাকে এ হলো একটি বৈরী-শক্তি, যা এদেশের বিশ্বনেতৃত্বের বৈধ (এবং স্বেচ্ছায় নিযুক্ত) জায়গাটি বিপন্ন করে তুলছে। বলা হয়ে থাকে যে এই উৎসটি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা সেই কৃষ্ণবর্ণ মানুষের মধ্যে 'কমুনিষ্ঠ প্রচার'। যেহেতু 'মিথ্যা' ও 'কুৎসা' প্রচার থেকে এই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাই এর মোকাবিলা করা যেতে পারে 'সত্যের যুদ্ধ' দিয়ে যা দেখিয়ে দেবে যে আমেরিকান নিগ্রোদের অবস্থা দুঃখজনক নয়, বরং হিংসে করার মত। যদিও সাধারণভাবে নিগ্রোদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে এই চাপসৃষ্টি আমাদের অধিকারের সংগ্রামকে সাহায্য করতে পারে ও পেরছিলও (ওয়াশিংটন স্কুল, রেস্তারাঁ এবং হোটেলে পৃথক ব্যবস্থার দ্রুত অপসারণ একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ) বেশ কিছু নামী নিগ্রো এগিয়ে গেলেন চাপসৃষ্টির বিরোধিতা করতে। নিউইয়র্কের আমস্টার্ডাম নিউজে এরকম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একটি অপ্রীতিকর মন্তব্য করা হয়ঃ

"বছরের পর বছর আমাদের সরকার নিগ্রো বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, মন্ত্রী এবং আরো অনেককে চাকরি দিয়েছেন তাঁরা যাতে আংকল টম হিসেবে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁদের কাজ হল লৌহযবনিকার আড়ালে খাওয়া-দাওয়া করা ঝকঝকে মুখ দেখিয়ে তাঁরা প্রমাণ করবে যে আমেরিকায় সবাই মুক্ত ও সমান, এবং বর্ণবৈষম্য একটি কাল্পনিক কাহিনী।" এখানে বলে নেই যে কোনোরকম ব্যক্তিগত সমালোচনায় অংশ নেবার ইচ্ছে আমার নেই, তাছাড়া আমি বেশ কিছু শিল্পীকে জানি য'ারা সরকার-পরিচালিত ভ্রমণে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন সারা পৃথিবীকে দেখাতে, এবং দেখিয়েছিলেন, যে আমেরিকান নিগ্রোর এমন প্রতিভা ও মর্যাদাবোধ আছে যা যে কোনো জায়গায় শ্রদ্ধার যোগ্য। তবু বলতে হবে যে, যেসব নিগ্রো মুখপাত্র আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর গর্জন থামাতে গিয়েছিলেন তাঁরা .তাঁদের দেশ ও জাতির মারাত্মক ক্ষতি করেছেন। বিদেশে এরকম ঘোষনা করা যে রাতারাতি একটি শন্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে ; যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো হওয়াটা একটা সম্মানের ব্যপার"—এবং সত্যিই এশিয়ান শ্রোতাদের সামনে এই কথাগুলি বলেছিলেন একজন সুপরিচিত নিগ্রো মন্ত্রী—এতে করে বক্তারই সুনাম ক্ষুন্ন হবে।

এতদিনে সবার বুঝে যাওয়া উচিত যে এই অতি স্পষ্ট ব্যাপারটিকে অস্বীকার করার জন্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপনের যে প্রচার চলছে তা ব্যর্থ হয়েছে। কথার চেয়েও ঘটনা আরো বেশি সোচ্চার। এই প্রসঙ্গে বিদেশের প্রতিবাদ আসলে 'কমিউনিষ্ট প্রচারের' দ্বারা প্ররোচিত হয়েছে এমন অভিযোগের অর্থ শুধু কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের বুদ্ধি ও অনুভূতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাই নয়, সমস্ত বর্ণের-মতের গণতান্ত্রিক মানুষদের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করা। অবশ্যই বিশ্বের কমিউনিস্টরা বর্ণ-বিদ্বেষের নিন্দে করে : এটা নতুন কিছু নয়, এবং এ হল 'ঠাণ্ডা লড়াই' এর এক নতুন ধরণের অস্ত্র এমন অভিযোগ নিতান্তই মুর্খামি, কেননা যে কেউ লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়তে পারে যে কালমার্কস একশোবছর আগে বলে গেছেন, "সাদা চামড়ার শ্রমিক কখনই মুক্তি পাবে না যদি কালো চামড়ার শ্রমিক চিহ্নিত হয়ে থাকে।" কিন্তু আমেরিকার বর্ণ-বিদ্বেষীদের ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর ঘৃণা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফল, একথা বললে বিদেশে জনমতের অসম্মান করা হয়, ঠিক যেমন আমেরিকার জনমত ইস্টল্যাণ্ডের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল যে আমাদের সুপ্রীম কোর্ট "বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাবে ধর্মান্তরিত ও মতান্তরিত" হয়।

তাহলে এই বিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত অংশ থেকে একরোখা ক্রমবর্ধমান চাপসৃষ্টির কারণ কি? একটি কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বুক কাপানো অভিজ্ঞতা—নাৎসীরা তাদের তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠজাতি'র প্রাধান্যবিস্তারের জন্য যে অকথ্য ধ্বংস ও ভীতির কারণ হয়েছিল। লাখেলাখে নিহত হয়েছে, আরো অনেকে বিপন্ন হয়েছে। হিটলারের কাছথেকে সারাবিশ্ব এক ভয়ঙ্কর শিক্ষা পেয়েছে: আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের শক্তি ও শিল্পকলার সাহায্য পেয়ে বর্ণ-বিচারে এমনই এক দানব তৈরি হয় যাকে কখনই আর শেকল-ছাড়া করা উচিত নয়। হিটলারের শ্রেষ্ঠজাতিতত্ত্বের সঙ্গে ইস্টল্যাণ্ডের শ্বেতাধিপত্যের তত্ত্বের পার্থক্যটা কোথায়? কে ইউরোপবাসীদের আশ্বস্ত করে বলবে যে সাদা-পোষাকের ক্লান গোষ্ঠীর জ্বলন্ত ক্রুশ আর ব্রাউনশার্টদের স্বস্তিকা আলাদা? আমেরিকা অবশ্যই ফ্যাসীবাদী জাতি নয়, কিন্তু এখানে বদ্ধমূল বর্ণ-বিদ্বেষ এবং তার হিংস্র বিস্ফোরণ হিটলারবাদের মহাপ্রলয় থেকে যারা বেঁচে গেছে তাদের মনে ভয় জাগায়।

যাঁরা সারা দুনিয়ায় বলছেন যে আমেরিকার বর্ণবিচার অতীতের আবছা হয়ে আসা স্মৃতিমাত্র এবং তা প্রধানত আমাদের দেশের একটি অংশে সীমাবদ্ধ তারা যুদ্ধের পর কংগ্রেসের কুখ্যাত ওয়ালটার-ম্যাক্কারাণ ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। নাৎসী জার্মানির কোনো আইনই এই আমেরিকান আইনের চেয়ে বেশি বর্ণ-বিদ্বেষী ছিল না, এ আইন, সেনেটার লেম্যানের ভাষায়, সেই বর্ণ-বিদ্বেষী তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা থেকে অ্যাডলফ হিটলার কুখ্যাত নুরেনবার্গ আইনগুলো তৈরি করেন। দেখুন কিভাবে আমাদের ইমিগ্রেশনের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়! আয়ারল্যাণ্ডের ৩ মিলিয়ন লোক থেকে ১৭,০০০ জন প্রত্যেক বছর আমাদের দেশে আসতে পারে! কিন্তু ৪০০ মিলিয়নের দেশ ভারত থেকে আসতে পারে মাত্র ১০০! সাধারণত আমরা নিগ্রোরা ইমিগ্রেশন আইন নিয়ে ততটা ভাবি না কারণ বহুশতাব্দী ধরে আমরা এখানে আছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এবং তাদের সংখ্যার চেয়ে তাদের প্রতিভা ও জীবনীশক্তি আমাদের সমাজে অনেক বেশি মূল্যবান। ওয়ালটার-ম্যাককারান আইন অনুসারে, যার সমস্ত ব্যবস্থাই 'অ-নর্ডিক' মানুষের আগমন কমানোর উদ্দেশ্যে তৈরি, যেসব নিগ্রো ক্যারিবিয়ান বা অন্যত্র থেকে আসতে পারে তাদের সংখ্যা ভয়ংকরভাবে কমানো হয়েছে।

হিটলারবাদের পরাজয়ের পর সমস্ত জাতি একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠনে একত্র

হয়েছিল, এবং আমাদের দেশ পুরনো 'জাতিসংঘে' যোগ না দিলেও, রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। সানফ্রানসিসকোতে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং নিউইয়র্কে এর প্রধান কার্যালয় হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সারা বিশ্বের নজর এসে পড়েছে। প্রথম থেকেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিগ্রো নেতারা এই নতুন সংগঠনের মধ্যে তাদের জাতির গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়ার সমর্থনের জন্য একটি নতুন সুযোগ দেখতে পেয়েছেন। 'কৃষ্ণকায় জাতির অগ্রগতির জাতীয় সভার' (যা তিনিই প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন) প্রধান পদ থেকে অপসারিত হবার ঠিক আগে ডাঃ ডুবোয়া রাষ্ট্রসংঘে নিগ্রো অধিকারের জন্য একটি আবেদন করেন। এই ঐতিহাসিক দলিলে তিনি দেখান যে আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তিনি লেখেন :

"যুক্তরাষ্ট্রে তার নিজের নাগরিকদের প্রতি এবং বহুলাংশে তার নিজের আইন লঙ্ঘন করেই যে অবিচার চলছে তা চালিয়ে যাওয়া মানেই বিশ্ববাসীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা......তাহলে এই প্রশ্নটি, যা নিঃসন্দেহে প্রধানত আভ্যন্তরীন ও জাতীয় প্রশ্ন, অবধারিতভাবে একটি আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে যতই বিভিন্ন জাতি আরো কাছে আসবে তা আরো আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে।"

এটাই ঘটে গেছে, এবং আমাদের মধ্যে যাঁরা এতই অন্ধ যে দশবছর আগে এই সত্যটি দেখতে পান নি তাঁরা আজ পৃথিবীর শিরোনামায় তা পড়তে পারছেন। রাষ্ট্রসংঘ নিজেই 'বিভিন্ন জাতি কাছে আসায়' যে-বিরাট পরিবর্তন এসেছে তার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে। আজ রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া আফ্রিকান ব্লকে উনত্রিশটি জাতি আছে, এবং 'সাধারণ সভায়' নামের তালিকা পাঠ করলে নতুন নতুন জাতির নাম শোনা যায় যারা এখন সদস্যপদ পেয়েছে—এদের মধ্যে ঘানা, সুদান এবং অন্যান্য আফ্রিকান জাতি আছে। বিরাট ব্যারোমিটারের মত ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার ঢেউ যতই ছড়িয়ে পড়ছে ততই রাষ্ট্রসংঘ দুনিয়ার পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার চেহারা তুলে ধরছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এদেশে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের জন্য যে-চাপ তার প্রধান উৎস বিদেশী শক্তির পরিবর্তনশীল ভিত্তিভূমি। শ্বেতাধিপত্যের যুগ, কতিপয় পাশ্চাত্যজাতির দ্বারা প্রাচ্যের প্রভুত্ব, দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। অন্যদিকে নতুন একটি যুগ জন্ম নিচ্ছে। আমরা, যুক্তরাষ্ট্রের এবং ক্যারিবিয়ানের নিগ্রোরাও, বিশ্বের জেগে-ওঠা কৃষ্ণকায় মানুষদের একটি অংশ। এটা শুধুমাত্র জাতিগত একাত্মতা ও অভিন্ন আবেগের ব্যাপার নয় : ইতিহাসের ধারাই এটা

ঘটিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় জাতির দ্বারা আফ্রিকা লুণ্ঠনের ফলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর এই অংশে ক্রীতদাস হিসেবে এসেছিল—সেটা ছিল সেই যুগের শুরু যা এশিয়ার বৃহৎ অংশকেও শ্বেত প্রভুত্বের অধীনে টেনে এনেছিল। এখন যখন সেই যুগের অবসান ঘটছে, এটা অবশ্যম্ভাবী যে আমাদের নিজেদের ভাগ্য তাতে জড়িত হবেই।

স্বাধীনতা একটি কষ্টোপার্জিত বস্তু, এবং এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ শৃংখলিত তবু তারা ঘাড় উঁচিয়ে আছে এগিয়ে আসা নতুন দিনটির জন্য। উদাহরণ-স্বরূপ কেনিয়া কলোনিতে আফ্রিকান দেশপ্রেমিকদের—তথাকথিত মাউমাউ—বন্যজন্তুর মত খোঁজা হচ্ছে, এবং জনতার নেতা জোমো কেনিয়াট্টা কারারুদ্ধ। লণ্ডনে থাকার সময় এই নির্ভীক মানুষটিকে ভালো করে জানার সুযোগ হয়েছিল; ভারতের নেহেরু এবং উপনিবেশগুলির অন্যান্য অনেক নেতা যাঁরা আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁদের মত তিনি ও তাঁর দেশবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। হ্যাঁ, নেহরু ভারতে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং আরো হাজার হাজার ব্যক্তি। "কিন্তু স্বাধীনতার ও ক্ষমতার রাস্তাটি ঐসব কারাগারের দেওয়াল ভেদ করে এগিয়ে গেছে, এবং কেনিয়াট্টাও ঐপথে এগিয়ে যাবেন।

এক নতুন চীনের উত্থান ঘটেছে, শক্তিতে তরুণ এবং সংস্কৃতিতে প্রাচীন—অর্ধ-বিলিয়ান মানুষের বিশ্বশক্তি। এই চীন এত বড় একটা ঘটনা যে তা স্বীকার না করার উপায় নেই, তবু ওয়াশিংটনের কিছু একগুয়ে রাজনীতিবিদ প্রমাণ করতে চান যে 'চীন' হল সেই দ্বীপাশ্রয় যেখানে চিয়াং কাইশেক এবং তাঁর সমাজচ্যুত সাঙ্গপাঙ্গ আমেরিকার করদাতাদের টাকায় জীবনযাপন করছে। কিন্তু আসল চীনের যেসব প্রতিবেশী এশিয়ায়—ভারতের জনসাধারণ, পাকিস্থান, বার্মা, সিংহল, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া—তাকে এক শক্তিশালী বন্ধু হিসেবে মনে করে। তাই প্রধানমন্ত্রী নেহেরু চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে করমর্দন করেন সানন্দে, এবং বার্মার প্রধানমন্ত্রী উনু প্রাচ্যের এই প্রধান শক্তি সম্বন্ধে বলেন:

"যদিও বার্মা নিজের ঘরে সাম্যবাদকে অপছন্দ করে এসেছে, আমরা চীনাদের ব্যাপারে নাক গলাবো না, যারা তাদের অবস্থা অনুযায়ী সাম্যবাদ বেছে নিয়েছে। সাম্যবাদী নেতারা চীনে বিদেশী অর্থনৈতিক শোষন বন্ধ করেছে, এই প্রথম ঘুষ ও দুর্নীতি উৎখাত করেছে, এবং সেকারণে অন্য এশিয়ানদের প্রশংসা অর্জন করেছে। তারা তাদের জনসাধারণের জন্য একটা নতুন জগত নির্মান করছে।"

আমাদের নিগ্রোদের বোঝা উচিত যখন আমরা রোজ খবরের কাগজে চীনের মত সদ্যমুক্ত একটি দেশের নিন্দে দেখি তখন আমরা যা শুনি তা 'নাও হতে পারে।' আমরা স্মরণ করতে পারি যে ডগলাস তাঁর সময়ে মুক্ত হাইতিকে "এই জাতিটি গলাকাটা ডাকাতদের" এমন কাগজের অভিযোগ থেকে রক্ষা করার জন্য বলেছিলেন, "শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের কৃষ্ণাঙ্গ জাতি সম্বন্ধে সত্যকথা বলতে কষ্ট হয়। ওরা আমাদের দেখে চোখে একটা ডলার লাগিয়ে।"

ওয়াশিংটন এখনও সদ্যজাগ্রত চীনের জনগণতন্ত্রকে স্বীকৃতি নাও দিতে পারে—এবং নিশ্চয়ই এখন অবস্থা অনেক বদলেছে, যখন ইউরোপীয়ানরা সাংহাই-এর পার্কে "কুকুর কিম্বা চীনাদের প্রবেশ নিষেধ" লিখে টাঙিয়ে রাখতো সেই 'সুন্দর দিনগুলোর' মত নয়—তবু এশিয়া-আফ্রিকার মুক্ত জাতিগুলি বান্দুং-এ নয়াচীনকে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের একটি আসন দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে। এখনই নিগ্রো নেতাদের উচিত আমাদের সীমান্তের বাইরের জগতটার দিকে তাকানো এবং (এশিয়া ও আফ্রিকা 'মুক্ত দুনিয়া হারালো' বলে) ওয়াশিংটনের আমলাদের ভয়ংকর কাঁদুনির অনুকরণ বন্ধ করা। নিঃসন্দেহে কিছু লোক আছে যারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন উপনিবেশের মানুষেরা তাদের জমি ও অন্যান্য সম্পদ দখল করে নেয়। কিন্তু তাতে নিগ্রো আমেরিকানদের ক্ষতিটা কি? আমাদের সমস্যা হল আজকাল অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা যে-স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করছে তার খানিকটা আমরা কি করে পেতে পারি। আমাদের যা নিয়ে ভাবতে হবে তা হল আমরা কি 'পেতে' পারি। বড় বড় সাদা আদমীরা কি 'হারাতে' পারে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

নিগ্রো নেতারা ভালো করবেন যদি রাষ্ট্রসংঘের একটি ঘটনার গুরুত্ব নিয়ে একটু ভাবেন। ১৯৫৭ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বরে মিঃ ডালেস রাষ্ট্রসংঘে একটি ভাষণ দেন এবং যদিও তিনি নতুন কিছুই বলেন নি, শুধু পুরণো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন যে এশিয়া ও আফ্রিকায় কমিউনিস্টরা "জাতীয়তাবাদকে উস্‌কে দিচ্ছে যাতে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়", তবু তাঁর কথাগুলো সারাদেশের কাগজে ছাপা হয়। কাগজ ও রেডিও পরবর্তী বক্তাকে গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁর মন্তব্যের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। বক্তা হলেন আকো আডজেই, ঘানার বিচারমন্ত্রী (আফ্রিকার পশ্চিমতটে, যেখান থেকে আমাদের বহু পূর্বপুরুষ এসেছিলেন), তিনি 'সাধারণ সভাকে' বললেন: "...সমস্ত আফ্রিকান মানুষের অথবা সারা

পৃথিবীতে আফ্রিকান রক্তের মানুষদের প্রতি ঘানার একটি বিশেষ দায়িত্ব ও ঋণ আছে, যারা বিদেশী শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করছে, অথবা এমনকি যাদের, শুধু গায়ের রঙের জন্য, প্রাথমিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে যা তাদের দেশের সংবিধান সমস্ত নাগরিকদের মঞ্জুর করেছে। আমি রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যদের এটা খেয়াল রাখতে অনুরোধ করছি যে নতুন ঘানারাষ্ট্র শুধু সমস্ত আফ্রিকানদের স্বাধীনতা নিয়েই চিন্তিত নয়, পৃথিবীর যে কোনো জায়গার আফ্রিকান রক্তের মানুষদের প্রতি. কি আচরণ করা হচ্ছে তা নিয়েও চিন্তিত। আমরা ছোটবড় সমস্ত জাতির বিবেকের কাছে আবেদন রাখছি যে তারা রাষ্ট্রসংঘের সনদে লিখিত মৌলিক মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ধর্মযুদ্ধে যোগ দিক।" (গুরুত্ব অরোপ লেখকের) তথাস্তু, ভাই তথাস্তু! আমি নিশ্চিত যে তোমার বাণী সারাদেশ জুড়ে আফ্রিকার সন্তানদের হৃদয়ে উত্তাপ দেবে।

হ্যাঁ, মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ জাতিরা আমাদের রক্তের বন্ধু: তাদের বাড়ন্ত শক্তিও আমাদের। যখন ভারতের রাষ্ট্রদূতকে টেক্সাসে জিম-ক্রোর আচরণ পেতে হল, যখন ঘানার অর্থমন্ত্রী ডেলওয়্যারে একই আচরণ পেলেন, তখন ও'দের এবং ওদের দেশবাসীর ঠিক তেমনি লেগেছিল যেমনটি আমাদের লাগে। কূটনৈতিক মার্জনা ওদের কাছে চাওয়া হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু ও'রা জানেন যে রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রসচিব আমাদের ১৬ মিলিয়ন মানুষের কাছে মার্জনা চায় না যারা রোজ জাতি-বিদ্বেষের অপমান সহ্য করছে, অন্যান্য জাতির লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের কাছেও মার্জনা চায় না, যেমন আমেরিকান ইণ্ডিয়ান, মেক্সিকান—আমেরিকান, পুয়ের্টোরিকান এবং এশিয়ান রক্তের মানুষ—যারা এই 'মুক্ত মানুষের দেশে' অপমানিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। একারণেই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা, মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশ, আজ সোচ্চার হয়ে জানাচ্ছে যে জেরিকোর দেয়াল ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে।

আমাদের দেশে কিছু গোঁড়া শ্বেতাধিপত্যবাদী ব্যক্তি আছে যারা বিদেশী জনমতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। দক্ষিণ ক্যারোলিনার রাজ্যপাল টিমারম্যান সংবাদপত্রে বলেছেন যে "ভারত নিগ্রো-বা শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এটা হাস্যকর যে আমেরিকানরা কি করছে তা নিয়ে এই লোকেরা মাথা ঘামায়।" তিনি উপদেশ দিলেন যে কৃষ্ণবর্ণ দেশের কূটনীতিবিদরা দক্ষিণে এলে যেন 'সবচেয়ে ভালো নিগ্রো হোটেলে থাকে।'

আমাদের সৌভাগ্য এবং গোটা দেশের সৌভাগ্য এই যে জাতীয় নেতৃত্বের

প্রধান গোষ্ঠীটি এতটা অজ্ঞ নয়। তাঁদের ব্যক্তিগত সংস্কার যাই হোক না কেন, যাঁরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন তাঁদের কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী-চাপ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। জাতি-বিচার আমাদের জাতীয় মর্যাদার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা জাতীয় অর্থনীতিকে ভয়ানকভাবে আঘাত করতে পারে। যারা বিদেশ-আগত কাঁচা মাল, বিদেশী বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত তারা ইস্টল্যাণ্ড, টিমারম্যান, ফবাসের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী ও শক্তিশালী। টিকে থাকতে হলে নতুন জাতিগুলির সঙ্গে সহবাস করতে হবে, এই ঘটনার মুখোমুখি হওয়ায় নিঃসন্দেহে আমেরিকার শাসকবর্গ নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভেবে দেখবে।

এতক্ষণ যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কথা বললাম তা কাগজের শিরোনাম এবং বর্তমান ঘটনার একটি অতিদ্রুত মূল্যায়ণ নয়ঃ এ আমার বহুদিনের মনোভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'ঠাণ্ডা লড়াই' শুরু হবার অনেক আগে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন আমাদের দেশ হিটলারবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্র ছিল—আমি কয়েকটি নতুন ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যা আমার স্বজাতির পক্ষে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়েছিল। ১৯৪৪, ১২ই এপ্রিল, নিউইয়র্ক টাইম্‌সের একটি সাক্ষাৎকারে আমি বলেছিলাম "এইদেশে নিগ্রোদের সমস্যাটা খুবই গুরুতর। আমরা আমেরিকায় বসে অনেক জাতির নিন্দে করি। আমরা জানি যে যুদ্ধ ঘটা সত্বেও আন্তর্জাতিক বিবেকের বিশাল প্রভাব। নিগ্রো সমস্যা-সমাধানের একটা অংশ হবে বাইরে থেকে আমেরিকার ওপর অন্যান্য দেশের চাপ সৃষ্টি। এই-মুহূর্তে ইংরেজ সমরক্ষেত্রে সেনাদলে ১০০,০০০ জন নিগ্রো আছে। আমেরিকানরা এখানকার মত পৃথক-ব্যবস্থা চেয়েছিল। কিন্তু ইংরেজরা পৃথক-ব্যবস্থার বদলে মিশে যাবার ওপর জোর দিয়েছিল। এটাই প্রমাণ করে যে অ্যাংলো-স্যাক্‌সন জগতের মধ্যেও কাজ করা সম্ভব, এবং প্রমাণ করে বিদেশী মতামতের শক্তি।

বাইরের চাপের কথা বলতে গিয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে নিগ্রোদের চাপটিও গন্য করার মত শক্তি, এবং তাই বলেছিলাম এইভাবেঃ

"এটা অবশ্যই কোনো জাতিগত যুদ্ধ নয়—এর মূলে আছে কারা স্বাধীন আর কারা স্বাধীন নয় সেই ধারণা। আমেরিকান নিগ্রোর মেজাজ বদলে গেছে। এখন সে তার স্বাধীনতা চায়। সে তোমাদের দিকে হাসিমুখ করে

তাকাক বা না তাকাক, সে তার স্বাধীনতা চায়। জনতার সনাতন শোষক নিশ্চয়ই অতিত্ত হয়ে গেছে।”

এক দশক আগে এই ছিল আমার দৃষ্টিভঙ্গী, এবং আজও এখানেই আমার অবস্থান।

এই অধ্যায়ে আমি মনে করি সেইসব বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়েছি যা এখন নিগ্রোদের অধিকার অর্জনকে সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু আমরা তো জানি সুযোগই যথেষ্ট নয়। ডগলাস শিখিয়েছেন, “যদি সংগ্রাম না থাকে অগ্রগতি হবে না। ক্ষমতাসীন শক্তি দাবী না করলে কিছুই দেয় না। কখনো দেয়নি, এবং কখনই দেবে না।” অতএব যে-সংগ্রাম এখনও বাকী আছে এবং যে-নিগ্রো ক্ষমতা আমাদের দাবীপূরণের উপায় তা নিয়ে, আসুন এখন আলোচনা করা যাক।

নিগ্রো আন্দোলনের শক্তি

"আর কতদিন, হে ঈশ্বর, আর কতদিন ?"—নিপীড়িত মানুষের সেই বহুযুগের আর্তনাদ আজকাল প্রায়ই নিগ্রো কাগজে প্রতিধ্বনিত হয়, যার পাতায় পাতায় থাকে আমাদের ওপর নানান আক্রমনের খবর ও ছবি। একটি ছবিতে একজন নিগ্রোকে শ্বেতাঙ্গ পাণ্ডা লাথি মারছে আর সঙ্গে সঙ্গে আঘাতটা পাঠকের বুকে এসে লাগে। এছাড়াও আরো ভয়ংকর ছবি থাকে—জ্বলন্ত ক্রুশ প্রহৃত পুরোহিত, বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, শিশুদের প্রতি হুমকি, হাত পা ভাঙা মানুষ, কারারুদ্ধ মা, অবরুদ্ধ পরিবার—এ সবই বলে দেয় কি চলছে চারপাশে।

আর কতদিন ? উত্তর ঃ যতদিন আমরা সয়ে যাবো। আমি বলি নিগ্রোদের আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে, আমি বলি এই সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা আনার ক্ষমতা আমাদের আছে। এ ঘটনা স্বীকার করলেই আমাদের কর্মসূচী পরিকল্পনায় নতুন শক্তি, বলিষ্ঠতা ও সংকল্প আসবে, লক্ষ্যপূরণে আসবে নতুন জঙ্গীভাব।

এ ধারনা সম্বন্ধে সন্দেহ ও অস্বীকৃতি—আজ আমাদের সামনে যে-চ্যালেঞ্জ তার দ্বিতীয় অংশ—প্রথমটির সম্বন্ধে যা দেখিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট। কট্টর বর্ণবিদ্বেষী যারা সমান অধিকার সম্বন্ধে চেঁচিয়ে বলে 'কখনই না', এবং ক্রমবিবর্তনবাদী, যারা মৃদুকণ্ঠে বলে 'এখন নয়', এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে নিগ্রোরা ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। দুর্ভাগ্যক্রমে এটাও সত্যি যে বহুলাংশে নিগ্রোরা নিজেদের শক্তি কি তাই জানে না, এবং কি করে তাদের কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে তা বুঝতে পারে না। এই ব্যাপক ধারনাটির ভিত্তিও স্পষ্ট। আমরা সংখ্যালঘু, আমাদের দেশের জনসংখ্যার দশমাংশ। আমেরিকাতে যেভাবে শক্তি বিচার করা হয়—অর্থনৈতিক সম্পদ, রাজনৈতিক পদ, সামাজিক অগ্রাধিকার —সে দিক থেকে আমরা দুর্বল ; এবং এ থেকেই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে পরিবর্তন ঘটানোর মতো ক্ষমতা নিগ্রোদের নেই বললেই চলে।

যাই হোক, এটা বোঝা উচিত যে এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বনাম সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরোধ নয়। যদি তা হত, যদি আমরা আরো শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে চাইতাম তবে সে চেষ্টা

নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হত। কিন্তু আমাদের দাবী তো তা নয়। আমরা সমান হয়ে জন্মেছি, এমন ঘোষণা করে আমরা সমান অধিকার চাইছি যা আইন অনুসারে আমাদের প্রাপ্য। আমাদের দাবী মঞ্জুর মানেই শ্বেতাঙ্গদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা নয়ঃ পক্ষান্তরে সমস্ত আমেরিকানদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে তা আরো মজবুত করে তুলবে। আমাদের যাতে অধিকার নেই তা আমরা চাইছি না, এবং এখানেই আমাদের দাবীর নৈতিক শক্তি। আমাদের দাবীর এই স্বীকৃত সঠিকতার জন্যই অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের সমর্থন আমরা পেয়েছি।

আর সবার স্তরে প্রথমশ্রেণীর নাগরিকত্বের দাবী মঞ্জুর করলেই আমরা সমান হয়ে যাবো না। উৎপীড়নের ফলে আমরা এখনও মই-এর সবচেয়ে নিচের ধাপে আছি, এবং সমস্ত বাধা অপসারিত হলেও সাধারণ জীবনধারণের মানে পৌঁছতে আমাদের এখনও অনেকটা পথ উঠতে হবে! কিন্তু আমাদের যা দাবী সেই সমান অধিকারগুলি ছাড়া আকাঙ্ক্ষিত সমান জায়গায় আমরা কোনোদিনই পৌঁছতে পারবো না। সুতরাং সেই অধিকার-অর্জন চূড়ান্ত পাওয়া নয়, ন্যূনতম প্রয়োজনমাত্র, এবং এর চেয়ে কমে আমাদের চলবে না। এবিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এদেশে শুধু সংখ্যালঘুদের অভিমত নয়। যদিও 'শ্বেতাধিপত্যের' সবচেয়ে হিংস্র সমর্থকগণ নিগ্রোদের সমান সুযোগ দিয়ে তাদের বিশ্বাস যাচাই করতে অপারগ, আমি বিশ্বাস করি অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের এটুকু মেনে নেবার মত ন্যায়বোধ আছে যে আমাদের এ সুযোগ দেওয়া উচিত।

আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানদের নৈতিক সমর্থন বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় কিন্তু যেটা মানতেই হবে এবং এখানেই নিগ্রো আন্দোলনের চূড়ান্ত ক্ষমতা— তা হল ঃ

যেখানেই এবং যখণই আমরা নিগ্রোরা আমাদের আন্তরিকতা, মর্যাদা ও সংকল্প নিয়ে আমাদের বৈধ অধিকার দাবী করবো আমাদের দিকে আমেরিকান জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন একটি সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

লিটলরক কাহিনীর সবচেয়ে মূল্যবান অংশ রাজ্যপাল ফবাস ও স্থানীয় জনতা কি করেছিল তা নয়, রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার কি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাও নয়, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নজন নিগ্রো তরুণ, তাদের পিতা-মাতা, নিগ্রো সমাজ ও নেতৃত্বের সমর্থন পেয়ে সেন্ট্রাল হাই স্কুলে পড়ার অধিকার দাবী করে বসেছিল। এই দাবী জানানোর জন্য তরুণেরা যে বিস্ময়কর

সাহস ও মর্যাদা দেখিয়েছিল তা আমেরিকান জনসাধারনের প্রশংসা অর্জন করে। তাদের 'কাজ গণতান্ত্রিক শ্বেতাঙ্গ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জনে তথাকথিত "সহনশীলতা" বিষয়ক বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছিল।

লিটল্‌রক ছিল জিম ক্রো স্কুলগুলি উচ্ছেদ করার প্রথম যুদ্ধ; আমাদের সংকল্পের আরো কঠিন পরীক্ষা শীগগিরই হবে। জনশিক্ষায় পৃথক-ব্যবস্থার উচ্ছেদ এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় আছে, এবং প্রতিক্রিয়ার মূল শক্তির সঙ্গে এখনও মোকাবিলা বাকি। কিন্তু ফিরে যাবার উপায় নেই, এবং আগামী সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন খুবই জরুরী।

আমি ঘরে বাইরে শক্তির উৎসের কথা বলেছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের শক্তি কতটুকু?

আমাদের সংখ্যার জোর আছে, সংগঠনের জোর আছে, আছে আত্মিক জোর। আমি যা বোঝাতে চাইছি তা ব্যাখ্যা করে বলছি।

ষোল মিলিয়ান মানুষ অবজ্ঞা করার জিনিষ নয়, বস্তুত রাষ্ট্রসংঘে অনেক জাতির জনসংখ্যা এর চেয়ে কম। আর কিছুতেই বলা চলবে না যে নিগ্রোদের প্রশ্নটি একটি গোষ্ঠীগত ব্যাপার: দক্ষিণ থেকে একটানা বহির্গমনের ফলে নিগ্রো সম্প্রদায়টি দেশের সব অংশে ছড়িয়ে গেছে এবং জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যেসব জায়গা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে বহুপরিমানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নিউইয়র্ক, ওহাইড, পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, ইলিনয়েজ এবং ক্যালিফর্নিয়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ্যে নিগ্রো ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে আমার সংখ্যার জোরটি ঠিক দেখা যায় না বা সেভাবে কাজ হয় না।

প্রায়ই আজকাল খবরের কাগজে ও পত্রিকায় নিগ্রো পরিবারের ছবি দেখি—স্বামী, স্ত্রী, তাদের ছেলেমেয়ে—তাদের নতুন কেনা বা ভাড়া বাড়িতে ঠাসাঠাসি করে আছে, আর বাইরে শত শত নিগ্রো-বিদ্বেষী জমায়েত হয়েছে পাথর ছোঁড়ার জন্য, গালাগালি দেবার জন্য, হত্যা আর আগুন লাগানোর হুমকি দেবার জন্য, এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই ছবিটায় এমন একটা জিনিস নেই বা থাকা উচিৎ ছিল, এবং তার অনুপস্থিতি জাগিয়ে তোলে সেই ঘ্যানঘেনে প্রশ্নটি যা এড়ানো যাবে না: অন্য নিগ্রোরা কোথায়? এই শহরে হাজার হাজার নিগ্রোরা

আছে তারা তাদের আপনজনকে রক্ষা করছে না কেন ? সংখ্যার জোর, যা কিনা এই দৃশ্যে নেই, গোটা ছবিটাই এমনভাবে বদলে দিতে পারতো যা অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। কতিপয় মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা এক কথা, কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষী শক্তিগুলি পরিস্থিতি সুবিধেজনক দেখলে যেমন তর্জনগর্জন করে, অসুবিধে দেখলে তেমনি গুটিয়ে নেয়।

আমি অবশ্য এমন ইঙ্গিত দিচ্ছি না যে নিগ্রোদের হাতেই আইন-প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু আমাদের অধিকার, সর্বোপরি কর্তব্য হল, আমাদের গোটা সমাজের শক্তিসামর্থ্য একত্র করে প্রতিটি পরিবারের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। বস্তুত আইন নিজেই একশোগুণ বেশি দ্রুত কাজ করবে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আমাদের সংখ্যার জোর আছে। সারা দেশে— শিকাগো, ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক, বার্মিংহাম এবং অন্যত্র সমস্ত বড় বড় নিগ্রো গোষ্ঠীর প্রমাণ করার সময় এসেছে যে তাদের যে কোনো একটির বিরুদ্ধেও গণ-হিংসা তারা সহ্য করবে না। টমাস জেফারসন অবিচ্ছেদ্য অধিকার তালিকাতে 'স্বাধীনতা' এবং 'সুখ অন্বেষণের' আগে 'জীবনকে স্থান দিয়েছে, এবং ·এটা আজ নিগ্রো আমেরিকানদের পক্ষে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আর সবকিছুর আগে প্রথমেই রাখতে হবে এবং সমাধান করতে হবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সমস্যাটি। যখন নিগ্রোদের বলা হয় যে তারা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে, তার মধ্যে সর্বদা একটা হুমকি প্রচ্ছন্ন থাকে যে যদি তারা তা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে মানুষ খেপিয়ে দেবে। তাই, আমি যেভাবে দেখি, অন্য সবকিছুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এখন প্রমাণ করা যে আমাদের বিরুদ্ধে এই লোক খেপিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা আমরা আর সহ্য করবো না। কেবলমাত্র একটি শহরের নিগ্রোরা মারমুখী জনতার প্রথম দর্শনেই সার্বিকভাবে এগিয়ে আসুক—মিছিল করে, ধর্মঘট করে, বয়কট করে—এবং তাতে প্রতিটি জায়গার মানুষকে এক ধাক্কাতে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

ওয়াশিংটনে ১৯৫৭ সালের ১৭ই মে তারিখে, সুপ্রীম কোর্টের রায়দানের তৃতীয় বার্ষিকীতে, 'স্বাধীনতার প্রার্থনায় তীর্থযাত্রার' আহ্বান সত্যিই ছিল এক চমৎকার পরিকল্পনা। সমবেত হাজার হাজার মানুষ ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিল সেখানকার ভাষণ শুনে। মর্যাদা ও শৃঙ্খলার দিক থেকে সমাবেশটি ছিল গর্ব করার মত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাবেশের আকার দেখে একটা হতাশার ভাব জেগেছিল, কারণ তা জাতীয় সমাবেশ হিসেবে আমাদের সংখ্যাগত শক্তির সম্যক প্রতিফলন ঘটাতে পারে:

নি। কাগজে পত্রে নানান অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং অস্বীকার করা হয়েছিল—নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রস্তুতিকর্মে গরিমসি করেছে, কিন্তু এখানে এইসব তর্কে প্রবেশ করে কোনো ইতিবাচক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হল: যখন আমরা আবার ঐরকম জমায়েতের ডাক দেবো (এবং আরো তিনবছর কাটার আগেই তা ডাকা উচিত) আমরা অবশ্যই সমস্ত রকমের চেষ্টা করবো যাতে হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্র করে দেখিয়ে দিতে পারি যে আমরা যা ভাবি তাই করি। এবং বক্তৃতা শুনে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অতিরিক্ত কিছু আমাদের করা উচিত। আমাদের মুখপাত্রদের হোয়াইটহাউস এবং কংগ্রেসে যাওয়া উচিত এবং আমাদের সবার সম্মিলিত সমর্থনে বলীয়ান হয়ে আমাদের কর্মধারার দাবী পেশ করা উচিত। তারপর তাদের ফিরে এসে সমবেত জনতাকে বলতে হবে 'ব্যক্তিটি' কি বললেন, যাতে জনতা ঠিক করতে পারে তারা তাতে সন্তুষ্ট কিনা এবং এ সম্পর্কে কি করা উচিত।

মিনমিন করার সময় বহুদিন চলে গেছে। যদি কেউ ভয় পেয়ে ভাবে যে কোনো রাজনীতিবিদ হয়তো এরকম দৌত্যের মুখোমুখী হয়ে 'অস্বস্তিবোধ' করতে পারে, কিম্বা এমন আশংকা করতে পারে যে এরকম কাজ একটু বেশি দুঃসাহসিক—বেশ তাহলে এই ভীরুপ্রাণ ব্যক্তিটি সরে যাক, কারণ আমাদের দলে অনেকেই আছেন যাঁরা এক্ষুনি সরকারের যে কোনো বা সব বড়বাবুর সঙ্গে চোখা চোখা কথা বলে আসতে পারে। আমাদের মাথায় এ কথাটা ধরে রাখতে হবে—এবং প্রতিটি নেতার মাথাতেও—যে আমরা বড় বড় সাদা আদমীদের কাছ থেকে 'অনুগ্রহ' চাই না যখন, উদাহরণস্বরূপ, আমরা দাবী করি যে এগজিকিউটিভের পূর্ণ ক্ষমতা দক্ষিণে নিগ্রোদের নাম তালিকাভুক্ত করতে ও ভোট দিতে ব্যবহৃত হোক, এবং যখন এরকম দাবীর জন্য আমরা সত্যি-কারেই জমায়েত হতে পারবো তখন উত্তরটা অবশ্যই হবে 'হ্যাঁ'।

সাংগঠনিক শক্তি, যার ভেতর দিয়ে সংখ্যাগত শক্তির প্রকাশ হয়, নিগ্রোজাতির আর একটি বড় শক্তি। আমেরিকান জীবনের খুব কম অংশই নিগ্রো সমাজটার মত এতটা গভীরভাবে সংগঠিত। কেউ কেউ বলে যে আমাদের বড় বেশি সংখ্যক সংগঠন—বড় বেশি ভিন্ন ভিন্ন চার্চ এবং ভিন্ন নামের গোষ্ঠী, বড় বেশি মৈত্রী সমিতি, ক্লাব এবং সভা,—কিন্তু আমাদের তা আছেই, এবং আক্ষেপ করে লাভ নেই। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা স্বীকার করা, যাকে প্রায়ই অস্বীকার করা হয়; নিগ্রোরা

একজোট হতে পারে এবং হয়, এবং যৌথ প্রচেষ্টায় তারা উল্লেখযোগ্য কাজও করেছে। 'আমাদের লোকদের মুশকিলটা হল'—কতবার আপনারা শুনেছেন (অথবা হয়তো নিজেরাই বলেছেন) 'আমরা কিছুতেই এক হতে পারি না' ; কিন্তু সরল সত্যটি হল আমরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি নানান সংগঠনে যোগ দিই, জড়িত হই। 'আমাদের লোকজন ভালো কোনো উদ্দেশ্যে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুতই নয় ?' আমরা শুনতে পাই, এবং তবুও দেখি যে প্রতিবছর সারা দেশে কয়েকশো গরীব মানুষের সভা হাজার হাজার ডলার সংগ্রহ করে দান করছে সেই উদ্দেশ্যে যা তাদের প্রেরণা দেয়।

নিগ্রো সমাজগুলি আসলে সংগঠিত এবং এ ব্যাপারটার গুরুত্ব মোটেই কম হয় না যদি দেখা যায় যে আমরা আমাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা মেটাতে বহু-সংখক সংগঠন তৈরি করেছি। এন, এ, এ, সি পির মত সংগঠনগুলো, আদালতে আমাদের অধিকার রক্ষার কাজে যে-সংগঠন বহু বিস্ময়কর সাফল্যের অধিকারী এবং আরো অনেক উল্লেখযোগ্য কাজের উদ্যোক্তা, এখন যেরকম সংখ্যক সদস্য ও আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে তার চাইতেও বেশি পাওয়া উচিত। তবু এটা স্পষ্ট যে আমাদের সাংগঠনিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করতে হলে ঐক্যবদ্ধ কাজের জন্য আমাদের সমস্ত জাতির সমস্ত সংগঠনগুলোকে একত্র করতে হবে। আলাবামায় মণ্টগোমারিতে জিম ক্রো বাসগুলির বিরুদ্ধে মহান সংগ্রাম ও বিজয় নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে যে উদ্দেশ্য এক হলে নিগ্রো সমাজের বর্তমান বিভিন্ন সংগঠন ভালোভাবেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। অবশ্যই নেতৃত্বের বিষয়টি, যা এই অধ্যায়ে পরে আলোচনা করবো, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু আমি যার ওপর জোর দিতে চাই তা হল যে মণ্টগোমারি ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সফল সংগ্রামের জন্য যে সাংগঠনিক ভিত্তি প্রয়োজন তা আছে। মণ্টগোমারিতে আমাদের লোকেরা প্রতিটি খুটিনাটির উদ্ভাবণ ও পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে যে অসাধারণ সংগঠনের পরিচয় দিয়েছে তার সামনে দাঁড়িয়ে এখনও কে বলতে পারে যে নিগ্রোরা যথার্থ যৌথ কাজের ক্ষমতা রাখে না ? আমাদের দেশে আর কোন গণ-আন্দোলন এতটা সুপরিকল্পিতভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল ?"

মণ্টগোমারিতে চার্চ ও তাদের পাস্টররা যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা এই কথাই তুলে ধরে যে নিগ্রো চার্চ যেমন আমাদের ইতিহাসে বরাবর এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে তেমনি তা আজও আমাদের সাংগঠনিক শক্তির সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি। এটা যে সত্যি তার কারণ শুধু ধর্মসভাগুলির

লোকসংখ্যা নয়, কারণ আমাদের চার্চগুলো প্রধানত স্বাধীন নিগ্রো সংগঠন। চার্চ এবং একইরকম স্বাধীন চরিত্রের গোষ্ঠীগুলি—ভ্রাতৃপ্রতিম ধর্মীয় দল, মহিলা-সঙ্ঘ, ইত্যাদি—ক্রমেই আরো বেশি করে নেতৃত্ব দেবে, কারণ তারা সাধারণ নিগ্রো মানুষের খুব কাছে, ওদের প্রয়োজনে বেশি করে সাড়া দেয়, এবং নিগ্রো সমাজের বাইরের শক্তির দ্বারা কম নিয়ন্ত্রিত হয়।

এখন আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সাধারণ স্তরের নিগ্রোদের মধ্যে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতি, যা সম্ভাবনার দিক থেকে আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং কার্যকরী—দুই মিলিয়ন নিগ্রো নরনারী যারা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সদস্য। আমরা হলাম মেহনতী মানুষ, এবং নিগ্রো মজুরের মাইনেটাই আমাদের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতির পরিমাপ। গড়পড়তা রোজ-গারের সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের প্রাপ্ত এক ডলা-রের জায়গায় নিগ্রো শ্রমিক পায় ৫৩ সেন্ট, এবং শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৪,৩৩৯ ডলারের জায়গায় গড় হিসেবে একটি নিগ্রো পরিবারের বাৎসরিক আয় ২,৪১০ ডলার। এই রুটি-মাখনের মূল স্তরেই আমাদের সমতার লড়াই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি; এবং এখানে নিগ্রো ট্রেডইউ-নিয়নের লোকেরাই পথ দেখানোর প্রধান বাহিনী।

এটাও বোঝা উচিত যে আমাদের সামাজিক অধিকারের সার্বিক সংগ্রামে ট্রেডইউনিয়নবাদীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। আমাদের সামাজিক সংগঠনগুলোর সদস্যসংখ্যার একটা বড় অংশ তারাই, এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে জড়িত আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় অংশ। অতএব নিগ্রো ট্রেডইউনিয়ন সদস্যরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মিত্র: আমেরিকার সাধারণ মানুষ, যাদের সমর্থন এই সংকটে আমাদের দিকে পেতেই হবে, তাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন্ত যোগসূত্র।

আমাদের সংগঠিত শ্রমজীবী নরনারীর প্রতি আমার বক্তব্য: দুরকমের চ্যালেঞ্জ আপনাদের সামনে। আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিকে নিগ্রো ট্রেডইউনিয়নের উচিত ক্রমেই বেশি করে প্রভাব বিস্তার করা। কোনো চার্চ, কোনো ভ্রাতৃপ্রতিম সঙ্ঘ, কোনো সামাজিক সংগঠনকেই আমাদের সমাজে মহান আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুফল থেকে বাদ দিয়ে চালানো ঠিক নয়। সাম্য ও স্বাধীনতার প্রাচীন সংগ্রামে আপনাদের ডাক এসেছে প্রাণশক্তি, সংকল্প, সাংগঠনিক দক্ষতা, ইস্পাতদৃঢ় আপোষহীন জঙ্গী মনোভাব যুক্ত করতে।

দ্বিতীয়ত, আপনদের কাঁধেই আজ আমাদের মুক্তিসংগ্রামের জন্য সাদা-কালো গোটা ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি প্রদর্শন করার দায়িত্ব এসে পড়েছে। যদিও শ্রমিক নেতৃত্বের উচ্চস্তরে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রায় কেউ নেই, আপনারা সংখ্যার জোরে এটুকু দেখতে পারেন যে এ, এফ, এল—সি, আই, ও-র নেতৃত্বে বিদেশে তথাকথিত 'মুক্তির ধর্মযুদ্ধ' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের দেশে একই ব্যাপারে যেন চুপচাপ না থাকে। আপনারা নিগ্রো শ্রমিকদের দিক থেকে পূর্ণ সাম্যের জন্য শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীদের একজোট করুন—যে কোনো কাজ করার অধিকার; একই কাজের একইরকম পারিশ্রমিক; জিম ক্রো ইউনিয়নের অবসান; ইউনিয়নের নেতৃত্বে যোগ্য নিগ্রো প্রার্থীর নির্বাচন; ট্রেডইউনিয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী যার উদ্দেশ্য হল 'শ্বেতাধিপত্যের' ধারণাটা দূর করা যে-ধারণার সাহায্যে মালিকপক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মন বিষিয়ে দিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে চালিত করে!

গত কয়েকবছর যেখানেই গেছি আপনাদের জঙ্গী সংগ্রাম লক্ষ্য করেছি এবং তাতে অংশ নিয়েছি—শিকাগোতে প্যাকিংহাউজ শ্রমিকদের সঙ্গে, ডেট্রয়েটে অটো শ্রমিকদের সঙ্গে, ওয়েস্ট কোস্টের নাবিক ডক মজুরদের সঙ্গে, ইলিনোয়াস, পেনসিলভানিয়া, ইণ্ডিয়ান, ওহাইওর ইস্পাত শ্রমিকদের সঙ্গে, নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়ার কেরাণী, ফার ও বস্ত্র শ্রমিকদের সঙ্গে, সারাদেশে অসংখ্য জায়গার শ্রমিকদের সঙ্গে—এবং আমি নিশ্চিত যে আজ আপনাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ তা আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন।

সমস্ত নিগ্রো গোষ্ঠীর প্রতি আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সাংগঠনিক শক্তিকে সচল রাখার চাবিকাঠি হল সংহত কর্মধারা, সার্বজনীন সংগ্রামের পরিকল্পনা ও রূপায়নের জন্য বর্তমান সমস্ত সংগঠনকে একত্রিত করা। আমরা ভালো করেই জানি যে এ কাজটি সহজ নয়। আমরা নানানভাবে বিভক্ত—রাজনীতিতে, ধর্মীয় সম্পর্কে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীতে, এবং এই গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের সঙ্গে আছে বিভিন্ন নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং হিংসে। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত আজকাল সমাজে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি চিন্তা ও কর্মের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে ক্রমেই সবার অধৈর্য বাড়ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাজে শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে, তা সে নিয়ন্ত্রন রাজনৈতিক মাতব্বরদের প্রত্যক্ষ আদেশের ভেতর দিয়েই আসুক কিম্বা শ্বেতাঙ্গ উদারপন্থীদের আরো বিচক্ষণ 'উপদেশ' হিসেবেই আসুক, যা না শুনলে পরিণাম খারাপ।

চারপাশে এই চেতনা ক্রমেই বাড়ছে যে আমাদের নানান ভিন্নতাসত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, এবং আমার মনে হয় যে এ ধারণার অন্তর্নিহিত শক্তি সমস্ত বাধা সরিয়ে দেবে। একেবারে হঠাৎ সংহত কর্মধারার সৃষ্টি হয় না ঃ এর বিকাশ হবে মাটির স্তর থেকে এবং সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে যাবে। এবং এই ঐক্য নির্মানের কাজটিতে আমরা প্রত্যেকেই যেখানেই থাকি না কেন আত্মনিয়োগ করতে পারি।

ঐক্যবদ্ধ জনগণের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের, এবং তা বলতে আমি কি বুঝি তা পরিষ্কার করে বলি। সম্প্রতি বিশিষ্ট নিগ্রো সাংবাদিক কার্ল টি রোয়ান যিনি 'এবনি' পত্রিকায় আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, নিজেই একই বিষয়ে রেডিওতে সাক্ষাৎকার দেন এবং বলেন ঃ 'রোবসনের কথা হল নিগ্রোরা এদেশে কখনও মুক্ত হবেনা যতক্ষণ না তারা কম-বেশি একইকথা বলতে পারছে এটা খুবই স্পষ্ট যে এই কণ্ঠস্বরটি হল তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরের কাছাকাছি একটা কিছু।'

সত্যিকথা কি, আমি তা ভাবি না, আমি চাই না যে মিঃ রোয়ান বা অন্য কেউ এবিষয়ে আমাকে ভুল বুঝুক। যে একক কণ্ঠস্বরে আমাদের সবার কথা বলা উচিত তা প্রতিটি নিগ্রোর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের গোটা জাতির অভিব্যক্তি—আমাদের মুক্ত ও সমান হবার অধিকার। অন্য অনেক প্রশ্নেও আমাদের মধ্যে অনেক বিরোধ আছে, এবং সেজন্যই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে সবার কথা বলার ভাব দেখানোটা সম্ভব নয়।

নিজের জন্য এরকম কিছু দাবী তো করিই না বরং আমি যার ওকালতি করছি তা এর বিপরীত আদর্শ! আমি নিগ্রো হিসেবে আমাদের এক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যের সমর্থক। একটি পক্ষপাতহীন ঐক্য, যে ঐক্য যা কিছু আমাদের ভাগ করে তাকে পেছনে ঠেলে দেয়, যে ঐক্যে কোনো উপদল বা দলকে অন্যের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে দেওয়া হয় না। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব বলতে বোঝায় যে সমস্ত রাজনৈতিক ধ্যানধারণার মানুষ রক্ষনশীল, উদারপন্থী এবং প্রগতিবাদী সেখানে প্রতিনিধিত্ব পাবে। একটি শর্ত করা হোক যার কোনো ব্যতিক্রম থাকবে না ঃ নিগ্রো নেতৃত্ব—নেতৃত্বের প্রতিটি নরনারী—আর সবকিছুর উর্ধে রাখুক আমাদের জাতির স্বার্থ ও তার সংগ্রাম।

নিগ্রো নেতৃত্বের একটি জাতীয় সম্মেলনের প্রয়োজন—বিশেষ জরুরী

প্রয়োজন—দেখা দিচ্ছে, তা মুষ্টিমেয় মানুষের নয়, দেশের সমস্ত অংশের, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের, সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিদের সমাবেশে আমাদের এই সংকটকালে নিগ্রো আমেরিকানদের এক কর্মসূচী কিভাবে করা যায় তা ঠিক হবে। আজ এরকম কর্মসূচী আমাদের এবং এটা না থাকলে রাডারহীন জাহাজের মত আমাদের অবস্থা। আমরা রোজ এলো থেলো ঘুরে বেড়াবো, বিভিন্ন সমস্যা জোড়াতালি দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করবো। আমাদের আজকের এবং আগামীকালের ঝোড়ো দিনে অনুসরণ করার মত একটা পথ তৈরি করতে হবে, যে পথ চলে গেছে সোজা স্বাধীনতার দিকে।

বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকীয়তে এবং অন্যত্র শুধু আইনগত উদ্দেশ্যেই নয়, নিগ্রোদের সংহত কর্মধারার সমস্তরকম উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়, এবং আমি যে জাতীয় সম্মেলনের কথা বলেছি তা এই প্রয়োজন মেটাতে পারে। সর্বত্র আমাদের সংগ্রামে কেন্দ্রীয় অর্থাগার 'যৌথ সিন্দুক' হিসাবে কাজ করবে। নিরপেক্ষ ও কোনো একটি সংগঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে এই অর্থাগার আমাদের সমগ্র জাতির একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে, এবং নিগ্রো আমেরিকার কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া মিলবে। এছাড়াও এরকম অর্থাগার নিঃসন্দেহে আমাদের সংগ্রামের সহানুভূতিশীল শ্বেতাঙ্গ মানুষদের কাছ থেকে অনেক সমর্থন পাবে।

যদি আমরা নির্ভয়ে সংখ্যাগত শক্তির কথা ভাবি, আমরা সাংগঠনিক ব্যাপারটিও বড় করে ভাবতে পারবো। আমাদের লক্ষ্য সবার লক্ষ্য, এবং সেকারণে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়ও এমন হতে হবে যে আমাদের সবাই তাতে অংশ নিতে পারে। সারাদেশে, প্রতিটি রাজ্যে, প্রতি শহরে নিগ্রো জাতির পূর্ণ সাংগঠনিক সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে হবে।

আমাদের জাতির যে আত্মিক শক্তি তাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মনে হতে পারে, কিন্তু আজকের সংগ্রামের এই মহানশক্তির স্ফুরণ একান্ত প্রয়োজন। দৃঢ় সংকল্পবোধ, সংকটে উচ্ছ্বাস—স্বাধীনতার দীর্ঘ ও ক্লান্ত পথপরিক্রমায় এই আমাদের জাতির অন্তরাত্মা। বিভিন্ন মহামানবের মৃত্যুহীন প্রাণ অতীতে আমাদের পথ দেখিয়েছে—ডগলাস টাবম্যান এবং আরো অনেকে—পথ দেখিয়েছে লাখ লাখ মানুষ যারা "একটু একটু করে" এগিয়ে গেছে। এই প্রাণশক্তি আমাদের গানে এখনও সজীব—"গভীর নদীর" ভাবগম্ভীর ঐশ্বর্যে, "জ্যাকবের মই" গানের উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতায়, "জশুয়া ফিট দ্য ব্যাটল অব জেরিকোর" জঙ্গীসুরে, এবং আমাদের প্রতিটি আধ্যাত্মিক গানের তীব্র সৌন্দর্যে।

এ প্রাণশক্তি যেমন বেঁচে থাকে প্রতিটি নিগ্রো মায়ের মধ্যে যিনি চান তাঁর সন্তান 'বড় হয়ে একটা কিছু হোক', তেমনি বেঁচে থাকে সর্বত্র আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা রোজ নির্ভয়ে নীরবে আশায় বুক বেঁধে অত্যাচার ও অপমান সয়ে যায়। এই শক্তিই আমাদের খেলোয়াড়, শিল্পী, যারা জনসমক্ষে অনুষ্ঠান করার সাহস দেখায় তাদের সবাইকে সেই 'বাড়তি কিছু একটা' দিয়ে থাকে। এ হল কেণ্টাকি. ক্লের ছোট্ট জেমস গর্ডনের শক্তি, যে কেন সে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়তে চায় সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল 'কেন নয় ?' এবং এ তো দক্ষিণে সব শিশুদের মন্ত্র, যারা ক্ষিপ্ত জনতাকে অগ্রাহ্য করে বিশাল বীরপুরুষের মত স্কুলের পথে হেঁটে গিয়েছিল। এ হল মণ্টগোমারির সেই বয়স্কা মহিলার ক্ষমতা যিনি বাস বয়কটে তাঁর ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন : "আমি যখন জিম ক্রো বাসে যাই তখন আমার দেহ থাকে বাসে, মন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, কিন্তু এখন আমার দেহ হাঁটছে, মন চলছে বাসে।"

হ্যাঁ, এই আত্মিক শক্তিই আমার জাতির গৌরব। আমেরিকায় কোথাও এমন কোনো মানবিক গুণ নেই যা একে ছাড়িয়ে যায়। এই শুধু কল্যাণ-কামী শক্তি, এর সঙ্গে বিদ্বেষের কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলোকে তা বড় করে দেখে – সুবিচার এবং সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং পূর্ণতা। মাটির গভীরে এর শেকর এবং আকাশের সবচেয়ে উঁচুতে, মানুষের মহান আকাঙ্ক্ষার দিকে এ হাত বাড়ায়। সময় এসেছে এই শক্তিকে আমাদের সবার কাজে মূর্ত করে তোলার, কারণ আমাদের শত্রুপক্ষের চেয়ে এ শক্তি আরো বড়, এবং তা ওদের শয়তানিকে পরাস্ত করবেই।

নিগ্রো কর্মধারাকে ফলপ্রসূ হতে হলে—যদি আগের অধ্যায়ে বর্ণিত অনুকূল সুযোগ এবং ওপরে আলোচিত শক্তির উৎস ঠিক থাকে—আরো একটি জিনিসের প্রয়োজন—তা হল দক্ষ নিগ্রো নেতৃত্বের। এর আলোচনায় আমি ব্যক্তি মানুষের প্রসঙ্গে যাবো না, এবং আমাদের মধ্যে ওপরে যাঁরা আছেন সেইসব ব্যক্তিদের প্রশংসা বা নিন্দে করার অভিপ্রায়ও আমার নেই। নেতৃবৃন্দের এধরণের মূল্যায়ণ করবে নিগ্রো জনতা, এবং এখানে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির আলোচনা না করে বিষয়টির মূল নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করবো,—বিচারের মান, নেতৃত্বের চরিত্র, আজ যেটার প্রয়োজন।

'নেতৃত্ব' শব্দটি নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এবং এর অনেকগুলির সঙ্গে আমার বর্তমান আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই। বহু বিভিন্ন কারণে

মানুষে নাম করে, এবং প্রায়ই যাঁরা মই-এর ওপরে ওঠেন তাঁদেরকে নেতা বলা হয় যদিও তাঁরা খুব ভালো করেই বুঝিয়ে ছাড়েন যে তাঁদের একমাত্র স্বার্থ ব্যক্তিগত উন্নতি, আর অন্যান্য নিগ্রোদের ছাড়িয়ে যতই ওপরে ওঠেন ততই তাঁরা এই ব্যক্তিগত উন্নতিতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এ ছাড়াও প্রভাবশালী শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর একটি অভ্যাস হল, স্থানীয় সমাজে এবং জাতীয় স্তরে কিছু কিছু ব্যক্তিকে 'নিগ্রো নেতা' এই আখ্যা দেওয়া, নিগ্রো জন-সাধারণের এ ব্যাপারে বক্তব্য কি তাতে এদের কিছু যায় আসে না। ভাবটা এমন যে নিগ্রো নেতৃত্ব হল সাদা আদমীদের অনুগ্রহ কিম্বা শাস্তিস্বরূপ প্রয়োজনে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপার।

আমি যে বিষয়টির কথা বলছি তার সঙ্গে জলজলে শিরোনাম, ব্যক্তিগত সিদ্ধি বা ক্ষমতাশীল শক্তির স্নেহধন্য হওয়ার সম্পর্ক নেই। আমি নিগ্রো অধিকারের জন্য যে নিগ্রো নেতৃত্ব লড়াই করছে তার কথা বলতে চাইছি। এরমধ্যে যাঁরা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে আছেন, এবং আরো অনেকে—নিগ্রো, চার্চ সামাজিক ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন প্রভৃতির নেতা, সরকারে নির্বাচিত প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ণের কর্মকর্তার এবং অন্যান্যরা যাদের কাজ বা কাজ-না-করা আমাদের সবার স্বার্থকে প্রতক্ষ্য-ভাবে প্রভাবিত করে।

আমি যতটুকু বুঝি তাতে নিগ্রো নেতৃত্বের প্রাথমিক যোগ্যতা স্বজাতির কল্যাণে একনিষ্ঠ আত্মত্যাগ। অন্য যে কোনো মানুষের মতই একজন নিগ্রোর জীবনে নানান শখ থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত নেতার কাছে যাদের তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে যাবে। আজ যদি একথা বলা হয় যে যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো জাতি অন্যদেশের কৃষ্ণকায় মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে নি, এর অন্যতম কারণ হল যে প্রায়ই এখানে নিগ্রো নেতৃত্বের মধ্যে জাতির কল্যাণে সেইরকম নিঃস্বার্থ আবেগ দেখা যায় নি যা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতাদের একটি বৈশিষ্ট্য। আমরা সবাই স্বীকার করি, এবং অনিচ্ছাসত্বেও মেনে নিই যে আমাদের কিছু নেতা শুধু যে আত্মত্যাগই করতে চায় না তা নয়, তাঁরা যা করবে তার জন্যই কিছু না কিছু গুছিয়ে নিতে চান। কয়েকজনের জন্য কয়েকটি টুকরো জুটলেই তাকে 'জাতির অগ্রগতি' বলে স্বাগত জানানো হয়। স্বাধীনভাবে বাঁচতে হলে তা চরিতার্থ করার জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। যদিও আমাদের মধ্যে খুব কম লোককে

এমন চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করতে হয়, তবু একথা অনস্বীকার্য যে কঠিন সংগ্রামে অগ্রগামীদের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করতে হয়। যিনি যুদ্ধের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত নন তিনি কখনই জয়ী হতে পারবেন না। আমি যে আত্মত্যাগের মানসিকতার কথা বলছি তা আমাদের জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু যতক্ষণ না তা নেতৃত্বের চরিত্রে প্রকট হচ্ছে ততক্ষণ অগ্রগতি মন্থর হতে বাধ্য।

নিগ্রো জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ ছবির একটি দিক, অন্যটি হল স্বাধীনতা। প্রকৃত নিগ্রো নেতৃত্ব স্বজাতির মত ছাড়া অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করবে না, সাড়া দেবে না। শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে আমাদের বন্ধু আছে—উল্লেখযোগ্য বন্ধু, এবং আমরা অবশ্যই তাঁদের আরো কাছে টানার চেষ্টা করবো, এবং এরকম আরো অনেক বন্ধু লাভ করবো। কিন্তু নিগ্রো জাতির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে নিগ্রোরাই, শুধু পদবী ও পদের দিক থেকেই নয় বাস্তব স্তরেও। যেখান থেকেই আসুক না কেন সুপরমর্শ সবসময়ই সুন্দর, এবং যেখান থেকেই সাহায্য আসুক, তার প্রয়োজন স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু নিগ্রোদের কর্মকাণ্ড কিছুতেই চূড়ান্ত হতে পারে না যদি পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীরা লাগাম ধরে থাকে। অন্য গোষ্ঠীর মানুষেরা যতই শুভাকাঙ্খী হোক না কেন তাদের কাছে আমাদের স্বার্থ বড় জোর গৌণ।

আজ নিগ্রো নেতৃত্বের স্বাধীনতা ও কর্মক্ষমতা সংকুচিত করার ব্যাপারে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ একটি উপাদান হিসেবে কাজ করছে। যে অ্যাংকল টমদের ক্ষীয়মাণ দল এখনও নির্লজ্জের মত এমনকি ইস্টল্যাণ্ডের সেবা করে যাচ্ছে আমি তাদের কথা মনে রেখে বলছি না, সুখের কথা, ওদের আর তেমন গুরুত্ব নেই। আমি বরং নিগ্রো নেতৃত্বের সেইসব কাজকর্মের কথা মনে রেখে বলছি যেগুলোর মূলে আছে এই ধারণা যে নিগ্রোশক্তির বদলে শ্বেতাঙ্গ শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হবে। বুকার টি ওয়াশিংটনের পর থেকেই এ ধারণাটির প্রচলন হয়েছে এবং যারা এমনিতে শ্বেতাধিত্যের সমস্তরকম ধারণাকেই ত্যাগ করেছেন তাঁরাও এ ধারণার অনুসারী। এমনকি মার্কাস গার্ভি। যিনি ১৯২০ সালে জাতীয় গণ-আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন এবং দুনিয়ার নিগ্রো জাতিকে "নিজেদের তৈরি ভাগ্যের দিকে এগিয়ে যেতে" বলেছিলেন, তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শ্বেতাঙ্গ শক্তিই হল শেষকথা। বস্তুত গার্ভি তাঁর "বিশ্ব-পুণর্গঠনে নিগ্রোর স্থান" নামে প্রবন্ধে এ ধারণাটি যত স্পষ্ট করে তুলেছেন তেমন আর কেউ পারেন নি। তিনি বলেছেন ঃ

"আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ দুনিয়ার স্বাভাবিক নেতা হয়ে, উঠেছেন। তাঁর পদমর্যাদার জন্য সমস্তরকম মানবিক ব্যাপারে তার সাহায্যের ডাক পড়ে। জাতি থেকে ব্যক্তি পর্যন্ত মানবজাতির সর্ববিষয়ে সাহায্যের জন্য তার কাছে আবেদন জানানো হয়, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কোনো বড় গণআন্দোলন বা পরিবর্তন সম্ভব নয় যদি যে-নেতার সহানুভূতি ও পরামর্শের ওপর দুনিয়া নির্ভর করে তাকে না জানা যায়।"

এ কথা লেখার পর অনেক কিছু বদলে গেছে, এবং এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে গান্ডি আজ বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতেন যে "আমেরিকার সাদা আদমি" আর সর্বশক্তিমান নেই এবং দুনিয়ার কৃষ্ণকায় মানুষেরা তাদের "সহানুভূতি এবং পরামর্শ" ছাড়াই এগিয়ে চলেছে।

বুকার ওয়াশিংটনের সময়ে দক্ষিণের ক্ষমতাসীন সাদা আদমির সহানুভূতিকে অপরিহার্য মনে করা হত, আজ উত্তরে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর উদারপন্থী অংশের শুভেচ্ছাকে নিগ্রো অগ্রগতির ভরসা বলে মনে করা হয়। স্পষ্টতই বহু নিগ্রো নেতা যে কাজ করেন বা কাজ থেকে বিরত থাকেন তার মূলে আছে এই ধারণা। "সাদাই সাচ্চা" এই ধারণাকে পরিত্যাগ করে তাঁরা এর সারৎসারকে গ্রহণ করেছেন এই বলে যে "শক্তিই সাচ্চা"। এই ধারণা যতদূর বদ্ধমূল ততদূর নিগ্রো নেতৃত্ব পরাধীন, অথচ স্বাধীনতা ছাড়া এ নেতৃত্ব কার্যকরী হতে পারে না।

একনিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা—এ আমাদের জরুরী প্রয়োজন। নেতৃত্বের অন্যান্য গুণ প্রচুর পরিমানে দেখা যায়, আমাদের অনেক উচ্চ-শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা আছেন, যাঁরা আইন-চর্চা রাজনীতি ও সামাজিক কর্মে অভিজ্ঞ, আমাদের অনেক বাগ্মী প্রতিনিধি আছেন, প্রতিভাবান সংগঠক আছেন, দক্ষ মুখপাত্র আছেন। যদি আমি জাতীয় স্তরে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ওপর জোর দিয়ে থাকি তবে তা যা কিছু প্রসংসনীয় তা তারিফ করার অক্ষমতা থেকে নয়। বিশেষ করে আঞ্চলিক স্তরে একনিষ্ঠ স্বাধীন নেতৃত্বের অনেক উদাহরণ মেলে। বস্তুত নিগ্রো শক্তির যে সফল প্রয়োগ—সংখ্যার, সংগঠনের, আত্মিক শক্তির—মণ্টগোমারিতে হয়েছিল তা উচ্চতম মানের নিগ্রো নেতৃত্বের ফল। গোটা জাতি দক্ষিণে আরো অনেক নেতার বীরত্বপূর্ণ নিষ্ঠা চাক্ষুষ করেছে, যারা তাঁদের জীবন ও যা কিছু প্রিয় সব বিপন্ন করে স্বজাতির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। আমাদের স্তরে অনেকেই আছেন যাঁদের জাতীয় নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করা উচিত, কারণ

তাঁরা কাজ নিয়ে সেখানে যাবার অধিকার প্রমাণিত করেছেন।

নেতৃত্বের ধারনায় আমাদের আরো ব্যাপ্তি আনতে হবে, এবং দেখতে হবে যে সমস্ত নিগ্রোর প্রতিনিধিই উচ্চতম স্তরে স্থান পাচ্ছে। নিচুতলার মানুষের জন্য যেন ওপরতলায় জায়গা থাকে। যারা কারখানায় ও খেতে কাজ করে আমি আমাদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কথা বলছি। ওদের সেই মাটি-ঘেষা দৃষ্টিভঙ্গী যা হল সবচেয়ে বড় স্বপ্নদর্শন, ওরা শুধু একইভাবে লাঙল আর হাতুড়ি চালনা করে না। হ্যাঁ, নেতৃত্বে আমরা ওদের আরো চাই, এবং একটু তাড়াতাড়িই চাই।

ওপরের সারিতে আমরা আমাদের মেয়েদেরও আরো বেশি করে চাই। হ্যারিয়েট টাবম্যান, সোজার্নার ট্রুথ এবং ম্যারি চার্চ টেরেলের সন্তানদের চেয়ে কারা ভালো জানবে যে আমাদের মেয়েরা প্রায়ই পথ দেখিয়েছে? আজ নিগ্রো নারীরা একনিষ্ঠ আত্মত্যাগ, বিপদে স্নিগ্ধ সাহসিকতা, এবং আমাদের গণসংগ্রামে অসাধারণ নেতৃত্বের নতুন শক্তি ও জঙ্গী মনোভাবের একটি প্রধান উৎস।

কিন্তু যদি এমন কেউ কেউ থাকেন যাঁদের ওপরে তোলা উচিত তাহলে ওপরে যাঁরা আছেন তাঁদের কারো কারো অবসর গ্রহণ করা উচিত। অন্য প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে নিগ্রোরা ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু—প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায়। এদের এই ত্রুটিটি প্রকাশ পায় যখন এরা অযোগ্য নেতাদের যা খুশি তাই করার প্রশ্রয় দেয়। যেন ভাবটা এই যে নেতা হয়ে যাবার পর জনগণের প্রতি তাঁর আর কোনো দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু আজকের এই সংকটের দিনে আমাদের একটু কম ধৈর্যশীল হয়ে একটু বেশি করে দাবী-দাওয়া করা উচিত। উদাহরণ হিসেবে আমার মনে পড়ছে উত্তরের একটি বড় শহরে একজন উল্লেখযোগ্য নেতার কথা। যখন লিটলরককে ক্ষিপ্ত জনতা নিগ্রো শিশুদের হাইস্কুলে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যখন ওরা নিগ্রো সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক আঘাত হানছিল, তখন তিনি তাঁর স্বজাতির উদ্দেশ্যে বললেন, "এই সংকটের মোকাবিলা বলের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে হবে না। কোনো অবস্থাতেই ফেডারেল সেনাবাহিনীকে ডাকা যাবে না। তা হবে আমাদের নৈতিক অবক্ষয়ের স্বীকৃতি, তা দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ ডেকে আনবে —তা অন্তত আমাদের সময়ে এবং হয়তো চিরকালের জন্যই গণতন্ত্রকে নর্দামায় ভাসিয়ে দেবে।", এই কথাগুলো, যার মধ্যে তাঁর স্বজাতির জন্য কোনো দুশ্চিন্তা বা সাম্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই, উচ্চারিত হতে না হতেই

রাষ্ট্রপতি ফেডারেল সেনাবাহিনী পাঠান। কোনো গৃহযুদ্ধ শুরু হল না, গণতন্ত্র নতুন জীবন লাভ করল, উন্মত্ত জনতা অপসারিত হল, নিগ্রো শিশুদের পাহাড়া দিয়ে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হল, এবং ১৮৭৬ সাল থেকে এই প্রথম দক্ষিণে শ্বেতাধিপত্যের বেআইনী শক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল সরকারের বৈধ শক্তিকে ডেকে আনা হয়।

এরকম যখনই কোনো নিগ্রো নেতা যার জন্য লড়াই করা উচিত তাকেই সজোরে বাধা দেন এবং বুঝিয়ে দেন যে স্বজাতির চেয়েও অন্য মানুষের স্বার্থ তার কাছে অনেক বেশি জরুরী—তখন তথাকথিত 'রাজনীতি সচেতনরা' বলতে পারে "ওহো, এই তো রাজনীতি—আরে বাদ দাও"। কিন্তু তথা-কথিত "রাজনীতির বোবা মানুষেরা" ঠিক ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে পারে না। কি করে আমরা সেইসব মানুষের কথায় চলবো যারা আমাদের পথে চলবে না ?

আরো অনেকে আছেন—নিঃসন্দেহে সৎ এবং স্বজাতির কল্যাণে আন্তরিক-ভাবে জড়িত—যাঁরা ভাবেন যে নেতার কাজ হল নিগ্রোদের গণ-আন্দোলনকে মদত না দেওয়া। তাঁদের মতে শান্ত মাথায় আলোচনা করেই সবচেয়ে ভালো সুফল পাওয়া যায়। সুতরাং যখনই এমনকিছু ঘটে যে জনতা জেগে ওঠে এবং জনতা যখনই ন্যায্য আক্রোশে সমবেত হয়ে দাবী করে যে লড়াই শুরু হোক, এ ধরণের মানুষ তাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়াটাই তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন।

কিছুদিন আগেই আমরা এমন হতে দেখেছি, যখন দেশের একদিক থেকে অন্য দিকে তরুণ এমেট টিলের পাশবিক শারীরিক নির্যাতন দেখে জনতা হঠাৎ খেপে উঠেছিল। একটি গণ-প্রতিবাদের সভায় আমি আমাদের জনৈক বিখ্যাত নেতাকে এই ভাষায় ভাষণ দিতে শুনেছি ঃ "আপনারা আজ ক্রুদ্ধ, কিন্তু আপনারা কিছু করবেন না। আমি জানি আপনারা কিছু করবেন না। আপনারা মিসিসিপির ওপর চড়াও হবার দাবী করছেন, কিন্তু আপনারা কেউই যাবেন না। এই অভিযান-টভিযান সম্বন্ধে আমরা আর কোনো কথা বলবো না। আমাদের সংগঠনকে এক ডলার দান করুন এবং বাকীটা আপনাদের নেতাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। যদি আপনারা নিজেরা কিছু করতে চান, আপনারা প্রত্যেকে জেলার "গণতান্ত্রিক নেতার কাছে যান এবং এ নিয়ে কথা বলুন।"

আচ্ছা, শ্রোতারা কি ভাববে যদি কোনো পাস্টর ধর্মীয় সভায় বলেন ঃ

"তোমরা হলে পাপীর দল, কিছুতেই তোমরা ঠিক হবে না। তোমাদের মধ্যে ভালো বলে কিছু নেই, আর আমি তা জানি। অতএব ভাই ও বোনেরা, দক্ষিণার থালায় তোমাদের দানসামগ্রী রাখো, বাড়ি যাও এবং আত্মার সদ্‌গতিটা আমার দায়িত্বে রেখে যাও।" না, নেতার কাজ প্রেরণা দেওয়া হতাশ করা নয় ; তাঁর কাজ জনতাকে একত্র করা, ছত্রভঙ্গ করা নয়। নিরুদ্যমের হাতে কখনই স্বাধীনতার পতাকা থাকতে পারে না।

অবশ্যই আমাদের অধিকারের স্বপক্ষে আলাপ আলোচনা হবে, কিন্তু যতক্ষণ না আলোচনাকারীদের পেছনে জাগ্রত জঙ্গী জনতা দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ তাঁদের আবেদনে কোনো কাজে দেবে না। নিগ্রো কর্মপন্থাকে কার্যকরী হতে হলে—চূড়ান্ত শক্তিসম্পন্ন হতে হলে, যা আমার মনে হয় অবশ্যই সম্ভব—তাকে গণ-অন্দোলনে রূপ দিতে হবে। ব্যালটের শক্তি কাজে লাগতে পারে কেবলমাত্র যখন ভোটারগণ সর্বসম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। স্পষ্টতই যদি অর্ধেক নিগ্রোজনতা একদিকে ভোট দেয়, বাকী অর্ধেক অন্যদিকে, তবে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। ব্যক্তির ভোটদানের হিসেব হয়, গোষ্ঠীগত ভোটের তা হয় না, তা ফেলা যায়।

রাজনৈতিক জীবনে ও অন্যত্র গণ-সংগ্রাম হল সেই নিগ্রো শক্তি যা সচল, এবং এটাই হল বিজয়ের পথ।

আজ আমাদের সামনে একটি জরুরী কাজ হল দক্ষিণে শ্বেতাধিপত্যবাদীদের "এন. এ. এ. সি. পি. কে" দমন করার প্রচেষ্টাকে পরাস্ত করার সার্বিক সংগ্রাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন কুখ্যাত "কমিউনিজম-দমন আইন" ব্যবহার করা হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আক্রমণ করার জন্য তেমনি আমাদের দেশে নিগ্রো স্বাধীনতার শত্রুরা "এন. এ. এ. সি. পি. কে." "অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে" লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করেছে : সংগঠনটি লুইসিয়ানা, টেক্সাস, এবং আলাবামায় বেআইনী ঘোষিত হয়েছে এবং জর্জিয়া, ভার্জিনিয়া, সাউথ ক্যারোলিনা এবং মিসিসিপিতে আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। লিটলরকের মতই সিটি অর্ডিনান্সগুলো এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯৫৫ সালে "কাউন্সিল অন আফ্রিকান অ্যাফেয়ার্স" 'কমিউনিস্ট ফ্রন্ট' এই মিথ্যে অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হলে অন্যান্য সংগঠনগুলি তাতে যেরকম উদাসীনতা দেখিয়েছিল আজ "এন. এ. এ. সি. পিকে"-র ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হওয়া সমীচীন নয়। এ সংগঠনটির বিরুদ্ধে যত লাল-বিদ্বেষী অভিযোগ তা চূড়ান্তভাবে অসত্য, অভিযোগকারীরা ভালোভাবেই তা জানে।

নিগ্রো নেতৃত্বের যাঁরা 'লাল-বিদ্বেষ'কে একটি 'তুখর' 'কৌশল বলে অতীতে ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের বোঝা উচিত যে এরকম পদ্ধতিতে আমাদের জাতির জঘন্যতম শত্রু ছাড়া আর কারোরই উপকার হয় না।

সারা দক্ষিণে—লিটলরকে, মণ্টগোমারিতে এবং অন্যত্র—"এন. এ. এ. সি. পিকে."র রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক নেতারা প্রতিটি জায়গায় নিগ্রো নেতৃত্বের এক প্রেরণাদায়ক বীরত্বপূর্ণ উদাহরণ রেখেছেন। আমাদের সবাই—সারা দেশের নিগ্রো জনসাধারণের এখন কর্তব্য সমবেত হয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা ও রক্ষা করা।

নিগ্রো কর্মশক্তি, সেই শক্তির উৎস, সেই শক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের চরিত্র, এসব সম্বন্ধে আমার ধ্যান-ধারণা উপস্থিত করলাম যাতে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং বিতর্ক হতে পারে, বিশেষ করে এমন একটা সময়ে যখন সময়ের দাবীই হল স্বচ্ছদৃষ্টি ও ঐক্যবদ্ধ কাজ। স্পষ্টতই সব উত্তর কোনো একজনের জানা নেই, এবং আমাদের কর্মপথ নির্নীত হবে সবার দ্বারা। দেয়া-নেয়ার একটা মানসিকতা অবশ্যই থাকবে, এবং বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অবশ্যই ঐক্যের সূত্রটি খুঁজে বার করতে হবে। গোষ্ঠীগত স্বার্থকে অবশ্যই নিগ্রোস্বার্থের কাছে গৌণ বলে ধরতে হবে—আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। কোনো না কোনোভাবে আমরা যা কিছু আমাদের ভাগ করে তাদের পাশে ঠেলে দিতে পারবো, এবং একজোট হবো—আমরা সব নিগ্রোরা। আমাদের ঐক্য আমাদের বন্ধুদের শক্তিশালী করে তুলবে এবং আমাদের দিকে আরো অনেক বন্ধু সৃষ্টি করবে এবং আমাদের ঐক্য আমাদের শত্রুদের দুর্বল করবে, ওরা ইতিমধ্যেই দেয়ালের লিখন দেখতে পেয়েছে।

স্বাধীন হওয়া—সমমর্যাদার নাগরিক হিসেবে এই প্রিয় আমেরিকার মাটিতে হেঁটে যাওয়া, নির্ভয়ে বেঁচে থাকা আমাদের শ্রমের ফসল ভোগ করা, আমাদের সন্তানদের প্রতিটি সুযোগ দেওয়া—আমাদের মনে এতকাল এই যে স্বপ্নকে বহন করে এসেছি তাই আজ আমাদের হাতের মুঠোয়-চলে—আসা ভবিতব্য।

আমাদের সন্তান, আমাদের পৃথিবী

বাতির আলোয় আমার ডেস্কের ওপর আমি আমাদের যুগের চমকপ্রদ সংকেতগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা ও প্রতিশ্রুতিতে ভরপুর—আর আমি হাসিমুখে খবরের কাগজের এইসব ফটো দেখি—আমাদের তরুন বীরপুরুষদের মুখ সব, কি উজ্জ্বল, কি ভাবগম্ভীর.—এরা লিটলরকের শিশু। ওদের নাম হল এলিজাবেথ একফোর্ড, কার্লোটা ওয়ালস, মিনিব্রাউন, গ্লোরিয়া রে, থেলমা মাদারশেড, মেলবা প্যাটিলো, জেফারসন টমাস, টেরেন্স রবার্টস এবং আর্নেস্ট গ্রীন। এই তালিকার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সাউথল্যাণ্ডের অন্যসব নিগ্রো শিশুদের নাম যারা আমাদের সাহসিকতা ও মর্যাদার নতুন নতুন মহাকাব্য উপহার দিয়েছে। জিম ক্রো প্রাচীরগুলো ভেদ করে ওদের ইস্কুলে হেঁটে যাবার পদধ্বনি যেন যশুয়ার পদযাত্রীদের গর্জন, এবং পৃথিবী কেঁপে উঠছে ওদের পদক্ষেপে। •

লিটলরকের প্রিয় শিশুরা,—তোমরা, তোমাদের পিতামাতারা, এবং তোমাদের নিগ্রো শরিকেরা উর্ধে তুলে ধরেছো আমাদের হৃদয়, নতুন করে তুলেছো আমাদের প্রতিজ্ঞা যে এখনই আমাদের পেতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা. তোমরা আমাদের গৌরব, এবং আমার হৃদয় ভালোবাসায় কোমল ও উষ্ণ হয়ে তোমাদের জন্য গান গেয়ে ওঠে। আমাদের দেশ কখনই প্রকৃত অর্থে মহান ও সুন্দর হতে পারবে না যতক্ষন না তোমাদের এবং ছোটদের আর সবাইকে পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এবং যতক্ষণ না আমাদের জাতীয় জীবনের উচ্চতম স্তরে তোমাদের প্রতিভা উত্তীর্ণ হচ্ছে।

তোমরা আমাদের সন্তান, তবে সারা দুনিয়ার মানুষও সঙ্গতকারনে তোমাদেরকে তাদের সন্তান বলে দাবী করে। তারা তোমাদের মুখ দেখেছে, যারা তোমাদের ঘৃনা করে তাদের মুখও দেখেছে, এবং অবশেষে তারা তোমাদেরই দিক বেছে নিয়েছে। তারা তোমাদের মধ্যে সেইসব গুণ দেখেছে যা সর্বত্র পিতামাতারা সন্তানদের মধ্যে দেখতে চান, এবং তাদের শুভেচ্ছা—শিশুদের জন্য সমস্ত ভালোমানুষের ভালোবাসার—তোমাদের দিকেই বইছে।

হ্যাঁ, আমেরিকা—এরা তোমারও সন্তান, এবং এদের সম্বন্ধে তোমার গর্বিত হওয়া উচিত। আমেরিকার স্বপ্ন—জেফারসন এবং লিংকন, ইমারসন এবং

টোয়েনের মন্ত্রশক্তি—লিটলরকের শিশুদের হাতে নতুন জীবন লাভ করছে। এই শিশুদের লালন-পালন অবশ্য কর্তব্য, কারণ ওরা আমাদের জাতির শুধু আশা ও প্রতিশ্রুতিই নয়, ওদের ওপরই আমেরিকার গণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে।

ডেস্ক থেকে চোখ তুলে আমি আমার ঘরের বড় বড় জানালা দিয়ে হার্লেমের আকাশে তাকাই, আর আমাদের সমকালের আরএকটি আশ্চর্য সংকেত নিয়ে ভাবতে থাকি। ওপরে আকাশে তারারা বিস্ময়ে মিটিমিটি চোখে দেখে যে বৃদ্ধা বসুমাতার দুটি নতুন শিশু-সন্তান জন্মেছে, মানুষের তৈরি ছোট ছোট চাঁদ তার চারপাশে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মুখে খুশির হাসি ফোটে, কারণ আমি জানি মাথার ওপর অনেক উঁচুতে কোথাও না কোথাও স্পুটনিকগুলো ছুটে চলেছে, সারা দুনিয়ার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলছে একটি মহান সত্য: মানবজাতি অতিক্রম করতে পারে না এমন উচ্চতা নেই! আমি ভাবি আমার বন্ধুদের কথা, সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের কথা, যাদের হাত ও মস্তক এই বিস্ময় তৈরি করেছে, যা পৃথিবীর মানুষের কাছে আকাশের সীমাহীন প্রান্তরের দ্বার খুলে দিয়েছে।

যখন প্রথম চাকা তৈরি হয়, যখন প্রথম বই ছাপা হয়, তখন অনেকেই এই নব-আবিষ্কারের মধ্যে একধরনের বিপদের সংকেত দেখতে পেয়েছিল। আজ আমাদের দেশেও অন্ধকারের বার্তাবাহকেরা আছেন যাঁরা বলেন স্পুটনিক আমাদের দেশের অমঙ্গল ডেকে আনবে। বাজে কথা! এ হল সমস্ত মানবজাতির বিজয়, আমাদের সবার উন্নততর জীবনের জন্য যে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা তার এক নতুন উদ্‌ঘাটন। কিছু যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদ এবং সেনাপতি নিঃসন্দেহে স্পুটনিকের "বিপ, বিপ" আওয়াজের মধ্যে নিজেদের জন্য এক বাণী শুনতে পেয়েছে—"ক্ষুদে মানুষের দল, যুদ্ধ করার পাগলামিটা বরং এখনই ত্যাগ করো।"—এবং তাঁরা যদি ঠিক এটাই বুঝে থাকে, তবে তা মঙ্গল।

প্রাজ্ঞ ও মূঢ় উভয়েই দেখতে পেয়েছে যে প্রাচ্যে শান্তির এক নতুন তারকা উদিত হয়েছে: স্পুটনিক আমাদের সবাইকে বলছে যে যুদ্ধ এখন অভাবনীয়, পৃথিবীর সবজাতিকে এখন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের উপায় খুঁজে বার করতে হবে—বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নকে, যাদের বন্ধুত্ব সারা দুনিয়ায় শান্তির গ্যারান্টি।

আমার ডেস্কে নিগ্রো খবরের কাগজগুলো ভরে গেছে সমকালের সংকেত নিয়ে আমার স্বজাতির চিন্তা-ভাবনায়—লিট্‌লরক, আর ছোট্ট চাঁদ।

সম্পাদকীয়তে এবং সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে তারা যে-বিপদ চোখ দিয়ে দেখছে এবং অনুভব করছে তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—শত্রু হল জাতবিচার, এবং তারা একে মানবজাতির প্রগতির শত্রু বলে চিহ্নিত করে। তারা বলে, স্পুটনিক, এমন একটা স্কুল-ব্যবস্থার ফসল যেখানে সব জাতের লোকেরাই আছে, এবং তাদের অভিযোগ, এখানে জিম ক্রো ব্যবস্থা, যা নিগ্রো শিশুদের সমান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সাফল্যের নতুন নতুন শিখর আরোহণের পথেও একটি বাধা।

তাহলে, এই যে ওপরের ছোট্ট স্পুটনিক—আমাদের জাতি তোমার কাছ থেকে যে বাণী পেয়েছে তার জন্য লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ! আমি নিশ্চিত যে তাতে আমাদের অশেষ উপকার।

শান্তি—হ্যাঁ, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শান্তির আশ্বাস থাকলে, সমস্ত জাতি ও জাত বিকশিত হবে। শীগগিরই যখন মানুষ ঐ ছোট ছোট চাঁদের আলোকোজ্জ্বল পথে ভ্রমণ করবে, তখন সে নিচে জননী ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে মানবজাতির প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও গর্বে সেই কথা বলে উঠবে যা শেকসপীয়র তাঁর মাতৃভূমি সম্বন্ধে বলেছিলেন: "এই সুন্দর মানুষের দল; এই ছোট্ট পৃথিবী..."

আর আমার মনে আসছে আজকের দিনে আমেরিকার একজন মহান কবি, চিলির পাবলো নেরুদার কথা। তিনি তাঁর মহাকাব্যসদৃশ কবিতা "রেল-স্প্লিটাররা জেগে উঠুক"—এ আমার হয়েও কথা বলেছেন:

এস, সারা পৃথিবীর কথা ভাবি
আর ভালোবাসা দিয়ে টেবিল বাজিয়ে যাই,
আমি যে চাই না রক্তে ভেজাতে
রুটি, শুঁটি আর গানগুলি:
আমি চাই ওরা আমার সঙ্গ নিক:
খনি-শ্রমিক, ঐ ছোট্ট মেয়েটা;
আইনজীবী বা নাবিকের দল,
পুতুল-গড়ার যত কারিগর
সিনেমায় যাই—আসি,
সবচেয়ে লাল মদ্যপানে বসি...
আমি যে এসেছি এখানে গাইতে গান,
তোমরাও এসো—কর গো কণ্ঠদান॥

আমার ভাই পল

রেভ বেঞ্জামিন সি রোবসন

বাড়িতে সবার সবে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। দিনটা ছিল গরম এবং গুমোট। আমরা আমাদের আড্ডাখানায় সবে আরাম করে নিচ্ছি, এমন সময় বিল বললো, আয় একটু সুর ভেজে নিই। উৎসাহে শুরু করে দিলাম, বিল, পল এবং আমি। সেদিনের বিখ্যাত ব্যালাড ছিল "প্রাচীন মিল নদীর ধারে"। এ গান শেষ করেই আমরা একে একে আমাদের গানের ভাণ্ডার উজার করে দিলাম, একেবারে "খড়ের টাকি" থেকে "নীরব রাত্রি" পর্যন্ত। আমরা সেইরকম একটি মাইনর গাইছিলাম যা শুধু গৃহকাতর লোকেরা জানে। পল বালকসুলভ উল্লাসে শক্তি প্রয়োগ করছিল, বলতে কি, আমরাও সবাই। সুর-বৈষম্যের মধ্যে বিল চেঁচিয়ে উঠল: "এক মিনিট দাঁড়া, পল ঐ পর্দাটা লাগা তো আবার।" পল লাগালো। বিল বলল, "পল, তুই তো বেশ গাইতে পারিস।" "নে, আর ঠাট্টা করিস না।"

"আমার গান শেখাটা ঠিকভাবে হল না," বিল বলে, "কিন্তু পল, ভালো গান ভালোই শোনায়, ঠিক যেমন ভালো খাবার খেতে ভালো লাগে। তুই গাইতে জানিস, কিন্তু এটা যে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় তা বোঝার জন্য আমি চাই আজকে আমরা ফিরে এলে তুই "অ্যানি লরি" গানটা গাইবি। যদি আমাকে খুশি করতে পারিস তবে রোবসন আবাস সঙ্গীতে তার প্রথম মানপত্র প্রদান করবে।

আমরা বেসবল খেলতে বেরিয়ে গেলাম, প্রতিটি সুন্দর দিন যা দিয়ে শেষ হত। বাড়ি ফিরে আমরা রাত্রি যাপনের জন্য তৈরি হলাম (আশ্চর্য বিষয় যে খাটেই আমাদের অধিকাংশ রাত কাটত)। বিল গান বাছতে শুরু করল। ওর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর, কিছুই ভুলত না। পলকে রেহাই পাবার জন্য ওকে খুশি করতে হল। বিল পলের গান শুনে বলল, "পল, তুই সত্যিই গাইতে পারিস।"

অবশ্য পল এটাকে রসিকতা হিসেবেই নিয়েছিল, এবং আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমাদের বিচারে রোবসন পরিবারে গান গাওয়াটা প্রায় অভাবনীয়। আমরা অনেক আগেই ধরে নিয়েছিলাম, শুধুমাত্র বাবাই তার অধিকারী।

পলের গান গাওয়া প্রসঙ্গে বলা যায় ধীরে ধীরে অনেকগুলো ব্যাপার ওর এই বিশ্বাস জাগিয়েছিল যে বিলের বক্তব্যে হয়তো কিছুটা সত্য থাকতে পারে। ও তাই চার্চের কয়ারে আরো মনোযোগ দিয়ে আত্মনিয়োগ করে। সবসময় আনন্দানুষ্ঠান লেগেই থাকতো, এবং পুরোহিতাবাসে নিয়ম ছিল যে প্রতিটি শিশুকেই কিছু না কিছু করতে হবে। আমরা বাকীরা কবিতা আবৃত্তি বা প্রবন্ধ রচনার বাইরে যেতে পারতাম না, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে পলকে গান গাইতে হত। এখান থেকেই ও হাইস্কুলে গীরুাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল, এবং অনেকদিন পর অবশেষে ও খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিল যখন দেখল ও সত্যিই গান গাইতে পাবে। তবু কনসার্টে প্রবেশ করার চিন্তা ভ্রূণ হিসেবেও দেখা দেয় নি। আজ ও গানের জগতে যাই করুক না কেন তার সূত্রপাত হয়েছিল জুলাইয়ের সেই বিকেলটায়, বিল, পল আর আমাকে দিয়ে। এই ঘটনাটা না ঘটলে ও কোনো গায়ক দলের কাছাকাছি আসতে পারতো কিনা সন্দেহ।

বিল আজ কবরে শুয়ে, মেডিক্যাল পেশার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করেই। যতই ভাবি ততই মনে হয় ওর নিজের ধারণার চেয়েও ওর কাজ ছিল ভালো। পল যেন আমার ওষুধ —ওর অন্তরাত্মার গান আমার অনেক অসুখ সরিয়ে দিয়েছে। বিল নিশ্চয়ই ডাক্তারি চর্চা করছিল এক অদ্ভুত কল্পনাশক্তি নিয়ে, তাই ও এমনভাবে রোগ নির্ণয় করতে পেরেছিল এবং তার চিকিৎসাও বাতলে দিয়েছিল।

মা আমাদের অনেক দিয়েছিলেন—তিনি সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সম্রাজ্ঞী যে শিক্ষার সবটুকুই আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত হত। তিনি বাবার মতই সমানসংখ্যক হিতোপদেশ লিখে গেছেন, এবং আজ যখন তার ওপরে চোখ বুলোই, আমি প্রায়ই ভেবে অবাক হই তিনি কিভাবে তা করলেন; তিনি আমাদের কোয়েকার রক্ত সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সঞ্জীবিত করেছিলেন। এর বহিপ্রকাশ বোধহয় মারিয়ন, পল এবং আমার মধ্যেই বেশি দেখা গিয়েছিল। আমার ধারনা এর মূলে আছে এই ঘটনা যে আমরা যখন আরো কাছাকাছি এলাম মা তখন চোখের যন্ত্রনায় ভুগছিলেন, এবং এসব সময় যা হয়, যন্ত্রনা তলদেশকে স্পর্শ করে, এবং আমাদের যা কিছু সুন্দর তা ওপরে তুলে আনে।

পলকে বুঝতে হলে এটা জানা দরকার। ও নিজের ভেতরের ঝলকানি দেখে চলে। অভিজ্ঞতাই ওকে এইভাবে চলতে শিখিয়েছে।

যখন এই আধ্যাত্মিক ঝলকানি আসে তখন ও কখনও ব্যর্থ হয় না, হতাশ হয় না, বা বিমূঢ় হয় না। ও চূড়ান্ত সাচ্ছন্দের সঙ্গে এপথে হেঁটে যায়। একমুহূর্তে ও সব অনুভব করে নেয়, সাধারণ মনে যেসব প্রশ্ন ওঠে ও তার প্রতিটির উত্তর দেয়, এবং উত্তর মিলুক বা না মিলুক, ও এই ভেতরের হঠাৎ ঝলকানির নির্দেশ মেনে যায়।

তরুন বয়সে ও যাজকসভায় যোগ দেবে স্থির করেছিল। বাবার মৃত্যু, সমস্ত স্বপ্নকে তছনছ করে যুদ্ধ, এ সবই ওকে সেই বস্তুটির গভীরে নিক্ষেপ করল যার পরিমাপ ও সবে অনুধাবন করতে পারছে। কে বলবে যে ও যাজকসভায় নেই? গান আর অভিনয় তো ওর জীবিকার উপায়মাত্র। ও একটি অবহেলিত, নিপীড়িত, অপমানিত জাতির ক্রুশ বহন করে চলেছে; ও নিজের চোখে দেখা সেইসব বছরের হৃদয়যন্ত্রণা নিজের কণ্ঠে প্রকাশ করছে—ওর বাবা যেভাবে অশ্রু আর রক্তের ভেতর দিয়ে হেঁটে গোপন রেলপথ দিয়ে পালিয়ে স্বাধীনতার মঞ্চে পৌঁছে তাঁর জানা 'সুসংবাদটি' ঘোষনা করার মহড়া দিয়েছিলেন সেইসব স্মৃতি।

পলের গাওয়া 'সাক্ষী' কখনও শুনেছেন? ও তখন ওর বাবারই প্রতিমূর্তি, শুধু ব্যক্তিত্বটা তার সঙ্গে যুক্ত হয়! ও তখন ওর প্রভুর জন্যই গান করে। কারণ গীর্জায় আসার ব্যাপারে ওর রক্ষণশীলতা না থাকলেও ও জানে কার কাছে সবকিছু নিবেদন করেছে। এখানেই ওর গান ও অভিনয়ের প্রাণ। যেসব প্রাচীর ওর স্বজাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্দী করে রেখেছে ও নিজেই তা ভেঙ্গে চলেছে, এই ওর আত্মদর্শন। ও জানে আফ্রিকান রক্তের লক্ষলক্ষ মানুষের মধ্যে মিশে আছে আরো অনেকেই যারা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেই আত্মপ্রকাশ করবে, মানুষের অগ্রগতিতে রেখে যাবে তাদের অবদান।

এ শুধু ওর স্বপ্নের শুরু। ও জানে সবরকম সংস্কারই কেমন অন্ধ ও অযৌক্তিক, কিভাবে তা সারা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় রেখেছে, জাতীয় কি আন্তর্জাতীয় বিষয়ে যেকোনো সীমান্তেই, এবং কিভাবে তা আমাদের সবার মধ্যে যাকিছু সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও সুন্দর তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করছে। যে লোকটি খাল কাটার কাজ করে গর্ব প্রকাশ করে সে পলকে যতটা আনন্দ দেয় যে-শিক্ষিত বিজ্ঞানী তথ্যের নিয়মকে কড়াভাবে মেনে চলে এবং তথ্যের প্রাপ্য গুরুত্ব দেন না তিনি পলকে ততটা আনন্দ দেন না। যে ব্যক্তিত্ব তার সীমানাকে জানতে জানতে

সেই সীমানাকেই বাড়িয়ে দেয় সে পলের মনকে যেকোনো সময় আকৃষ্ট করবে, তা তিনি নিজের অননুকরনীয় ক্ষেত্রে বার্ট উইলিয়ামসই হোন কিম্বা অমর মহাত্মাদের সহযাত্রী চার্লিয়াপিনই হোন।

পরিশিষ্ট খ

(১৯৪৩, ১লা জুনে রোবসনকে যে সম্মানসূচক ডক্টর অব হিউমেন লেটারস দান করা হয় সেই উপলক্ষে মোরহাউস কলেজের সভাপতি ডাঃ বেঞ্জামিনের প্রদত্ত ভাষণের একটি অংশ।)

'আজ যে সারা পৃথিবী নিগ্রো সঙ্গীতকে একটি প্রথমশ্রেণীর শিল্প বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তার জন্য আপনি যা করেছেন আর কেউ ততটা নয়। আপনি নিগ্রো জাতি এবং সারা বিশ্বের স্বার্থে এক মহান কাজ করেছেন ওথেলোর মাধ্যমে ; আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন হলিউড ও ব্রডওয়ে নিগ্রোদের দিয়ে যেসব প্রথাগত সস্তা অভিনয় করিয়ে নেয় তার পাশাপাশি নিগ্রোরা কিরকম মহৎ ও শাশ্বত ব্যাখ্যার ক্ষমতা রাখে।

'আপনি দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের রচিত লোকগীতিকে জনপ্রিয় ও মর্যাদামণ্ডিত করার সাহস দেখিয়েছেন। আপনি প্রমাণ রেখেছেন যে আপনি গান করেন এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস সুগভীর ও চিরস্থায়ী। আপনার গানে আপনি সাধারণ মানুষের স্বার্থকে উর্ধে তুলে ধরেছেন। নিগ্রো আধ্যাত্মিক গান, ফরাসী বা কানাডার লোকগীতি, মেক্সিকান পিওনের গান, অত্যাচারের হাত থেকে ইহুদিদের মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা, রাশিয়ান সৈনিকদের বলিষ্ঠ গান, বোমাবর্ষনের সময় মাদ্রিদের গান, লণ্ডন এবং চীনের বীরত্বের গান, যে-গানই আপনি করুন না কেন মিঃ রোবসন আপনি যেন মানবজাতির যন্ত্রণার প্রতিমূর্তি।

"আপনার গান গাওয়া যেন বিশ্বাসের ইস্তেহার। আপনি এমনভাবে গান করেন যে মনে হয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনাকে মর্তে পাঠিয়েছেন গানের

ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য। আপনি সত্যিই জনতার শিল্পী।

"মুক্তির অন্বেষণে আপনি দুনিয়ার নিপীড়িত দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, বুঝেছেন যে লোকগীতি বিশ্বজনীন এবং সর্বত্র সাধারণ মানুষ একইরকম। এ কথা বলা যেতে পার যে বর্তমান প্রজন্মে আপনার সমকক্ষ কোনো লোক-গায়ক নেই এবং কখনও হবেও না।

"মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার প্রতিভা আপনার আছে, সে-মানুষ রাজার উচ্চমার্গেই হাঁটুক বা কৃষকের অবজ্ঞেয় পথেই হাটুক। আপনি গানে, চলচ্চিত্রে, নাটকে হাজার হাজার মানুষের হৃদয়কে শিহরিত করেছেন। প্রতিটি দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ে আপনি এনেছেন আশা ও উত্তাপ। আপনি আপনার গোটা চেহারায়, আপনার সত্তায়, আপনার আদর্শে সেইসব কিছুকে মূর্ত করে তুলেছেন যার ওপর এই কলেজ দাঁড়িয়ে আছে ও থাকবে।

"অতএব আমরা খুশি এইকারণে যে বিশ্বে আমরাই প্রথম নিগ্রো কলেজ হিসেবে এমন একজন মানুষের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি জানালাম যিনি নিগ্রোজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন। এবং যিনি দম-বন্ধ-করা বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও মুক্তির নিঃশ্বাস নেন।

পরিশিষ্ট গ

বিখ্যাত শেকসপীয়র বিশেষজ্ঞ জে, ডোভার উইলসন (১৯৫৭, ১০ই মে) লণ্ডন টাইমসে এই চিঠিটি লেখেন :

মহাশয়—

কুমারী ফ্লোরা রবিনসনের ৪ঠা মে'র চিঠিতে এই সুখবরটি পড়লাম যে অ্যাক্টরস ইকুইটি অ্যাসোসিয়েশনের শুভেচ্ছায়—অভিনেতারা সবসময়ই কতখানি উদার হন!—একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই স্বর্ণকণ্ঠ আফ্রিকান ভদ্রলোক, শ্রী পল রোবসনকে আমন্ত্রন করার জন্য—তিনি আমাদের এখানে

আবার আসুন, আমাদের গান শোনান, এবং সর্বোপরি, শেকসপীয়রের যে মহত্তম ট্র্যাজিক মানুষ সেই বীর নিগ্রোকে ব্যাখ্যা করুন।

"কোনো না কোনো কারণে, যা আমাদের অনুধাবন করতে কষ্ট হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁকে স্বাধীনতার মূর্তির পাশ দিয়ে আটলাণ্টিক পেরতে দিচ্ছেন না। যদি তাঁরা ভয় করেন যে-তিনি কোনো না কোনোভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে রক্ষনশীল জাতির রাজনীতিকে কলুষিত করতে পারেন তবে ওঁদের ভয় ভিত্তিহীন। শ্রীরোবসনকে এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সময় অপচয় করতে দেওয়াটা আমাদের উচিত নয়। আমরা চাই তিনি তাঁর সময় দিন আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য গানের জন্য; আমরা চাই তাঁর কণ্ঠ সেই মহান কাব্য উচ্চারণ করুক যা শেকসপীয়র ওথেলোর মুখ দিয়ে বলেছেন।"

"১৯৩০, মে-তে স্যাভয়ে তাঁর মুর দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ ছিল এমন এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা যা আমাকে শেকসপীয়র যেভাবে বোঝাতে চেয়েছেন ঠিক সেইভাবে বুঝতে শেখায়। শেকসপীয়রের নামে আমরা ওয়াশিংটনের কাছে আবেদন জানাচ্ছিঃ দোহাই, এঁকে আমাদের দিকে লেলিয়ে দিন!"

—জে, ডোভার উইলসন